পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 347 Tuesday, 11 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪৭ সংখ্যা ❋ ২৪ কার্তিক ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

# এসআইআর স্টে হওয়া উচিত, কোটি মানুষ এখনও ফর্ম পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বরঃ** উত্তরের প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকেই ফের কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটবন্দি প্রসঙ্গ টেনে তীব্র কটাক্ষের সুরে বললেন, ''নোটবন্দির মতো এসআইআরও গায়ের জোরে পগার পার করবে ভাবছে। কিন্তু পগার পার ওদের হতে হবে। বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না।'' তারপরই নাটকীয় ভঙ্গিতে সোজাসুজি নির্বাচন কমিশনের সিইও-র উদ্দেশে মন্তব্য- ''হ্যালো স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি?'' কিছুক্ষণ বিরতির পর যোগ করলেন, ''আমার মনে হয় এসআইআর স্টে করা উচিত। কোটি কোটি মানুষ এখনও ফর্মই পায়নি।'' কেন এই দাবি? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণার সম্ভাবনা। তার আগে এত কম সময়ের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি, ফর্ম ফিলআপ- বাস্তবে অসম্ভব।'' অভিযোগ, এই তিন মাস যাতে রাজ্য কোনও কাজ করতে না পারে, তাই সুপার এমার্জেন্সির মতো অবস্থা তৈরি করে অফিসারদের আটকে রেখেছে। টিচারদের স্কুল করতে হচ্ছে, আবার বিএলও-দের দায়িত্বও সামলাতে হচ্ছে। ২ ঘণ্টায় কত বাড়ি যেতে পারবে?'' কেন্দ্রকে বিঁধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। মানুষের হৃদয় কাঁদছে, আর বিজেপি হাসছে। কিন্তু জেনুইন ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলব না। যত আঘাত করবে, তত প্রত্যাঘাত হবেই।'' এদিন রোহিঙ্গা প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছে, এসআইআর ঘোষণার পর নিউটাউনের কয়েকটি বস্তি খালি হচ্ছে, যেখানে রোহিঙ্গারা থাকত বলে অভিযোগ। প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ''রোহিঙ্গারা এল কোথা থেকে? বর্ডার কার দায়িত্বে?'' বিজেপিকে 'দু-মুখো সাপ' বলে কটাক্ষ করে বলেন, ''একবার বলছে ২০০২ সালের লিস্ট, আবার বলছে ২০২৪

সালের নভেম্বর পর্যন্ত যারা এসেছে, তাদের বাদ দেওয়া হবে না।'' সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ ও বিজেপির ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ- ''বিএসএফ আর বিজেপি একসঙ্গে ক্যাম্প করে ২০২৪ সালের লোকেদের নাম তুলছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য ফের আলোড়ন তৈরি হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। এখন দেখার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মশিবির পাল্টা কী বলে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে জিএসটি নিয়ে বড় দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''এভাবে রাজ্যের হকের টাকা কেড়ে নিতে দেব না। জিএসটির টাকা রাজ্যকে ফের দিতে হবে।'' সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী খোলামেলা স্বীকার করে নেন, ''কেন্দ্র যখন জিএসটি-র কথা বলেছিল তখন আমরাই প্রথম করতে বলেছিলাম, এটা আমাদের বড় ব্লান্ডার ছিল! কারণ, অন্য রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে আর বাংলায় রাজ্যের শেয়ারের টাকা না দিয়ে সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি মনে করি রাজ্যের ট্যাক্স রাজ্যকে ফেরত দেওয়া উচিত।'' আবাস যোজনা থেকে বন্যা ত্রাণ, কোনও ক্ষেত্রেই রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে ন্যূনতম ক্ষতিপূরণও পায় না বলে এদিন ফের ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''২০২১ সালের পর থেকে বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এমনকি আমাদের হকের করের টাকাও দেয় না।'' ভারত সরকারকে 'দালালদের সরকার' বলে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের ডিফেন্স আর বর্ডার ছাড়া রাজ্যে আর কোনও মুভমেন্ট নেই। আমাদের টাকা ধ্বংস করবে, আবার আমাদেরই অপপ্রচার চালাবে। টোটাল লুট, আর বলছে ঝুট।'' তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, ''টাকা তো দেয়ইনি উল্টে আমাদের রাজ্য থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। মানুষ হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে সুবিধা পাচ্ছে, এর জন্য আমাদের ফান্ড থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা গেছে। কিন্তু এর জন্য মিরজাফর, গদ্দারদের কোনও ক্রেডিট নেই।'' রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থে জিএসটি পুনর্বণ্টনের দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''এখন সময় এসেছে রাজ্যের টাকা রাজ্যকে ফেরত দেওয়ার।'' পুজোর পর পর হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা। ইতিমধ্যে সেখানে মেরামতির কাজ হয়েছে। বিপর্যস্ত পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরকন্যার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''বাংলার ৪৩ শতাংশ এলাকা নদীমাতৃক। ফি বারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ বাংলাকে বন্যার কোনও ক্ষতিপূরণ দেয় না কেন্দ্র। বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। তিস্তাকে ব্লক করে দিয়েছে, এটা ক্রিমিনাল অফেন্স নয়? তিস্তাকে বাঁচাতে হবে এটা তো ভাবে না? প্রবলেমটা ফেস করতে হয় বাংলাকে। আর ওদের নেতাদের মুখে বড় বড় কথা।'' নাম না করে মোদিকে নিশানা করে মমতা বলেন, ''আসলে হিংসার কোনও ওষুধ হয় না। শুধু মিথ্যে কথার বুলি। এতবড় বিপর্যয় হল কেউ এসেছে, এক পয়সাও দিয়েছে? কিচ্ছু দেয়নি। ইন্দো-ভুটান কমিশন করতে বলেছি, কিন্তু কেন্দ্র উদাসীন। একইভাবে ডিভিসির জন্য দক্ষিণবঙ্গ ভেসে যায়, অথচ কেন্দ্রের কোনও নজর নেই। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের উন্নয়নের কাজ থামিয়ে রাখিনি।'' এখনও পর্যন্ত বাংলায় গরিবের জন্য ১ কোটি বাড়ি তৈরি করেছে রাজ্য জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ডিসেম্বরেই আরও ১৬ লক্ষ বাংলার বাড়ির টাকা দেওয়া হবে।'' মাঝেমধ্যেই বন্যজন্তুর আক্রমণের মুখে পড়তে হয় উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের। সমস্যা সমাধানে উত্তরের জঙ্গল এলাকার পড়ুয়াদের জন্য রাজ্য ১০টি বিশেষ বাস চালু করছে বলেও এদিন জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে ২৪টা চা বাগান খোলা হয়েছে, ২২ হাজার শ্রমিক উপকৃত হয়েছে, এর আগে ৫৯ টা চা বাগান খোলা হয়েছে। চা শ্রমিকদের মজুরিও বাড়ানো হয়েছে।

## ডি লিট পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ** এবার আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ডি লিট দিতে চলেছে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ১২ নভেম্বর ওই বিশেষ সম্মান দিতে কলকাতায় আসছেন জাপানের প্রতিনিধিরা। এর আগে রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হয়েছিল মমতাকে। এবার বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার। জাপানের ইয়োকোহামা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে ১২ তারিখে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই এই সম্মান প্রদান করা হবে। উপস্থিত থাকবেন জাপানের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মমতার হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছিলেন। সেই সম্মান প্রদান নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল সেই সময়, মামলাও হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এছাড়া ২০২৩-এ মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্মানিক ডি লিট দেয় সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হাত থেকে সেই সম্মান নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবার তৃতীয় ডি লিট পেতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি লিট ছাড়াও ভুবনেশ্বরের 'কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি'-র তরফ থেকে মমতাকে সাম্মানিক ডক্টরেট দেওয়া হয়। গত মার্চ মাসে বক্তব্য রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। অক্সফোর্ডের অধীন কেলগ কলেজে বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি। রাজ্যের উন্নয়ন সহ একাধিক বিষয়ে কথা বলেন সেখানে। তবে সেখানে অনুষ্ঠান চলাকালীন মমতাকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। এবার এক আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন তিনি।

## জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন পার্থ

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বরঃ** অবশেষে জেলমুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এসএসসি নিয়োগ মামলায় তিন বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন পার্থ। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে সিবিআইয়ের দেওয়া আট জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর, এ বার জেল মুক্তির নির্দেশ পার্থকে। আজ অষ্টম সাক্ষী তথা এসএসসির এক অফিসারের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়। পার্থর সঙ্গেই মুক্তি পেতে চলেছেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যেই পার্থ'র জামিনের শর্ত হিসেবে ৯০ হাজার টাকা জমা পড়ে গিয়েছে। বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রিলিজ অর্ডার দিলেই, তা জমা পড়বে প্রেসিডেন্সি জেলে। তার পরে ঘরে ফেরা এ বার সময়ের অপেক্ষা। বর্তমানে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রয়েছেন পার্থ। পার্থর জামিনের শর্ত হিসেবে ৯০ হাজার টাকা জমা পড়ে গিয়েছে। এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগের মামলায় ২০২২ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। ওই বছরের ২২ জুলাই পার্থ'র দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এমনকী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল রাশি রাশি টাকা। এর আগে একাধিকবার জামিনের আবেদন জানিয়েছেন পার্থ। পরে সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, শর্তসাপেক্ষে জামিন পেতে পারেন পার্থ। তবে তার আগে চার্জ গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ শেষ হলে তবেই জেল থেকে বাড়ি ফিরতে পারবেন পার্থ।

## এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ** গত সেপ্টেম্বর মাসেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের পরীক্ষা হয়। নভেম্বরের শুরুতেই সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে কমিশন। নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন কোনও পরীক্ষা নেয়নি এসএসসি। আইনি জটে দীর্ঘ সময় আটকে ছিল নিয়োগ। অবশেষে সেই জট কাটিয়ে পরীক্ষা হয়েছে। তাই এই ফলাফল ঘিরে আগ্রহ ছিল দীর্ঘদিনের। ফলাফল বেরলেও ফের মামলা হল সেই পরীক্ষা নিয়েই। এসএসসি-তে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয় গত ১৮ সেপ্টেম্বর। গত ৭ নভেম্বর সেই পরীক্ষা ফল বেরোয়। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ, সেই পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল ভুলে-ভরা। প্রশ্ন ভুলের অভিযোগেই এবার মামলা দায়ের করা হয়েছে হাইকোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একাধিক বিষয়ের প্রশ্নে ভুল ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

## নাগরিকত্বের আবেদন মানেই অধিকার জন্মাল না! এসআইআর সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ** রাজ্যে চলমান ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকত্বের আবেদনের নথি যুক্ত করার দাবি জানিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, নাগরিকত্বের আবেদন করা মানেই সেই ব্যক্তির কোনও নতুন অধিকার জন্ম নেয় না। এই মামলাটি করেছিল একটি সংগঠন, যারা আবেদন ছিল- যে সব ব্যক্তি সিএএ-তে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের জমা দেওয়া নথিগুলিকেও যেন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আদালত সেই যুক্তি খারিজ করে দেয়। রায়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্পষ্টভাবে বলেন, নাগরিকত্বের আবেদন করা মানে এই নয় যে সেই আবেদনকারী ইতিমধ্যেই নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। তাই এই আবেদনের ভিত্তিতে কোনও বিশেষ অধিকার দাবি করা যায় না। বেঞ্চ আরও জানায়, নাগরিকত্বের আবেদনকারীদের প্রত্যেকের মামলা আলাদা। তাঁদের নথিপত্র, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ায় একটি জনস্বার্থ মামলার আওতায় একসঙ্গে সব অভিযোগ বা দাবি বিচার করা সম্ভব নয়। ফলে এই মামলায় সামগ্রিক নির্দেশ দেওয়া আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, যাঁরা

নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন, তাঁরা চাইলে নিজেদের বিষয় নিয়ে পৃথকভাবে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত মামলায় আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু জনস্বার্থ মামলা হিসেবে এই বিষয়ে রায় দেওয়া আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে উপযুক্ত নয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় পর্যবেক্ষণ বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে রাজ্যজুড়ে। সম্প্রতি এই প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে বিভিন্ন জেলায়। তার মধ্যেই নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত এই জনস্বার্থ মামলা আদালতে দাখিল হয়েছিল। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে আদালত জানায়, এই ধরনের জনস্বার্থ মামলা ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই মামলাটি খারিজ করা হল।

## দিল্লির লালকেল্লার কছে পরপর গাড়িতে বিস্ফোরণ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেহাংশ

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বরঃ** রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার ঠিক সামনে, গেট নম্বর ১-এর পাশে হঠাৎই বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটতেই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বিস্ফোরণের পরই আগুন ধরে যায় আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরও তিনটি গাড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল ও উদ্ধারকারী দল। দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে খবর, সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ৫৫ মিনিটে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় সাতটি দমকল ইঞ্জিন এবং ১৫টি ক্যাট অ্যাম্বুল্যান্স। দ্রুত অভিযান চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনায় আপাতত মৃত্যু হয়েছে নয় জনের। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। তবে তাঁদের অবস্থা বা সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়। বিস্ফোরণের কারণ নিয়েও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরণের উৎস এবং ব্যবহৃত পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করেছে। আপাতত নাশকতার আশঙ্কা

উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না বলেই সূত্রের খবর। লালকেল্লা এবং আশপাশের এলাকা উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে থাকার কারণে, এই বিস্ফোরণ ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপরতা বেড়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলিরও। পুলিশের দাবি, এটি সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা। তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, দিল্লি-কাশ্মীর ছাড়াও অন্য রাজ্যেও এই নেটওয়ার্কের শাখা ছড়িয়ে থাকতে পারে। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর ও হরিয়ানা পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়েছেন দুই চিকিৎসক এবং এক মহিলা চিকিৎসক। তাদের জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ-এর আন্তর্জাতিক জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পুলিশ। প্রথমে পাওয়া গেছিল ৩৬০ কেজি বিস্ফোরকের হদিস। কিন্তু তদন্ত এগোতেই জানা যায়, মোট ২ হাজার ৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে! ফরিদাবাদের আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ডা. মুজাম্মিল শাকিলের ভাড়া করা বাড়ি থেকেই এই বিস্ফোরক মজুত পাওয়া যায়। তিনি তিন মাস আগে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন ফরিদাবাদের চিকিৎসক মুজাম্মিল, আরও এক কাশ্মীরি চিকিৎসক এবং এক ইমাম। খোঁজ মিলেছে এক মহিলা চিকিৎসকেরও, শাহিন নামে পরিচিত তিনি। তাঁর কাছ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আপনার পুরানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকার বিষয়ে ভুলে গেছেন?

আপনার যা সঞ্চিত আছে তা পুনরুদ্ধার করতে আরবিআই আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার ব্যাঙ্কে জমা থাকা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট (2 বছরের বেশি এবং 10 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষ্ক্রিয়) / দাবি না করা ডিপোজিট (10 বছরের বেশি) থেকে অর্থরাশি আরবিআই-এর ডিইএ ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়। আপনি অথবা আপনার আইনি উত্তরাধিকারীরা যে কোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন।

3টি সহজ স্টেপে আপনার অর্থরাশির জন্য দাবি জানান

1. আপনার ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় যান, সেটি আপনার রেগুলার শাখা না হলেও হবে
2. কেওয়াইসি নথিপত্র (আধার, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) সহ একটি ফর্ম জমা দিন
3. ভেরিফিকেশনের পরে, আপনার টাকা সুদ সহ, যদি থাকে, উপলব্ধ করুন

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত দেশের সমস্ত জেলায় দাবিকৃত সম্পদের উপর পরিচালিত বিশেষ শিবিরগুলিতে (স্পেশাল ক্যাম্পগুলিতে) যান।

আপনার দাবি না করা ডিপোজিট প্রাপ্ত করার জন্য

আপনার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করুন বা আরবিআই-এর UDGAM পোর্টাল (https://udgam.rbi.org.in)-এ দেখুন

বর্তমানে 30টি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in-এ
প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য, লিখে পাঠান rbikehtahai@rbi.org.in
কিউআর কোড স্ক্যান করুন
অফিসিয়াল হোয়াটস্‌অ্যাপ নং. 99990 41935

জনস্বার্থে প্রচারিত সৌজন্যে
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

## লাল সন্ত্রাসে'র কথা মনে করিয়ে নন্দীগ্রাম দিবসে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ নন্দীগ্রাম দিবসে সিপিএম জমানার সেই 'লাল সন্ত্রাস'কে মনে করিয়ে বিজেপির প্রতি কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।নন্দীগ্রামের শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে অভিষেকের বার্তা, ' মানুষ সিপিএমকে শিক্ষা দিয়েছিল। আগামীতে বিজেপিরও দর্পচূর্ণ এভাবেই হবে। বিজেপির ঔদ্ধত্যের জবাব মানুষ দেবে ব্যালট বক্সে। আবারও বুঝিয়ে দেবে, বাংলার মানুষ বরাবর লড়াই করে।'এসআইআর আবহে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'এসব করে বাংলার মানুষের মাথা নত করা যাবে না। তোমাদের ঔদ্ধত্য, জমিদারি মানসিকতার জবাব মিলবে ব্যালট বক্সে।'

## ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অস্ত্র ও মাদকসহ আটক পাচারকারী

চণ্ডীগড়, ১০ নভেম্বর ঃ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের অমৃতসর ও ফাজিলকা সেক্টরে বিএসএফ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। পাঞ্জাব পুলিশের সহযোগিতায় বিএসএফ এই অভিযান পরিচালনা করে।সোমবার বিএসএফের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই অভিযানে একজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এক কেজি আফিম, ৩০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। দুটি ম্যাগাজিনও উদ্ধার করা হয়েছে তার কাছ থেকে।এছাড়াও অমৃতসরের কালসিয়ান এবং রানিয়ান গ্রামের কাছে পৃথক একটি অভিযানে জওয়ানরা একটি পিস্তল, ম্যাগাজিন, ৫৬৯ গ্রাম হেরোইন এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। বিএসএফ আটক পাচারকারীর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

## ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠলো জনৈক 'বিএলও'র বিরুদ্ধে, সরব বিরোধীরা

হাওড়াঃস্থানীয় একটি ক্লাবে বসে 'এসআইআর' এর এন্যুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠলো জনৈক 'বিএলও'র বিরুদ্ধে। গত রবিবার সকালে এই অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ হাওড়ার উনসানি সর্দারপাড়ায়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ করছেন বিএলও'রা। এরই মধ্যে রবিবার দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে ওই অভিযোগ ওঠে। তা জানাজানি হতে এনিয়ে সরব হয় বিরোধীরা। ক্লাবের মেঝেতে বসে ফর্ম বিলি করার অভিযোগ প্রসঙ্গে ওই বিএলও জানান, তিনি ওখানে বসে ফর্ম বাছাই করছিলেন। সেইসময় আশপাশের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন তাঁদের সুবিধার জন্য এসে ফর্ম নিয়ে যান। এই ক্লাবের বাইরে যে 'বাংলার ভোট কেন্দ্র রক্ষা শিবির' এর ব্যানার ছিল তাও তিনি দেখেননি। এদিকে, এদিন স্থানীয়. এক বাসিন্দা বলেন, বিএলও বাড়ি বাড়ি ফর্ম দিতেই বেরিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজনকে তা দেওয়ার পর যখন ওখানে বসে ফর্ম বাছাই করছিলেন সেই সময় বেশ কিছু স্থানীয় বাসিন্দা ওনার কাছে এসে ফর্ম চেয়ে নিয়ে যান। এদিন এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত চৌধুরী বলেন, 'বিরোধীদের কোনও অস্তিত্ব নেই। ওদের এজেন্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেই মানুষকে এসআইআর নিয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।' উনসানির ঘটনা প্রসঙ্গে সৈকত বাবু জানান, 'এরকম কিছু ঘটে থাকলে প্রশাসন সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখবে।'


## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# বিহারে মঙ্গলে দ্বিতীয় দফার ভোট, ৩.৭০ কোটি ভোটারের সামনে ভাগ্যপরীক্ষা ১,৩০২ প্রার্থীর

পাটনা, ১০ নভেম্বর ঃ বিহারের রাজনৈতিক অঙ্গন আবারও উত্তপ্ত হতে চলেছে। মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় এবং একই সঙ্গে শেষ দফার ভোটগ্রহণ। এই দফাটি শুধু নির্বাচনী সূচির পরিসমাপ্তি নয়, বরং রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্যায়ে বিহারের ২০টি জেলার মোট ১২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থীদের রাজনৈতিক ভবিষ্য স্থির করবে। ল।ড়াইয়ে রয়েছেন মোট ১,৩০২ জন প্রার্থী, যার মধ্যে মহিলা প্রার্থী সংখ্যা ১৩৬। তাঁদের ভাগ্য নির্ভর করছে ৩.৭০ কোটিরও বেশি ভোটারের সিদ্ধান্তের ওপর।ভোটার থেকেই বিহারের রাজনৈতিক হাওয়া আবারও সরগরম হয়ে উঠবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। মঙ্গলবার সকাল ৭টা বাজতেই ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে যাবে সমস্ত কেন্দ্রেই। প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা থেকে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, ভোটকেন্দ্রের কর্মী থেকে পর্যবেক্ষক-সব ক্ষেত্রেই থাকবে কড়া নজর। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ এমনভাবে আয়োজন করা হচ্ছে যাতে প্রতিটি ভোটার নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ পরিবেশে ভোট দিতে পারেন।এই নির্বাচনী দফাটিকে কেন এত গুরুতর বলে মনে করা হচ্ছে, তা বোঝা যায় প্রথম দফার ভোটগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকেই। বিহারে গত ৬ নভেম্বর যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন। বহু জেলায় রেকর্ড পরিমাণ ভোট পড়েছিল বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। সেই উচ্ছ্বাস, সেই উসাহ, এবং বিশেষ করে সাধারণ ভোটারদের অংশগ্রহণ নতুন দফার জন্য আরও প্রত্যাশা তৈরি করছে। রাজনৈতিক দলগুলিও তাই দ্বিতীয় দফাকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচার চালিয়ে গিয়েছে তীব্রতায়। অন্যদিকে, কমিশনের প্রশাসনিক প্রস্তুতিও সমান তপরতায় সম্পন্ন হয়েছে।বিহারের এই ২০টি জেলায় বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য রয়েছে। শহুরে কেন্দ্র থেকে গ্রামাঞ্চল, নদীঘেরা জনপদ থেকে দুর্গম অঞ্চল-প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের নিজস্ব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অনেক কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে সংবেদনশীল বা অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসাবে। সেকারণেই নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যায়। আধাসামরিক বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় পুলিশের ব। বাহিনী পাহারা দেবে সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে। এছাড়া ভোটগ্রহণের প্রতিটি মুহূর্ত নজরদারিতে রাখতে সিসিটিভি ও ওয়েবকাস্টিংয়ের সুবিধা রাখা হয়েছে বহু কেন্দ্রে। কমিশন বলেছে, শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণই তাদের প্রধান লক্ষ্য।ভোটারদের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাঁদের সুবিধার কথাও ভাবা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রেই রাখা হয়েছে পানীয় জল, বিশ্রামের ব্যবস্থা, শৌচাগার এবং পথনির্দেশিকা। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের সুবিধায়। তাদের জন্য হুইলচেয়ার ও সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতির অভিজ্ঞতায় স্বাস্থ্যবিধির দিকেও কিছুটা নজর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। যদিও মহামারির ভয় অনেকটাই কেটে গিয়েছে, তবুও ভোটকেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধির কিছু নিয়ম বজায় রাখার জন্য নির্দেশ রয়েছে।এই দফার ১,৩০২ জন প্রার্থীর মধ্যে অনেক ভারী-ওজনের নেতা রয়েছেন, আবার রয়েছেন একেবারে নতুন মুখও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই দফাতেই নির্ধারিত হবে বিহারের পরবর্তী রাজনৈতিক অধ্যায়ের ভিত্তি। বিভিন্ন দল ও জোটের ভাগ্য নির্ভর করছে এই ১২২টি আসনের ওপরই। ফলে ভোটের ফলাফল কোনদিকে গড়ায়, সেই নিয়ে এখন থেকেই জল্পনা তুঙ্গে। ভোটারদের আচরণও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম দফায় যেখানে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় ব্যাপক ভোট পড়েছিল, দ্বিতীয় দফায় সেই প্রবণতা বজায় থাকে কি না, সেদিকেও তাকিয়ে আছে রাজনৈতিক মহল।রাজনৈতিক দলগুলি তৎক্ষণ প্রচারের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছে নিজেদের পক্ষে ভোট টানার। নেতারা গ্রাম থেকে শহর, রাজপথ থেকে অলিগলি ছুটে বেড়িয়েছেন ভোট চাইতে। প্রতিটি পার্টি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের মন জয়ের চেষ্টা করেছে। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা পরিকাঠামো সবই প্রচারের মূল কেন্দ্রে ছিল। পাশাপাশি, স্থানীয় ইস্যু, জাতপাতের সমীকরণ, প্রার্থী নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা-সব মিলিয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটের সমীকরণ আলাদা আলাদা। তাই প্রতিটি আসনই এখন রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ।ভোটের এই দ্বিতীয় দফায় শহুরে ভোটারদের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ নিয়েও আশাবাদ কমিশনের। বিহারে আগের বেশ কয়েকটি নির্বাচনে মহিলাদের ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বো।ছে। সেই ধারা অব্যাহত থাকলে রাজনৈতিক ফলাফলের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভোটের আচরণে মহিলাদের অংশগ্রহণ বহু ক্ষেত্রে অঙ্ক বদলে দিতে পারে। অন্যদিকে, প্রথমবারের ভোটাররাও এবারের নির্বাচনে ব। ভূমিকা নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৮-১৯ বছরের বহু তরুণ-তরুণী প্রথমবার ভোট দেবে, যাদের ভোট অনেক সময়েই নির্বাচনের পার্থক্য গড়ে দেয়।রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব নজর এখন ভোটের দিকে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ব্যালট ইউনিট বোতাম টেপার জন্য লাইনে দাঁ।নো মানুষ দেখা যাবে বিহারের প্রচুর অঞ্চলে। নির্বাচন কমিশন তাদের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে যেকোনো ধরনের অনিয়ম বা গণ্ডগোল রুখতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভোট চলাকালীন প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক ও নিরাপত্তা বাহিনী। যেকোনো অশান্তির সম্ভাবনা নস্যা করতে পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত।ভোটগ্রহণ শেষে সব চোখ যাবে ১৪ নভেম্বরের দিকে। ওই দিনই ঘোষণা করা হবে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। কে জিতবে, কে হারবে, কোন দল গঠন করবে সরকার, কোন জোট এগিয়ে থাকবে, আর কার রাজনৈতিক কেরিয়ার পিছলে যাবে-সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে ওই দিনেই। মঙ্গলবারের ভোট সেই পথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই এই দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ নিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যেও উত্তেজনা তুঙ্গে।বিহারের রাজনৈতিক চরিত্র বহুদিন ধরেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ভোটার থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী, কৃষক-সব শ্রেণির মানুষের রাজনৈতিক রুচি বদলে গিয়েছে অনেকটাই। ফলে প্রচলিত সমীকরণের বাইরে গিয়ে ভোটাররা কোন পথ বেছে নেন, সেদিকেও নজর থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাই সাধারণ মানুষের মন বুঝতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ইস্যু সামনে রেখে তারা ভবিষ্যতের রূপরেখা তুলে ধরেছে ভোটারদের কাছে।এই সমস্ত উত্তেজনা ও প্রত্যাশার মধ্যেই শুরু হচ্ছে বিহারের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, নিরাপত্তা টানটান, ভোটাররা তৈরি, প্রার্থীদের চোখে নতুন আশার আলো। গণতন্ত্রের উৎসব আবারও ফিরে আসছে বিহারের মাটিতে। মঙ্গলবারের প্রতিটি ভোটার, প্রতিটি ব্যালট, প্রতিটি বোতাম চাপা আগামী দিনের নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র গঠনে প্রভাব ফেলবে। এখন অপেক্ষা শুধু ভোটের দিনের।

## অচলাবস্থা শীঘ্রই শেষ হতে যাচ্ছেঃট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১০ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল আবার চালু করা নিয়ে সেনেটে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছেন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান সদস্যরা। এর ফলে আমেরিকায় রেকর্ড ৪০ দিন ধরে চলা শাটডাউন বা অচলাবস্থার অবসান হতে চলেছে, এমনই খবর মার্কিন সংবাদমাধ্যমের।এই খবর প্রকাশ্যে আসায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে, সরকারের অচলাবস্থা শীঘ্রই শেষ হতে যাচ্ছে।'উল্লেখ্য, সরকারি ব্যয়ের বাজেট পাস নিয়ে দীর্ঘ এই অচলাবস্থার কারণে বহু সরকারি কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি, খাদ্য সহায়তা এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারি কর্মী বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে টানাপোড়েনের পর আইনপ্রণেতারা আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের তহবিল চালু রাখার জন্য একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছেন।রিপাবলিকানদের পাশাপাশি অন্তত ৮ জন ডেমোক্র্যাট এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে সেনেটে বিল পাশ করতে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। সেনেটের পর মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ বিলটিকে পাশ করাতে হবে। তারপর তা প্রেসিডেন্টের টেবিলে যাবে। প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পরেই অচলাবস্থা কাটতে পারে।

## ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত ১৪ তম বর্ষের 'মাছ ধরো আর ছাড়ো' প্রতিযোগিতা

কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ চিরাচরিত প্রাচীন প্রবাদ 'মৎস্য ধরিবো খাইবো সুখে'- এই ধারণা থেকে বেরিয়ে.প্রতি বছরের মতো ' বেঙ্গল অ্যাঙ্গলার ফোরাম' গত ১৩ বছর ধরে ' ধরে আবার ছেড়ে দেওয়া' প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। চলতি বছর ১৪-তম বর্ষ।সোমবার ইকো পার্কে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য মানুষের ঢল নেমেছিল। মজার বিষয় এই প্রতিযোগিতায় মাছ ধরে মাছকে মেরে ফেলা হয় না। আবার তার প্রকৃতির পরিবেশে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়!এইবার এই প্রতিযোগিতায় ১১ কেজি মাছ ধরে প্রথম পুরস্কার পান সঞ্জয় রায়। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিডকো নিউ টাউন ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান পূষণ গুপ্ত।

## মুম্বই-কলকাতা স্পাইসজেট উড়ানে মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে ত্রুটি, যাত্রীরা সুরক্ষিত

কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃমুম্বই-কলকাতা স্পাইসজেট উড়ানে বিপত্তি। মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে ত্রুটি ধরা পড়ায় জরুরি অবতরণে বাধ্য হয় বিমানটি। তবে বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রবিবার রাত ১১ঃ৩৮ মিনিটে বিমানটি নিরাপদে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। বিমানটিতে ১৭০ জন যাত্রী ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত আছেন।রবিবার রাতে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফ করেছিল স্পাইসজেট ফ্লাইট এসজি৬৭০। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, কলকাতামুখী ওই স্পাইসজেট ফ্লাইটের একটি ইঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলমাল নজরে আসে পাইলটের। পরে মাঝআকাশে বিকল হয়ে যায় ইঞ্জিনটি। পাইলট এটিসি-কে ইঞ্জিনে ত্রুটির বিষয়টি জানান এবং জরুরি অবতরণের অনুমতি চান। তারপর নিরাপদে অবতরণ করে বিমানটি।

## জেলার স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী রাজীব খানের অকাল প্রয়াণ, শোকস্তব্ধ মেদিনীপুর

মেদিনীপুর, ১০ নভেম্বর ঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো মেদিনীপুর শহর তথা জেলার স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী রাজীব খানের। সোমবার ভোররাতে ঘুমের মধ্যেই তাঁর হৃদযন্ত্র বিকল হয় বলে জানা গিয়েছে। দ্রুত তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সি এই প্রতিভবান নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মেদিনীপুরের বাসিন্দারা। শোকাহত তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা।

## বিহারে ভোট, বন্ধ করা হল বীরগঞ্জ-রক্সৌল সীমান্ত

পাটনা, ১০ নভেম্বর ঃ রাত পোহালেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও বহিরাগত প্রবেশ আটকাতে সোমবার থেকে ভারত-নেপালের বীরগঞ্জ-রক্সৌল সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হলো। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এই সীমান্ত দিয়ে গাড়ি চলাচলও। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সীমান্তে চলছে টহলদারি।উল্লেখ্য, বিহারে মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় বিহারের ২০টি জেলার ১২২টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১,৩০২। তার মধ্যে ১৩৬ জন মহিলা প্রার্থী। ১,৩০২ জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৩.৭০ কোটিরও বেশি ভোটার।বিহারের এই ২০টি জেলায় সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ পর্ব যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন।

## ১১ ও ১২ ই ডিসেম্বর সু ন্দরবনে প্রবেশ নিষেধ পর্যটকদের

সুন্দরবনঃবাঘ শুমারীর জন্য ডিসেম্বরে দুদিন পর্যটকদের সুন্দরবন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা।শীত মানেই পর্যটনের আদর্শ মরশুম। রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির মতো সুন্দরবনে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা হাজির হন।তবে আগামী ১১ ও ১২ ডিসেম্বর বন্ধ থাকবে সুন্দরবন। নির্দেশিকা দিয়ে এই কথাই জানিয়েছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ।জানা গিয়েছে, সু ন্দরবনে বাঘ শুমারির কাজ শুরু হবে। ওই দু'দিন ওই শুমারির কাজকর্ম হবে। সেকারণেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।সু ন্দরবনে লঞ্চ ও বোটে করে পর্যটকরা যান। লঞ্চে রাত্রিবাসের পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন এলাকাতেও থাকার প্রচুর ব্যবস্থা রয়েছে। শীতের সময় প্রচুর পর্যটক হাজির হন সুন্দরবনে। পর্যটকরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, সেজন্যই আগাম নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রতি বছরই নির্দিষ্ট সময় বনের বাঘগণনার কাজ চলে। বনের ভিতর ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়। বাঘের পায়ের ছাপ সংগ্রহ করার কাজ করেন বনকর্মীরা।এবার শুমারির প্রথম পর্যায়ে ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ওই দু'দিন নির্ধারিত হয়েছে। সেজন্য ওই দু'দিন সুন্দরবন পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।কোনও বোট, লঞ্চ পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবনে ওই দু'দিন বেরোতে পারবে না।টাইগার রিজার্ভ থেকে জানানো হয়েছে, ১১ ও ১২ তারিখ কোনও অনলাইন বুকিং করা যাবে না। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিনস বলেন,বাঘ গণনা করার জন্যই আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কর্মীদের।যাতে সঠিকভাবে বাঘের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। আশা করা হচ্ছে, এবার বাঘের পরিসংখ্যান অনেকটাই বাড়বে। শুমারির প্রথম পর্যায়ের কাজ করতে গেলে শান্ত পরিবেশ দরকার। পর্যটকদের আনাগোনা থাকলে সেই কাজ ব্যাহত হতে পারে। তাই দু'দিন জঙ্গলে পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে।এবার মোট ১৪৮৪টি ক্যামেরা বসানো হবে সুন্দরবনের বিভিন্ন জঙ্গলে। সব মিলিয়ে ৪১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জু।ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সারাক্ষণের গতিবিধি নজরবন্দি করবে এই ক্যামেরা। একমাসের বেশি সময় ধরে ক্যামেরার ছবি তোলার মাধ্যমে এই বাঘ গণনার কাজ চলবে। এবার কেবল বাঘের গতিবিধি নয়, তাদের খাদ্যের জোগান কেমন, তাও পর্যবেক্ষণ করা হবে। জঙ্গলে হরিণ, বন্য শুকর-সহ অন্যান্য প্রাণীর উপস্থিতিও পর্যালোচনা করা হবে। এবারই প্রথম এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে খবর। এই কাজের জন্য একটি অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে।সব কিছু গুছিয়ে বাঘ শুমারীতে নামছে বন দফতর।

## পাকিস্তান শান্তি ভঙ্গ করলে কখনই সফলতা মেলবে নাঃমোহন ভাগবত

বেঙ্গালুরু, ১০ নভেম্বর ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেন, পাকিস্তান যদি শান্তি ভঙ্গের পথ ধরে, তাহলে তাদের সফলতা কখনোই লাভ হবে না। তিনি দাবি করেন, পাকিস্তান ভারতের প্রতি ক্ষুদ্র আত্মতৃপ্তির জন্য আঘাত করলে তারা বারবার সেই ভুলকে পুনরাবৃত্তি করবে - তাই ভারতীয় অবস্থান স্পষ্ট ও দৃঢ় রাখতে হবে যেন শান্তি বজায় থাকে এবং ভবিষ্যতে পারস্পরিক উন্নয়নের পথ খুলে যায়।ভাগবত বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের ক্ষতি করে কিছুটা তৃপ্তি পায়, ততক্ষণ তারা তা করেই যাবে। তাই আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ভঙ্গ না করে, কিন্তু যদি পাকিস্তান শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করে, তাহলে তারা কখনই সফল হবে না। যত বেশি চেষ্টা করবে, তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি অতীতের উদাহরণ হিসেবে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন, তখন পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং ভারতের কাছে ৯০,০০০ সৈন্য হারায় - এ ধরনের পুনরাবৃত্ত ঘটনা হলে পাকিস্তানকে শিক্ষা নিতেই হবে যে প্রতিযোগিতা বা যুদ্ধের থেকে সহযোগিতা ভাল।আরএসএস প্রধান আরও বলেন, আমার মনে হয.না তারা (পাকিস্তান) অন্য কোনও ভাষা বোঝে। আমাদের পাকিস্তানকে বোঝানো উচিত। তাই আমাদের তাদের বোঝার ভাষা বলতে হবে। তিনি দাবি করেন, উপযুক্ত জবাব দিয়ে প্রতিবার পাকিস্তানকে পরাজিত করা উচিত, যাতে তারা এমন ক্ষতি করে যার জন্য পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়। ভাগবতের কথা, এই ধরণের ধারাবাহিক প্রতিমাসে যদি পাকিস্তান অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করে, তাহলে একদিন তারা বুঝবে এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে রূপান্তরিত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও উন্নতি করবে - এবং সেটিই তাঁদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য।ভাগবত তাঁর বক্তব্যে পাকিস্তানকে শক্ত প্রতিক্রিয়ার ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমাদের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে, সর্বদা তাদের পরাজিত করতে হবে, প্রতিবার তাদের এমন কিছু ক্ষতি করতে হবে যার জন্য তারা অনুতপ্ত হবে। যখন এমনটা চলতে থাকবে, একদিন পাকিস্তান বুঝতে পারবে। তাঁর এই মন্তব্য কূটনৈতিক সম্পর্ক, সীমান্ত পরিস্থিতি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার প্রেক্ষাপটে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করান, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হওয়ায় এমন ক।। ভাষা মাঝে মাঝে সমসাময়িক নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক আলোচনার প্রতিফলন হতে পারে। তবে কূটনৈতিক চ্যানেল ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সংলাপ ও সহযোগিতাও অপরিহার্য ভূমিকা রাখে - যা দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বাধ্যতামূলক। ভাগবতের বক্তব্যে যেভাবে পাকিস্তানকে ' দিতে হবে বলছেন, সেটি আগামী কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও সীমান্ত ম্যানেজমেন্ট নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ও আলোচনা তীব্র করতে পারে বলে বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন।এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে, সামরিক কৌশলে এবং আঞ্চলিক কূটনীতিতে কী প্রভাব পড়বে, তা নজরদারি ও বিবেচনার বিষয় হয়ে থাকবে। আরএসএস প্রধানের এই মন্তব্য দেশান্তরী সম্পর্ক ও সন্ত্রাসবিরোধী নীতি, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সামগ্রিক কৌশল নির্ধারণে নতুন করে আলোচনার সূচনা করতে পারে - বিশেষ করে যদি বাস্তবে সীমান্তে উত্তেজনা বা মতবিরোধ আরও প্রকট হয়।

## ভারত জুড়ে প্রত্যাশা বেড়েছে সংঘের প্রতি- ডঃ জিষ্ণু বসু

কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ ভারতে মুসলমান-খ্রিস্টানদের ব্রাত্য করে হিন্দু রাষ্ট্র হবে না। মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে। ভারত জুড়ে প্রত্যাশা বে।ছে সংঘের প্রতি। এসআইআর-এর প্রচেষ্টায় ধর্মীয় রং লাগানোর চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের মাঝেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্রীয় প্রচারপ্রমুখ ডঃ জিষ্ণু বসু এক সমাবেশে এ কথা বলেন।সংঘের শতবর্ষপূর্তি প্রসঙ্গে শনিবার তিনি বলেন, জীবনকে ধূপকাঠির মতো শেষ করেছেন শত শত যুবক। সে কারণে সংঘ আজ এই জায়গায় এসেছে। তাঁর উপলব্ধি, একসময় সংঘের প্রতি চরম উপেক্ষা ছিল। প্রচুর অত্যাচার হয়েছে। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে অনেক দায়িত্ব এসেছে সংঘের ওপর।সংঘের স্বয়ংসেবকরা জাতীয় আন্দোলনে কী ভূমিকা নিয়েছেন বা গান্ধীর পথকে সর্বনাশী ভুল মনে করতেন কিনা তা নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জিষ্ণুবাবুর বক্তব্য,অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, জঙ্গল সত্যাগ্রহ, লাহোর অধিবেশনের পরে পূর্ণ স্বরাজ এবং তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন - সব ক্ষেত্রেই সংঘের অংশ গ্রহণ ছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে গুরুজী গোলওয়ালকার সহ সংঘের প্রমুখ নেতৃত্বের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকার কথা উঠে এসেছে।তিনি জানিয়েছেন, বিকৃত অর্ধসত্য দিয়ে সংঘের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৪২ সালে 'ছাড়ো' আন্দোলনে সংঘ বিরোধিতা তো করেইনি, বরং দেশের যেখানে যেখানে সংঘের যতটুকু শক্তি ছিল, তা দিয়ে ১৯৪২ সালের গান্ধীজির ডাকা 'ছাড়ো' আন্দোলনে স্বয়ংসেবকরা ঝাঁপিয়েছিলেন।বিরোধিতা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভার মতো রাজনৈতিক দলগুলি ১৯৪২-এ কংগ্রেসের ডাকা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সংঘ বিরোধিতা করেনি।সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের বেশ কিছুটা অংশ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কেটেছে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতি যেমন আকর্ষণ করেছিল তেমন লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বও তাঁকে টেনেছিল। ১৯১৭ সালে তাঁর ডাক্তারির ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ হয়েছিল। গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়েই ড. হেডগেওয়ার ১৯২১ সালে কারাবরণ করেন।১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে নাগপুরে বিশাল জনসভা হয়েছিল। সেখানে ড. হেডগেওয়ার তাঁকে পূজ্যপুরুষ বলে সম্বোধন করেন। সেদিনের খদ্দরের পোশাক আর গান্ধীটুপি পরা যুবকটিই ১৯২৫ সালে আরএসএস প্রতিষ্ঠা করলেন।১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। মধ্য ভারতে সমুদ্র নেই, তাই সেখানে জঙ্গল সত্যাগ্রহ চলেছিল। ড. হেডগেওয়ার কারাবরণ করেছিলেন। গান্ধীজির ডাকে সেদিন ড. হেডগেওয়ার ১৯৩০ সালের ২১ জুলাই থেকে ১৯৩১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারান্তরালে ছিলেন। ১৯৩৪ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাতে সংঘের প্রশিক্ষণ শিবিরে গান্ধী গিয়েছিলেন। এটি কেবল আরএসএস এর দাবি নয়, তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর বক্তৃতাতে উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, দেশভাগের পরেও গান্ধীজির সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক ছিল আরএসএস-এর।আরএসএস-এর মতো সংগঠনকে ১৯৪৮ সালে নিষিদ্ধ করা, ৮০ হাজার স্বয়ংসেবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা বা প্রতিশোধের নামে মহারাষ্ট্রে একের পর এক নিরাপরাধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন জিষ্ণুবাবু। এই প্রসঙ্গে তিনি শনিবারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বলেন, একসময় আমার বাড়ির কাছে তালদিতে গুলি চলেছিল। ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা হয়েছে। আজ আমরা অনেক ভালো আছি।

## রাশিফল

**মেষঃ**মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই ভাল দিন। এই সময়ে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ভাবে প্রকাশিত হবে, যার কারণে চারপাশের লোকেরাও আপনার ইতিবাচকতা অনুভব করবেন। এটি আপনার প্রেম এবং সম্পর্কের নতুন গভীরতা অনুভব করার সময়। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে গভীর ভাবে সংযোগ স্থাপন করবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। এটি আপনার জন্য সম্প্রীতি তৈরির সময়, তাই সম্পর্কের মধ্যে যোগাযোগ এবং বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করুন। বন্ধুত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্কে সুখ থাকবে, যা আপনাকে আরও সুখী করবে।।

**বৃষঃ** আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর সাথে কিছু সুখপ্রদ স্মৃতি কাটান। আপনার জীবন সঙ্গীর অবহেলা সম্পর্কটিকে নষ্ট করতে পারে। শুভ দিন হবে।

**মিথুনঃ**মিথুন রাশির জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে। গ্রহগুলির অবস্থান আপনাকে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন করতে পারে, তবে আপনাকে আপনার ইতিবাচকতা বজায় রাখতে হবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই সময়ে আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে।

**কর্কট রাশি ঃ** কর্কট রাশির জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। আপনার আবেগ এবং মানসিক অবস্থা কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। কিছু বিষয়ে আপনি বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন, যা সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

**সিংহঃ** সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস শীর্ষে থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার চারপাশে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দিতে পারবেন। সম্পর্কগুলি মধুর এবং সুখী হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো সময়গুলি বিশেষ ভাবে উপভোগ্য এবং স্মরণীয় হবে।

**কন্যা ঃ**কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ করে আপনার সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবনের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। শুভ দিন হবে আজ

**তুলাঃ** ভাগ্যলক্ষ্মী আজকে আপনাকে একটি মিশ্র দিন এনে দেবেন, কাজেই প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত সব কিছুই ঘটতে পারে।

**বৃশ্চিকঃ** বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে।

**ধনুঃ** আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আজকে এত ভাগ্যবান হবেন যে প্রেমে পড়বেন, আবার অন্যদিকে কেউ কেউ ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে এমন তর্কে জড়িয়ে পড়বেন, যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত

**মকরঃ** আপনার যদি এখনও অজানা কোনও ভয় থাকে, তাহলে সেগুলি আপনাকে কোনও গুরুতর সমস্যার ফেলার আগেই তার সমাধান করে । শুভ দিন হবে।

**কুম্ভঃ**আজকে আপনার মনে হবে, আপনি একজনের জায়গায় দুজন ব্যক্তি হলে ভালো হত! শেষ না হওয়া কাজের ভারে আপনি চাপা পড়ে আছেন এবং দ্বিগুণ প্রচেষ্টাও যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।।

**মীনঃ** মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। এই সময়টি অনুকূল নয় এবং চারপাশের পরিস্থিতি

## আবহাওয়া

অবশেষে শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে মহানগরী কলকাতায়। ভোরে ও রাতে শীতের আমেজ বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। একটু একটু করে নামছে তাপমাত্রার পারদও। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই শীতের পরশে আরামদায়ক হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম।ভোরে আকাশ মুখ ঢাকছে কুয়াশায়। রোদ উঠলেও গরমের অস্বস্তি আর নেই। বরং হালকা রোদে বেশ আরামই পাচ্ছেন বঙ্গবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। শীতের আমেজ থাকবে।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ১১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

## কাজ হচ্ছে না নতুন মুখে! সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ বাম জমানায় পার্টির সুপারিশে একের পর এক পরিবার সরকারি চাকরি পেয়েছে। কারও হয়েছে জমি-বাড়ি। ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিল পরিবারের। এমনকী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে সাইকেল তো বটেই, তার আগে-পরে নানাভাবে সরকারি পরিষেবা-সুবিধা পেয়েছে বহু নেতা-কর্মীর পরিবার। পার্টির সৌজন্যে নানা সময় সেইসব নানা সুবিধা যাঁরা পেয়েছেন, কিন্তু এখন অবসরে, সেইসব সুবিধাভোগী শ্রেণিকে এবার ময়দানে নামতে বলল সিপিএম। দলের কাছে একসময় যাঁরা দু'হাত ভরে পেয়েছেন, এবার তাঁদের 'দেওয়ার পালা। এসআইআর পর্বের মধ্যেই সিপিএম ভোটের প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে। রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম নিজে বেশ কিছু এলাকা ঘুরছেন। সেই পর্বেই দলের আলোচনায় অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে যা উঠে এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে, জুনিয়র মুখকে এতদিন ধরে সামনে ঠেলে দিয়েও লাভ হয়নি। কারণ, এই শ্রেণির বেশিরভাগই ফেসবুকের লাইক-শেয়ারের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। তাঁদের কোনও গ্রাউন্ড-এফেক্ট নেই। এমনকী, তাঁদের গত ভোটে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রার্থী করেও দেখা গিয়েছে সবার জমানত জব্দ হয়েছে। সংগঠনের ভরাডুবির পর, তাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানো, সংগঠন বাড়ানো, ডোর টু ডোর প্রচার, মানুষের কাছে আবেদন- কোনও কিছুতেই জুনিয়রদের নামিয়ে কাজ হচ্ছে না। বরং তাদের সামনের প্রচারে রেখে দলের সিনিয়রদের আবার সংগঠনের মূল কাজে সামনের সারিতে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীতে এই ইস্যুতেই আলোচনা হয়েছে দলের এক সময়ের সেইসব সুবিধাভোগীদের কথা। এর মধ্যে আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে। জোটের প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা আদৌ এগোবে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় সিপিএম। কারণ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এখনও যা বলছেন তাতে কংগ্রেস একাই চলবে। এই পরিস্থিতিতে একা লড়তে হবে বুঝে সিপিএম আরও বিপদে। আলোচনায় তাই দলের সিনিয়র, যাঁরা বাম জমানায় ব। দায়িত্বে ছিলেন, বয়স বা দলীয় নীতির কারণে অবসর নিয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, তাঁদের না থাকা যে শূন্যতা তৈরি করেছে তা পূরণ করতে পারছেন না জুনিয়ররা। তাই পুরনো মুখের ' কাজে লাগাতে চাইছে সিপিএম। সেখানেই প্রস্তাব হয়েছে, এই কাজে আগে ময়দানে নামানো হোক পার্টির সৌজন্যে এক সময় যাঁরা চাকরি বা নানা সুবিধা পেয়েছেন, অবসরে থাকা সেইসব কর্মীদের। জেলা সম্পাদকদের সঙ্গে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ' কথাও এ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে।বার্তা পাঠানো হয়েছে, দলের রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, এরিয়া কমিটিতে এমন যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ধরে ধরে মাঠে নামানো হোক।

## হিন্দুদের রক্ষা করতে অস্ত্র রাখুন', অর্জুন সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্য,তৃণমূলের গ্রেপ্তারির দাবি!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য কাছে অস্ত্র রাখার নির্দেশ- এসআইআর আবহে এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। এই মন্তব্যের কারণে নানামহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। উসকানিমূলক এই বক্তব্যের জেরে অবিলম্বে তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। রবিবার ইছাপুর বাদামতলায় বিজেপির বঙ্গীয় সেনার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন অর্জুন। ওই অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। বক্তব্য রাখার সময় অর্জুন বলেন, বঙ্গীয় সেনা তৈরি হয়েছে দেশ, সমাজকে রক্ষা করার জন্য। নিজেদের ছবি তোলার জন্য নয়। ছবি তুলে আপনি বাংলার হিংদুদের বাঁচাতে পারবেন? মানসিক উসাহ দিতে আমরা বঙ্গীয় সেনার তিনজনকে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি। কেন আপনাকে অস্ত্র দিতে হবে! আপনি জামা প্যাঃট কিনছেন না! পরিবারের অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। আর পরিবারকে বাঁচাতে অস্ত্র কিনবেন না! কাছে অস্ত্র

রাখবেন না! আপনাকে বাঁচাতে মোদিজি, অমিত শাহ আসবে? আগে নিজেকে বাঁচতে হবে, তখন দেখবেন পাশে অনেকে দাঁ।য়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বঙ্গীয় সেনার কর্মসূচিতে তিনজন সংগঠনের হাতে ধারালো অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। কেন তাদের অস্ত্র দিতে হবে, নিজেরা কেন কিনবে না, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অর্জুনের বক্তব্যে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও নিজের বক্তব্যে অন। অর্জুন সিং। তিনি জানিয়েছেন, আমি কাউকে মারতে বলছি না। কিন্তু কেউ মারতে এলে তৈরি থাকার জন্য বলেছি। তাই একশো শতাংশ অস্ত্র রাখতে হবে। জবাবে জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম জানিয়েছেন, উনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। অনেকদিন ধরেই ভুলভাল বলছে। এদিনের মন্তব্য নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। বলে রাখা ভালো, এর আগে বাংলার নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি বিজেপি। তাই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন গেরুয়া শিবিরের কাছে যেন ' অর ডাই' ম্যাচের মতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একদিকে দক্ষ সংগঠকের অভাব, অন্যদিকে বাংলার এসআইআর-এই দুই কারণে পদ্মশিবিরের পরিস্থিতি আরও ক্ষতবিক্ষত। আত্মবিশ্লেষণেও বঙ্গ বিজেপি শিবিরের কাছে এ বিষয়টি কিছুটা হলেও স্পষ্ট। ফলে নেতাদের দিশাহীন পরিস্থিতি হওয়ায় ওয়াকিবহাল মহল উদ্বেগ প্রকাশ করছে

## ৫ বারের খড়দহ কাউন্সিলরের নাম নেই ভোটার তালিকায়,তীব্র সমালোচনার মুখে কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ ১৯৯৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে পাঁচবার খ।দহ পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন তাপস দাসগুপ্ত। ২০০২ সালের এসআইআরের সময়ও তিনি তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন। কিন্তু তবু তার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই, যা ঘিরে খ।দহে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক করার পাশাপাশি তৃণমূল বিজেপিকেও কটাক্ষ করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খ।দহের শ্যামসু ঃদর ঘাট রোডের বাসিন্দা তাপস দাসগুপ্ত ১৯৯৫ সালে প্রথম কংগ্রেসের টিকিটে জিতে কাউন্সিলর হয়েছিলেন। ২০০০ সালে তৃণমূলের কাউন্সিলর হন। এরপর একটানা ২০২০ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে কাউন্সিলরের টিকিট না পেলেও বর্ষীয়ান তাপসবাবু দলের কাজে সব সময় যুক্ত। এসআইআরের ঘোষণা হতেই কমিশনের প্রকাশিত ২০০২ সালের সালের ভোটার তালিকায় দেখা যায় নাম নেই তাঁর। এনিয়ে তাপসবাবু বলেন, ২০০২ সালের এসআইরের সময় কত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সাহায্য করি। অথচ, আমার নাম নেই ২০০২ সালের তালিকায়। যেদিন থেকে ভোট দেওয়ার বয়স হয়েছে, নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছি। আমার ভাই ও বোনের নামও তালিকায় নেই। শুনছি, আমার মতো এলাকার অনেক মানুষের নাম তালিকায় নেই। আমি ভোটার না হলে কীভাবে ১৯৯৫ সাল থেকে আমি কাউন্সিলর হলাম! এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নমশূদ্র উদ্বাস্তু সেলের জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন রায় জানিয়েছেন, তাপসবাবু ছাড়াও খড়দহে পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরে বসবাস করে এমন বহু পরিবারের নাম কমিশনের প্রকাশিত ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। তিনটি ওয়ার্ড থেকে অন্তত ৪০জন ভোটারের এমন সমস্যা হয়েছে। দলের পাশাপাশি প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

## শিয়ালদা-লালগোলা ট্রেন ট্র্যাক জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.)ঃ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শিয়ালদা ডিভিশনের পলাশী- রেজিনগর স্টেশনের মধ্যে , ২৪০ মিনিট (২৩,৩৫ ঘন্টা থেকে ০৩,৩৫ ঘন্টা পর্যন্ত) ট্র্যাফিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেলের প্রেস বিবৃতিতে এ কথা জানিয়ে লেখা হয়েছে, সোম, মঙ্গল এবং শুক্রবার রাতে (১০১১.১১.২০২৫, ১২১৩.১১.২০২৫ এবং ১৫১৬.১১.২০২৫) এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হবে। ফলে ৫৩১৮১ শিয়ালদা - লালগোলা যাত্রীবাহী ট্রেনটি ওই ব্লকের দিনগুলিতে ৩০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত করা হবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে যাতায়াত করবে কৃষ্ণপুর থেকে।

## ধর্মীয় বই অর্ডারে ২ কোটি টাকা প্রতারণা, কলকাতা ইসকন ক্ষতিগ্রস্ত!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ কলকাতার ইসকনকে ধর্মীয় বই কেনার সময় ২ কোটি টাকার প্রতারণার শিকার হতে হয়েছে। অভিযোগ, অর্ডারের তুলনায় কম বই সরবরাহ করে ভুয়ো বিল দেখিয়ে টাকা হাতিয়েছেন সাপ্লায়ার। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং আদালত তাকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। জানা গিয়েছে, কয়েকবছর আগে ইসকনের তরফে প্রচুর বইয়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সাপ্লাইয়ের দায়িত্বে থাকা দেবরাজ ভট্টাচার্য তা দেন। অভিযোগ, যে সংখ্যক বইয়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, তা দেননি দেবরাজ। তবে ভুয়ো বিল জমা দিয়ে ২ কোটি টাকা নিয়েছেন। পরবর্তীতে

অডিটের সময় গরমিল ধরা পড়ে। এরপরই দেবরাজ ও তাঁর এক সঙ্গীর বিরুদ্ধে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় ২০১৯ সালে। তারপর থেকেই দেবরাজকে খুঁজছিল পুলিশ। দীর্ঘদিন তিনি বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন এবং আদালত থেকেও তার নামে ওয়ারে ঃট জারি হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে আসেন দেবরাজ। শনিবার রাতে গিরিশ পার্ক এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একই দিনে তাকে আদালতে তোলা হয়, যেখানে তাকে ৯ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃতকে জেরা করলেই চক্রের সঙ্গে জ।তি বাকিদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে বলে তারা আশাবাদী।

## বাংলার ডেয়ারি দুধের দাম বৃদ্ধির কারণ বলল রাজ্য

কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারন দেখিয়ে রাজ্য সরকার প্যাকেটজাত বাংলার ডেয়ারি দুধের দাম বৃদ্ধি করেছে। চলতি মাস থেকে সুপ্রীম মানের দুধের দাম লিটার প্রতি ৫৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ টাকা, তৃপ্তি ৫২ থেকে ৫৪ টাকা এবং স্বাস্থ্যসাথী ডবল টোনড দুধের দাম ৪৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৮ টাকা করা হয়েছে। উল্লেখ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রনে এনে রাজ্য সরকার ২০২০ সালে মাদার ডেয়ারির নাম পরিবর্তন করে বাংলার ডেয়ারি করে।

বর্তমানে ১১টি দুগ্ধ সমবায় সমিতির ৫২ হাজার দুগ্ধ চাষী এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

## ভুয়ো লগ্নি অ্যাপে ৩০০ কোটির প্রতারণা! পুলিশের নজরে শহরের প্রভাবশালী শিল্পপতি

নিজস্ব সংবাদদদাত, কলকাতা,১০ নভেম্বর ঃ ৩০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা মামলায় এক শিল্পপতির উপর নজর রেখেছে রাজ্য পুলিশ। অভিযোগ, ভুয়ো লগ্নি অ্যাপ-সহ বিভিন্ন কৌশলে এই রাজ্য-সহ সারা দেশে হাজারেরও বেশি মানুষ সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পুলিশের দাবি, প্রতারণার টাকার একটি অংশ ওই শিল্পপতি, তাঁর সংস্থা এবং পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলি যাচাই করছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে গোয়েন্টারা শহরে ওই শিল্পপতির বাড়িতে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য ও সংস্থার কিছু আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশের সূত্র। পুলিশ জানিয়েছে, এই রাজ্যের বেশ কিছু সাইবার অপরাধের তদন্ত করতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের সাইবার গোয়েন্দাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসে। গোয়েন্দারা জানতে পারেন যে, লগ্নির নামে সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে, আবার কখনও বা ডিজিটাল গ্রেপ্তারির নামে ভয় দেখিয়ে ও অন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে হয়েছে সাইবার জালিয়াতি। এই রাজ্য-সহ দেশের হাজারেরও বেশি ব্যক্তি সাইবার জালিয়াতদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। আর জালিয়াতির কয়েকশো কোটি টাকা ঘুরপথে বেশ কিছু সংস্থার অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। সাইবার জালিয়াতরা বিপুল টাকা বিশেষ কয়েকটি অ্যাকাউঃেট পাঠায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃটগুলি থেকে টাকা পৌঁছে যায় অন্য অ্যাকাউঃেট। ওই অ্যাকাউঃটগুলি ভুয়া কোম্পানির নামে তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

আবার ওই সাইবার জালিয়াতির একটি অংশ ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে

বিদেশেও পাচার করা হয়েছে, এমন তথ্যও আসে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। পুলিশের দাবি, এই তদন্ত করতে গিয়েই একটি বেসরকারি সংস্থার হদিশ মেলে। ওই বিশেষ সংস্থা ও তার কয়েকটি শাখা সংস্থার নামেই ১১টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ওই ১১টি অ্যাকাউন্টেই বিপুল টাকার লেনদেন মিলেছে। তদন্তে পুলিশের অভিযোগ, শুধু এই ১১টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন হয়েছে ৯৭ কোটি টাকা। সঙ্গে দেশজুড়ে ৫৪৪টি সাইবার অপরাধের যোগ রয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর। ওই টাকার একটি অংশের সঙ্গে ওই শিল্পপতি ও তাঁর পরিবারের লোক এবং সংস্থার যোগ রয়েছে কি না, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্তত ২৩টি সাইবার জালিয়াতির অর্থ ওই শিল্পপতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এই তথ্য গোয়েন্দারা এখনও যাচাই করছেন। তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সাইবার অপরাধের টাকার লেনদেনে ১৪৭টি সংস্থার নাম জড়িত। এর মধ্যে ৭৩টি সংস্থার ঠিকানা মধ্য কলকাতার ব।বাজার এলাকায়, বাকি অফিসগুলি শহরের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। গোয়েঃদাদের দাবি, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪০০টি সংস্থা ও ভুয়ো সংস্থার হদিশ পাওয়া গেছে, যাদের মাধ্যমে দেশজুড়ে তিনশো কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতি হয়েছে। ওই সংস্থাগুলির আসল মালিক ও সংশ্লিষ্টদের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

## টাকির পিএইচই দপ্তরে ঠিকাদারদের বিক্ষোভ-ডেপুটেশন, টাকা না পাওয়ায় বিক্ষোভ

সৌরভ দাশ,টাকী,১০ নভেম্বর ঃ সোমবার টাকি পিএইচই দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন ঠিকাদাররা, পশাপাশি বিভিন্ন দাবি তে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক এর কাছে । বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ- বহুদিন ধরেই পিএইচই দপ্তরের ঠিকাদাররা বহুরকম কাজ করে তার বরাদ্দ টাকা পাচ্ছে না। বহুবার তারা মিলিতভাবে আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে,বলে, এমনকি লিখিত আকারে জমাও দিয়ে আশ্বাস মিলেলেও কাজ হয়নি।তাই এবার ঠিকাদাররা একত্রিত হয়ে পিএইচই দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালো । জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের হাসনাবাদ সাব ডিভিশানের সহকারী বাস্তুকারের করণে, নর্থ চব্বিশ পরগনা পি.এইচ.ই সিভিল কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশান, বারাসাত ডিভিশানের তরফে এদিনের এই ডেপুটেশানে মূলত পঞ্চায়েত ও লোকসভা ২০২৪ সালের ইলেকশান পেমেন্ট , SPF এবং CPF ভিন্ন করে পেমেন্টের ব্যবস্থা, সকল পেমেন্ট একসঙ্গে দেওয়া,খখগ্ব এর সকল পেমেন্ট দেওয়া, সকল প্রকার মেনটেমলনেন্স এর পেমেন্ট, পানীয় জল সরবরাহকারী সকল ঠিকাদারদের বকেয়া টাকা সহ বিভিন্ন দাবি তোলা হয়। কাজ করার পর বিভিন্ন দপ্তরে ঘোরাঘুরি করেও দীর্ঘদিন পেমেন্ট না পাওয়ার বিষয় টি সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের কে তাদের দুরাবস্থার কথা জাননোর জন্য, ও তাদের দাবি আদায়ে এই ডেপুটেশন জানান বিক্ষোভরত ঠিকাদার রা।

## পুরনো শত্রুতার জেরে লিলুয়া চকপাড়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল, বোমাবাজি এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১০ নভেম্বর ঃ পুরনো শত্রুতার জেরে লিলুয়া চকপাড়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল, পরপর বোমাবাজি এলাকায়। এলাকায় পুলিশ পিকেট। নামানো হলো র‍্যাফ। হাওড়ায় লিলুয়ার চকপাড়া এলাকায় রবিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, রাতে বোমার শব্দে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরপর চারটি বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পান তাঁরা। আতঙ্ক ছ।য় ওই এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে লিলুয়া থানার পুলিশ। আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছ।য় তারজন্য ওই এলাকায় র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়।স্থানীয়রা মনে করছেন পুরনো শত্রুতার জেরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলার জেরেই এই ঘটনা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত, গত ১২ অক্টোবর রাতে। এলাকা দখলে এসে দক্ষিণ চকপাড়া এলাকায় হামলা, পুরুষ ও মহিলাদের মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় এলাকার বাসিন্দাদের তরফে। সেই মামলা তুলে নিতে

আসছিল হুমকিও। রবিবার রাতে বাসিন্দাদের ভয় দেখাতে পরপর চরটি বোমা মারার অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। এক ব্যক্তির বাড়িতেও বোমা মারা হয়। বোমাবাজির জেরে ভাঙে জানলার কাঁচ। রাস্তায় থাকা একটি গাড়িতেও বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বেশ কয়েকজনকে সনাক্ত করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি (নর্থ) বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ডোমজুড়ে শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা এই বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়ক জানান, দুষ্কৃতিদের নিয়ে তাঁরা রাজনীতি করেন না। দলের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে কেউ কেউ এসব মিথ্যে অভিযোগ আনছে। নির্বাচন আসছে তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। তবে তিনি পুলিশকে বলেছেন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অবিলম্বে দুস্কৃতিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে। বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচন আসতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দেদ্বর কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। হাওড়া সিটি পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দুস্কৃতিদের চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

## ভালোবাসা সবসময় মুক্ত',সুন্দরবনের সমকামী যুগলকে অভিনন্দন অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ সমাজের ' কী বলবে'এহেন ভযকে উপেক্ষা করে অবশেষে সাহসিকতার পরিচয. দিযেছেন সু ঃদরবনের প্রত্যন্ত এলাকার দুই বাসিঃদা-রিয়া সর্দার ও বকুলতলার রাখি নস্কর। শহরের রাস্তায় রামধনুর ছোঁযা. দেখা গিযেছিল বহু আগেই, তবে এবার সেই রঙ ছড়িযে. পড়েছে গ্রামের মাটিতেও। মেঠোপথে সমপ্রেমের অক্সিজেন ছ।য়ে দিয়ে রিয়া ও রাখি প্রমাণ করেছেন, ভালোবাসা কোনো সীমানা মানে না। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গ্রামবাসীরাও এই ছকভাঙা সম্পর্ককে খোলা মনে গ্রহণ করেছেন। নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনঃদন বার্তা পাঠিযেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয. সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায।সমপ্রেম নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশ সময়েই একটা ' ভূমিকা নেন, অনেকে এমনটাই মনে করেন। কিন্তু সেই পথে হাঁটেননি তৃণমূলের তরুণ সাংসদ। ওয়াকিবহাল মহলের কথায়, ' এজ' রাজনীতিক অভিষেক অতীতেও একাধিক বার ছক ভেঙেছেন। সু ঃদরবনের যে বাসিঃদারা সাইক্লোন, ঝড়-ঝাপটা নিয়ে সারা বছর উদ্বিগ্ন থাকেন, তাঁরাও সমপ্রেমী দুই তরুণীর জন্য মনের দরজা খুলে দিয়েছেন। রিয়া এবং রাখির আলাপ ফোনের সূত্র ধরেই। কয়েক বছরের সম্পর্ক, এর পরে বিয়ের সিদ্ধান্ত। রিয়ার পরিবার তাঁদের একসঙ্গে পথচলার সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। কিন্তু রাখির পরিবার তাঁদের বুঝেছিল, পাশে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামের পাঁচজনে পাঁচকথা বললেও অনেকেই এই ' সম্পর্কে স্বীকৃতির সিলমোহর দিয়েছিলেন। আর তাঁদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকেই উদযাপন করতে সোমবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল ' সংঘ ক্লাব'। সোমবার জালাবেড়িয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রিয়া এবং রাখিকে সংবর্ধনা জানাতে জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডলও। এই সংবর্ধনা মঞ্চে বড় চমক ছিল অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের সরাসরি ফোন করা। তিনি কোনও রাখঢাক করেননি। পুরোনো, নতুনপন্থীদের দল নিয়ে বাছাবাছি করেননি। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি ' অভিষেক এ দিন বলেন, ' অত্যন্ত ভালো লেগেছে, আমাদের সু ঃদরবনের মাটিতে অনন্য ইতিহাস রচিত হয়েছে। রিয়া ও রাখি এই দুই সাহসী তরুণীকে শুভেচ্ছা। চেনা ছকের বাইরে গিয়ে ভালোবাসার সত্যিকারের অর্থকে সামনে এনেছেন রিয়া ও রাখি। তাঁরা প্রমাণ করেছেন ভালোবাসা কখনও কোনও বন্ধনে, সীমারেখায় আটকে থাকে না। ভালোবাসা কোনও বাধা মানে না- না ধর্মে, না লিঙ্গে, না জাতিতে।'

## নববারাকপুরে অভিযান, বাজেয়াপ্ত গাঁজা

নিজস্ব সংবাদদাতা,নববারাকপুর, ১০ নভেম্বর ঃ নববারাকপুর, সোমবার বিকেলে নব বারাকপুর থানার অন্তর্গত সোদপুর রোডে সাজিরহাটে মাদক দ্রব্য গাঁজা পাচার করার সময় দুজন নাবালককে আটক করে নববারাকপুর থানার পুলিশ এবং ব্যারাকপুর গোয়েন্দা বিভাগ । নাবালক দের কাছ থেকে প্রায় ২১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের অনুমান উত্তরবঙ্গ থেকে গাঁজা নিয়ে স্থানীয় পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরবরাহ সূত্রে তাদের কে ধরা হয়। স্থানীয় ব্যারাকপুর ম্যাজিস্ট্রেট, এসিপি ঘোলা এবং নব বারাকপুর থানার আইসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে তমলুক স্টেশন পুনর্নির্মাণ

## চর্মরোগের পর চোখের সমস্যায় আলিপুরের সবুজ অ্যানাকোন্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ নভেম্বর ঃ চারমাস আলিপুর চিড়িয়াখানায় এসেছে অ্যামাজনের প্রসিদ্ধ সাপ সবুজ অ্যানাকোন্ডা। একজোড়া। তবু তাদের এখনও দর্শকদের সামনে আনা হয়নি। নয়া অতিথিদের দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন দর্শকরা। কেন তারা অন্তরালে? সূত্রের খবর, চিড়িয়াখানায় আসার কিছুদিন পর থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা জুটির একটি রোগে ভুগছে। প্রথমে চর্মরোগ, এখন চোখের সমস্যা। তাই লোকচক্ষুর আ।।লে রেখে তার চিকিসা চলছে। এবং সে কারণে তার জো।।টিকেও তার সঙ্গে আ।।লে রাখা হয়েছে। আর কিছুদিন পর চি।য়িখানায় পর্যটনের ভরপুর মরশুম শুরু যাবে। তখনও তাদের দেখা মিলবে কি না, কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত নয়। আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা তৃপ্তি শাহর কথায়, একটি সবুজ অ্যানাকোন্ডার চোখের সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসা চলছে। সে জন্য তাদের দর্শকদের সামনে আনা যাচ্ছে না। চিকিসকদের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে গত ৮ আগস্ট মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক থেকে একজোড়া সবুজ অ্যানাকোন্ডা আলিপুরে আনা হয়। তাদের জন্য নতুন ঘর সাজানো হয়েছে। কোয়ারানটাইন মেয়াদ কাটিয়ে সেখানে তাদের থাকার কথা। গত ২৪ সেপ্টেম্বরে দে।শো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সবুজ অ্যানাকোন্ডা দুটিকে দর্শকদের সামনে আনার কথা ছিল। কিন্তু চারমাস পার হয়ে গেলেও সে ঘর এখনও খালি। এদিকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা এসেছে শুনে চি।য়িখানায় দর্শকরা ভিড় জমাচ্ছেন নয়া অতিথিদের ঘরের সামনে। দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরেও যাচ্ছেন। ঘটনা হল, মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক থেকে আরও একজোড়া সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার কথা রয়েছে। কিন্তু এ হেন পরিস্থিতে তারা সে দু'টিকে আদৌ পাঠাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বরং দুই সবুজ অ্যানাকোন্ডার পরিচর্যা প্রসঙ্গে আলিপুর কর্তৃপক্ষের প্রতি মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক কিছুটা উষ্মাই প্রকাশ করেছে। মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক সূত্রে খবর, দুটি সাপের ছ'মাস বয়সে তাদের কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, এখানে তাদের ঠিকঠাক দেখভাল হয়নি। যে কারণে তাদের ওজন ও দৈর্ঘ্য সে ভাবে বাড়ছে না। যে রকম পরিশ্রুত জলে রাখার কথা ছিল, তাতে না রাখায় একটির চর্মরোগ হয়। জল পাল্টানোয় চর্মরোগ সারলেও সংক্রমণ থেকে তার চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাদ্রাজ ক্রোকোড্রাইল ব্যাঙ্কের সূত্রের দাবি, চিকিসার ব্যাপারে আলিপুর কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে অনেকটা দেরিতে। আর একটু দেরি হলে চোখটা নষ্ট হয়ে যেতে পারত। আলিপুর চিড়িয়াখানা অবশ্য অভিযোগ মানে না। কোনও দেরি হয়নি। একটা সবুজ অ্যানাকোন্ডার চোখের সমস্যা শুরু হতেই মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাদের পরামর্শমতো চিকিৎসা চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

## বাঘমারি উচ্চ মাধ্যমিক হাই মাদ্রাসার ভোটে এককভাবে জয়ী তৃনমূল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১০ নভেম্বরঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন, আর তার আগে স্কুল,কলেজ,সমবায় ও মাদ্রাসার নির্বাচনে নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। আর সেই রেস ধরেই সোমবার জয়নগর বিধানসভার সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের বকুলতলা থানার বাঘমারী উচ্চ মাধ্যমিক হাই মাদ্রাসায় আবার ক্ষমতায় এলো তৃনমূল। সোমবার এই নির্বাচনের নমিনেশনের শেষ দিন ছিল,কিন্তু বিরোধী দলের তরফে কেউ প্রার্থী না দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে।এদিন জয়ের পরে বিজয়ীদের কাছে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলকংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মোনাজাত আলী খান, সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তথা জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা সহ আরো অনেকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৪৭, সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৫ কার্ত্তিক ১৪৩২

## বসু পরিবার

অনেক দিন আগে, যখন অপরূপকথা ধারাবাহিক ভাবে বের হত। লেখক শিশিরকুমার বসু; রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র যাকে বলতেন, দ্য সাইলেন্ট বয়। পরবর্তী কালে বই হয়েও বেরোয়, 'বসু-বাড়ি।' স্মৃতিকথায় যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র আছেন পাতার পর পাতা আলো করে। সঙ্গে আছে সেকালের টুকরো টুকরো কিছু নিভৃত হৃদয় আর্দ্র করা পারিবারিক ছবি, যে কালে বাঙালি সত্যিই বড় ছিল। বাঙালির সে সংসারে ভাইয়ের ভাইয়ে বোঝাপড়া যেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই থেকে তুলে আনা। ভিয়েনায় সুভাষচন্দ্রের গলব্লাডার অপারেশন হচ্ছে। সেকালের রীতি মত আগে উইল করতে হবে। ডাক্তারের হাত থেকে কাগজের টুকরো নিয়ে রোগী লিখলেন, 'আমার যা কিছু সম্পদ, তা রইল আমার দেশবাসীর জন্য; আমার যা কিছু দায়, মেজদাকে দিয়ে গেলাম।' মেজদা, অর্থাৎ শরৎচন্দ্র বসু। আজীবন যিনি পক্ষীমাতার মত আগলে রেখেছিলেন দামাল ভাইটিকে। সে বাড়ির বধূরা সম্পদের দিনে একগলা ঘোমটা দিয়ে চিরায়ত গৃহবধূ; কিন্তু বিপদের সময় স্বামী-দেওরের নিরাপত্তার জন্য দৃপ্ত ভঙ্গিতে ইংরেজ শাসকের মুখোমুখি হন অবলীলায়। গৃহকর্মীরাও পরিবারের সদস্য। ভালোবাসার অধিকারে সুখ-দুঃখের সহচর। ভালবাসার বাড়াবাড়ি কখনো কখনো যেন রসোত্তীর্ণ সাহিত্য। সেবার, ছোটদের রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, তিনি আর পণ্ডিত নেহেরু একই ট্রেনে একই কামরায় ভ্রমণ করছেন। ভোরের দিকে এক স্টেশনে থেমেছে ট্রেন। সিগন্যাল হয়ে গেছে, তবু ছাড়ে না। ছাড়বে কি করে? সভাপতির খাস খানসামা ইঞ্জিন ড্রাইভারের ওপর তম্বি করছে, 'আগে আমার সাহেবের দাড়ি কামানোর জন্য গরম জল দাও, তারপর গাড়ি ছাড়বে।' গরম জল এনেই ওই ভোরে ঠেলেঠুলে তুলেছে নেহেরুকে, 'শিগগির বাথরুমের কাজ সেরে নিন, আমার সাহেব উঠেই বাথরুমে যাবেন।' কিছু কিছু বাঙালিয়ানার ছবি, যা আর ফিরে আসবে না। সেকালের গুণী বাঙালিরা মনে করতেন, দাড়ি কামানোটা বেজায় আনপ্রোডাকটিভ কাজ। তাই ভোরবেলা, তাঁরা যখন ঘুমোতেন, নাপিত এসে ওই কর্মটি সেরে যেত। কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রও ব্যতিক্রম নন। তাঁর ক্ষৌরকার আরো কিছু বিখ্যাত বাঙালির ক্ষৌরকর্ম করত। রোদ, জল, বৃষ্টি - যাই হোক না কেন, কামাই নেই। গর্ব করে বলত, 'কলকাতার এতগুলো বড় মানুষের দাড়ির দায়িত্ব আমার। ফাঁকি দিলে চলবে কেন?' বইয়ের পাতায় পাতায় ভুলে যাওয়া এক যুগের সন্তান মানুষের গল্প। বসু-বাড়ির ছোটদের জন্য একটি নিয়ম ছিল; আত্মীয়-অনাত্মীয় কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে, রোগীর পা টিপে দিতে হত। হয়ত কিছুই না, শুধু হৃদয় উষ্ণ করা আশ্বাস, 'সাথে আছি!' শিশিরবাবুর লেখার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে বাঙালির নিজস্ব সৌজন্যবোধ, যা লোপ পেয়ে গেছে বহুকাল। সেবার বসু পরিবারের বেশির ভাগ পুরুষ জেলে, যেমন থাকতেন বেশির ভাগ সময়। সুভাষচন্দ্র কোথায়, কেউ জানে না। শিশিরবাবু ভাগ্যক্রমে জেলের বাইরে। তাঁদের বড় জ্যাঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ হঠাৎ মারা গেলেন। শেষ কাজ করার জন্য তাঁর ছোটভাই দ্বিজেনকে বড় প্রয়োজন। সেও তখন জেলবন্দী।

## কবি ঈশ্বর গুপ্ত

কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথা বলছি,সংবাদ প্রভাকর' তাঁকে অমরতা দিয়েছে। নদীয়া জেলায় জন্ম, পিতৃদেবের দ্বিতীয় পুত্র। মধ্যবিত্ত পরিবার। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পিতা ডাক্তার। পরে অবশ্য গোপীনাথ ডাক্তারি ছেড়ে আট টাকা মাইনের চাকরি শেয়ালডাঙ্গার কুঠিতে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বপুরুষদের অনেকেই বেশ জনপ্রিয় গীতিকার ছিলেন, পাঁচালী ও কবিগানের আসরে গানও গাইতেন নিয়মিত। গান লেখার ক্ষমতা ঈশ্বর গুপ্তের বাবারও ছিল। ছেলেবেলায় ঈশ্বরের পাঠশালার দিকে অমনোযোগ। রইল পড়ে তাঁর পড়া, সে ব্যস্ত খেলাধুলায়। তখন থেকেই মুখে মুখে বাজনা বাজানোর ক্ষমতা। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা পড়ছে ফার্সি ভাষার সব বই। সে অত পড়ে না। শুধু কানে শুনেই লিখে ফেলতেন পদ্য,তার কোনও টুকরো অংশ নিয়ে। বাড়িতে গঞ্জনার শেষ নেই। মূর্খ ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে বাড়িতে উদ্বেগ,তারা ধরে নিয়েছেন এ ছেলের দিন কাটবে অন্যের গলগ্রহ হয়ে। অন্ন- বস্ত্রের কষ্ট পাবে আজীবন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের এই মূর্খতার দিকে তাকিয়েছেন মায়ের মমতায়। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখাপড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা হয়। কিন্তু ক্লাইভ বাল্যকাল কেবল পরের ফল চুরি করিয়া বেড়াতেন, বড় ফেলিক্স বাপের অবাধ্য বখাটে ছেলে ছিলেন এবং আরো অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিংবদন্তি আছে স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন। তবে নারী শিক্ষা, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কবি ঈশ্বর গুপ্ত ঘোর রক্ষণশীল। যখন বিরোধীতা করেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেমন বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। সব মিলিয়ে বিতর্ক, কবিতা সব আছে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনে। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা হলে তাঁকে অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের ছোট বয়সে পিতা মারা গেলে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় মামার বাড়িতে চলে আসেন। সেখানে যৎসামান্য লেখাপড়া। অবশ্য কবিতা লেখার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার ফলে লেখাপড়ার চেয়ে বেশি মনোযোগ সেদিকে। মামার বাড়ির সঙ্গে সেসময় পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির বেশ আত্মীয়তা। যোগেন্দ্রমোহনের বাড়িতে ঈশ্বরের সঙ্গে কাটে, বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। দুজনে কবিতা চর্চা করেন। যোগেন্দ্রমোহন অবশ্য স্কুল পালানো ছেলে নয়,লেখাপড়ায় যথেষ্ট উৎসাহ। যোগেন্দ্রমোহনের উদার সাহায্য আর সহযোগিতায় ঈশ্বর গুপ্ত হয়ে উঠলেন ' সংবাদ প্রভাকর'এর সম্পাদক। পাড়াগাঁয়ের মূর্খ ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন পরাক্রমশালী নেতা।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

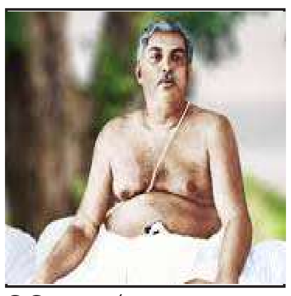

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব না।

## নিবেদিতা দর্শন

ধর্ম যত উদার হবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই শক্তির কাছে কেউই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মকে উদার করতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষ জাগতে থাকবে। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্মকে সামনে রেখে যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি ধর্মকে কতদূর পর্যন্ত নিয়োগ করতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। তার কাছে ধর্ম কোনও অজ্ঞান নয়। তার কাছে ধর্ম হচ্ছে সব সময় জ্ঞান। বিদ্যা। উপার্জন। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বলে বিশ্বাস করতেন নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিকে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম সবার মনে স্থান গ্রহণ করতে পারে।

# বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ নেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৭৬ সালে ২৬ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং আনন্দ মোহন বোসের উদ্যোগে। এটিই প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠন। এর আগে ১৮৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় 'দ্য ইণ্ডিয়ান লিগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, করেছিলেন। সেই বক্তব্যকে ভিডিও করেছিলেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব পুরুষ হীরালাল সেন। কিন্তু সেই ভিডিওটি তাঁর স্টুডিতে আগুন লেগে একেবারে ভস্মিভূত হয়ে গিয়েছিল। নাহলে এই ভিডিওটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাবে সবার কাছে পরিচিত হতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমরা এই ভিডিকে রক্ষা করতে পারেনি আগুনের হাত থেকে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

আনন্দমোহন বোস, দুর্গা মোহন দাস, নবগোপাল মিত্র এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্টদাস পাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মতো মহান ব্যক্তিরা। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর কলকাতায় ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠা হল। সেখানেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই ফেডারেশন হলের নাম রেখে ছিলেন 'মিলন মন্দির'। রাষ্ট্রগুরু নামটা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন দেশের জনগণ। কারণ তিনি যেভাবে নিজের জীবনতে একেবারে দেশের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতার কথার পাশাপাশি দেশকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছিলেন তাতেই দেশের জনগণ কৃতার্থ ছিল।। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালির জাতির ঐক্য চাই। সেই ঐক্যের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সহ সব ধর্মের লোকেরা থাকতে পারে। ধর্মীয় ভেদাভেদ, বর্ণ ভেদাভেদ এবং জাতি ভেদাভেদের উর্দ্ধে থেকে বিদেশি শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। দেশের জনগণের সর্বস্তরে জাতীয় জাগরণ ঘটাতে হবে। তবেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। বাংলার ভাগ করা নিয়ে তিনি প্রতিবাদী আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ

বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৮ সালের ১০ নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম ছিল ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পরে তিনি ১৮৬৮ সালে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে। তাঁর বয়সের ভুলভাবে উপস্থাপন করে তাঁকে সেই পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৮৭১ সালে তিনি আবার পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে সিলেটে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ১৮৭১ সালে ভারতে ফিরে এলেও তিনি আবার বিলাতে গিয়েছিলেন ১৮৭৪ সালে। সেখানে মিডল টেম্পলের ছাত্র হন। ১৮৮২ সালে তিনি রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকাটি গিরিশ ঘোষের কাছ থেকে কিনে নেন। ৪০ বছর ধরে এই পত্রিকার সম্পাদন করেছিলেন। 'আলিপুর বোমা মামলা' সংবাদ যখন ইরেজ সরকার ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় এই মামলার সংবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। সেই সময়ে আলিপুর বোমা মামলা ভারত বিখ্যাত একটি মামলায় পরিণত হয়েছিল। দেশের সব স্বাধীনকামী নাগরিকেরা এই মামলার খবরের জন্য অপেক্ষা করে থাকতো। স্বাধীনতাকামী ভারত বাসীর ইচ্ছাকে পূরণ করেছিলেন

সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর বোমা মামলার গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশ করেন। 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন ক্ষুদিরামে ফাঁসির দিন মজফফরপুরে জেলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামে ফাঁসি দিন উপস্থিত থেকে সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংবাদ সারা বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি লিখেছেন, " ভোর ছ'টায় ফাঁসি হবে। ভোট পাঁচটায় আমি গাড়ীর মাথায় অত্যবশ্যকীয় সৎকার বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া অনকে দাঁড়াইয়া আছে।
সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুইদিকে দুটি খুঁটি আর একটি মোটার লোহার রড আড় দ্বারা যুক্ত। তারই মধ্যস্থানে বাধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহারই শেষপ্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। ক্ষুদিরাম আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল।.. মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটা সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামুল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। এদিক ওদিক একটু নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। এক প্রহরী মঞ্চে একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া ওপরের দড়িটি নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।... কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুইপাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের ওপরে ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। ...। আমরা শ্মশান বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া মনের ভাব লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম, কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মাধার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ৩০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কিছুই ভুলি নাই। ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়ছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাসোচ্ছ্বল কচি মুখখানি।" এই 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মজফফরপুরে উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ক্ষুদিরামের পক্ষের উকিল। তিনি এবং উকিল কালিদাস বোস বহু চেষ্টা করেছিলেন ক্ষুদিরামের জীবনকে রক্ষা করতে। কিন্তু ইংরেজ সরকার একেবারে নারাজ ছিল ক্ষুদিরামকে মুক্তি দেওয়ার। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন ' দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক। সেই কারণে তাঁকে মজফফরপুরে জেলে ফাঁসির মঞ্চে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি আগেই সরকারের কাছে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন উপস্থিত থাকবেন বলে আবেদন করেছিলেন। ইংরেজ সরকার 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে উপেন্দ্রনাথ সেনকে ক্ষুদিরামের ফাঁসির মঞ্চে থাকার অনুমতি দেয়।
৩০ এপ্রিল ১৯০৮ সালে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে বোমা ছুঁড়েছিলেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি। তবে কে বোমা ছুঁড়ে ছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে অধিকাংশ লোকেরা মনে করেন যে প্রফুল্ল চাকিই বোমাটা ছুঁড়ে ছিলেন। কারণ ক্ষুদিরাম একেবারে পাকাপোক্ত ছিলেন না। তিনি প্রফুল্ল চাকির সঙ্গী হিসাবেই মজফফরপুরে গিয়েছিলেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। ক্ষুদিরাম আবার পিস্তলও ব্যবহারও করতে পারতেন না। তিনি একেবারে নিরীহ ছেলে ছিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল চাকি সঙ্গে তিনি যেহেতু কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে মজফফরপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই কারণে ইংরেজ সরকার ক্ষুদিরামকে রেহাই দেয়নি। তবে ক্ষুদিরাম নিজের স্বীকারোক্তিকে ব্যক্ত করেছিলেন যে তিনি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতেই মজফফরপুরে প্রফুল্ল চাকি সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে ২ মে মজফফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান-এর আদালতে ক্ষুদিরামকে হাজির করা হয়। সেই সময়ে মজফফরপুরের প্রবীন উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন কলকাতার ইংরেজি 'দৈনিক বেঙ্গলী' পত্রিকায় লিখছেন,-" আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হওয়া দেখি, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি ১৫-১৬ বছরের প্রিদর্শন বালক। এতগুলি বাঙ্গালী উকিল দেখিয়া ছেলেটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কিন্তু সুন্দর চেহারা ছেলেটির...। বেঙ্গলী পত্রিকার বলিষ্ঠ সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ

# 'হীরক রাজার দেশ'-এ ছবিতে সভাপণ্ডিত হরিধন

**রাজা মুখোপাধ্যায়**

আপনাদের মনে পড়ছে 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর সেই দৃশ্যটা, ছেলেদের মেসবাড়িতে বড় মাপের একটা মিটিং হচ্ছে। যেখানে আলোচ্য বিষয় ছেলেদের মেস বাড়িতে মহিলা বিশেষ করে অবিবাহিতা যুবতীকে থাকতে দেওয়া উচিৎ কি না! বয়ঃজেষ্ঠ শিববাবু,তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল এই বিষয়ে তাঁর কি অভিমত। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে গলার স্বর খেলিয়ে আমতা আমতা করে তিনি বললেন, ওরা থাকলে বোর্ডিংয়ে শান্তি ভঙ্গ হবে, তাছাড়া সব ছেলে ছোকরার দল....ব্যস সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাঁর উপর মারমুখো,তখন হরিধন মুখার্জির নীরব এক্সপ্রেশন এককথায় অসাধারণ বললে বোধহয় একটু কম বলা হয়। আবার 'ফুলেশ্বরী'তে হরিধন দু'হাতে রেলের সিগন্যাল ফ্ল্যাগ নিয়ে নেচে-নেচে গাইলেন সেই গান; 'আমি তোমায় বড় ভালবাসি'। সিনেমায় প্লেব্যাক তাঁর এই প্রথম নয়। 'সন্ধি'তে গেয়েছিলেন। পরের বছর নীরেন লাহিড়ীর 'ভাবীকাল' ছবিতেও আরও পরে 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' ও 'ভোলা ময়রা' ছবিতেও গেয়েছেন। আবার ১৯৪৩ সালে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'শহর থেকে দূরে'। ছোট্ট বাউল চরিত্র। হরিধনের লিপে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গলায় তুমুল হিট; 'রাধে, ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমের শ্যামরায়।'
অসামান্য অভিনয় দক্ষতায় কেবল উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি মানুষকে হাসিয়েছেন। কমেডিতে অসাধারণ হয়ে ওঠা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের জার্নিটা নেহাত কম দিনের নয়। কি অসামান্য সুন্দর অভিনয় সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছবি 'হীরকরাজার দেশে',সভার মধ্যে বসে আছেন সভাপণ্ডিত,ঠিকুজি,কোষ্ঠী,পাঁজি হিসেব করে সব কথা হীরক রাজাকে বলা। কবিতার ছন্দে হীরকরাজা যা বলেন সভাপণ্ডিত বিরাট লম্বা কাগজ দেখে উত্তর দিচ্ছেন। আহা বারে- বারে দেখেও যেন মন ভরে না!
গোবরডাঙার খাঁটুয়া গ্রামে ১৯০৭ সালের ১০ নভেম্বর যে ছেলেটি জন্মেছিল, তার নাম ছিল দীনবন্ধু। বয়স যখন মোটে দুই, বাবা ভুবন মোহন চোখ বুজলেন। দুই ছেলে নিয়ে মা গিরিবালার কষ্টের সংসার। তবু ছোট ছেলেকে ভর্তি করিয়ে ছিলেন শ্যামবাজার এভি স্কুলে। নট-নাট্যকার অমৃতলাল বসু সেক্রেটারি। বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নাটকের মহলায় ছোট্ট দীনবন্ধুর অভিনয় দেখে তিনি পিঠ চাপড়ে দিলেন। ভক্তিরসে হাবুডুবু খেতে -খেতেই কখন যেন লোকের মুখে-মুখে দীন বন্ধু হয়ে উঠলেন 'হরিধন'।

মাতৃ-ভক্ত হরিধন মায়ের দুঃখ,কষ্ট লাঘব করতে নেমে পড়লেন লজেন্সের ব্যবসায়। মায়ের থেকে নিয়েছেন এক টাকা,আজ থেকে একশোর বেশি বছর আগের কথা, তখন এক টাকার বাজার করলে ঝাঁকামুটে নিতে হত,ওই টাকায় আধমণ চাল কেনা যেত,খাঁটি গাওয়া ঘি মিলত দেড় সের। এ.ভি. স্কুল ছাড়ার পরে লজেন্সের ব্যবসা কমে গেলেও ব্যবসা তিনি ছাড়েন নি,তবে কোনও ব্যবসা সেভাবে জমে না,অগত্যা নেমে গেলেন হাতিবাগান বাজারে আলু বিক্রি করতে। দিনে আলু বিক্রি,রাতে ছুটে যান পাড়ায়,যাত্রা,থিয়েটার, কবিগান,পাঁচালী,রামায়ণ,কীর্তণ শুনতে। সুরের জাদু তাঁকে আকর্ষণ করে, শিবা মিশ্র ও পশুপতি মিত্রের কাছে নাড়া বাঁধলেন। কিন্তু অভাবের সংসার শরীর খারাপ হতে লাগল,উচ্চাঙ্গ সংগীত ছেড়ে শুরু করলেন ভক্তিরসাত্মক আবেগের গান কীর্তণ শেখা। একদিন মা -ছেলে গেল পুরী, ফিরবেন সূর্য অস্ত যাচ্ছে তাঁর গলায় গান, 'দিবা অবসান হল কি কর বসিয়ে মন, আদি সূর্য অস্ত যায়,করেছো কি আয়োজন'? পাশ থেকে বাঘের মত গর্জন,তবে প্রশংসা 'বাঃ চমৎকার' তাকিয়ে দেখেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে আরও দু'জন। কাশিমবাজার মহারাজার বাড়িতে মনের আনন্দে কীর্তণ গাইলেন,খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এবার সিদ্ধান্ত,না আর ব্যবসা নয় সংগীত আর অভিনয়ে জীবন কাটাবেন।
কত নারীচরিত্রে যে অভিনয় করেছেন! 'বিবাহ বিভ্রাট'-এ ঝি, 'জোরবরাত'-এ ঘটকি, 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এ নীহারিকা এবং 'আলিবাবা'য় 'মর্জিনা'! 'মর্জিনা' কুসুমকুমারী দর্শক-হৃদয়ে হিল্লোল তুলেছিলেনঞ্চ শিশির ভাদুড়ীর কাছ থেকে ডাক পেয়েছিলেন শ্রীরঙ্গমে 'মায়া' নাটকে। ঠিক হল গিরিশ চন্দ্রের 'জনা' নাটক ইউনির্ভাসিটির ইনস্টিটিউট মঞ্চে নামাবেন। কিন্তু জনার মত চরিত্রে অভিনয় অত সহজ নয়,ছুটলেন তারাসুন্দরীর কাছে,তিনিই দেখিয়ে দিলেন অভিনয়।' ভূমেন কোনও একদিন বলেছিলেন কমেডিয়ানরা নাকি আসলে অভিনেতা নন! তক্কেতক্কে ছিলেন হরিধন। 'রঙমহলে' 'পথের দাবী' নাটক হচ্ছে, কমল মিত্র সব্যসাচী,তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা, দর্শকের হাততালির পর অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দর্শক হয়ে উঠবে সোচ্চার সঙ্গে অসংখ্য করতালির মধ্যে ভূমেন রায় বক্তৃতা দিয়ে স্টেজ ছেড়ে বের হবেন, প্রতিদিন সেটাই হয়,হঠাৎ দেখা গেল মানে দর্শকরা ওই বক্তৃতার মাঝেও অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন। ভূমেন ভাবলেন তাঁর কোনও ত্রুটি হল কি!

# কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব উচ্চ মর্যাদা লাভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি**

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নন্দনকাননে ভিড়ের মাঝে হঠাৎ হাজির ইন্ডাস্ট্রির 'বরপুত্র' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দেখা মাত্রই ঘিরে ধরল জনতা। কিন্তু তারকা হিসেবে নন, সাধারণ দর্শকের মতোই এদিন সিনেমার টানে ছুটে এসেছেন নন্দনে। 'দর্শকের মাঝে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখতে চাই' বলে উক্তি করলেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যথার্থই যেন সিনেপ্রেমীদের উৎসব।' 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির পুনরুদ্ধার করা ঝকঝকে সংস্করণ দেখে মুগ্ধ তিনি। প্রিয়া সিনেমা হলে নবরূপে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখে প্রসেনজিতের সংযোজন, 'অরণ্যের দিনরাত্রি নতুন রূপে দেখে আমি মুগ্ধ। এতবার দেখা ছবি কিন্তু তাও নতুন আঙ্গিকে দেখে দারুণ লাগল। বাংলা ছবির জন্য এই রেস্টোরেশন

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দেখা মাত্রই ঘিরে ধরল জনতা। কিন্তু তারকা হিসেবে নন, সাধারণ দর্শকের মতোই এদিন সিনেমার টানে ছুটে এসেছেন নন্দনে। এমনটাই জানালেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসে স্মৃতির ঝাঁপি উপুড় করলেন প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিৎ বললেন, 'এক সময় আমি এই ফেস্টিভ্যালে মাটিতে বসে সিনেমা দেখেছি। কারও অসুবিধা না করে আবার হলে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখতে চাই। আজ থেকে নয় এই ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু পুরনো। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের বয়স বেড়েছে, পরিধি বড় হয়েছে। বহু মানুষ ছুটে আসেন এখানে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় টলিউডের সকলের অভিভাবক। অতীতে চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বও সামলেছেন। কিন্তু, এবার সরাসরি দায়িত্বে না থাকলেও জুড়ে রয়েছেন ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'গৌতমদা ফেস্টিভ্যালের আদর্শ চেয়ারপার্সন। তাঁর মতো সিনিয়র মানুষের কাজের অভিজ্ঞতা অনেক।' তিনি আরও বলেন, 'এখন কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল বললেও বাংলার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার অন্যান্য ছবি গুলো যেভাবে আনা হচ্ছে সেটা আমার কাছে খুব ভালোলাগার জায়গা। গৌতমদা যতদিন আছেন তিনিই আমাদের চেয়ারম্যান। তিন থেকে পাঁচ বছর লাগে একজন চেয়ারম্যানের যোগাযোগ তৈরি হতে। একটা ফেস্টিভাল শেষ হলেই পরের বছরের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, নয়তো এই দশ দিনের মহাযজ্ঞ সম্ভব নয়। আমি এখানে একজন দর্শক। যদি মনে হয় এককোণে দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে পারব, সেইভাবেই দেখব।' ফেডারেশন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সবাই আসা-যাওয়া করবে, যার যখন সময় সুযোগ হবে। ফেডারেশন তো আমাদেরই। তারা নিশ্চয়ই আসবে। গত পরশুদিন প্রিয়াতে 'অরণ্যের দিনরাত্রির' ঝকঝকে রেস্টোর্ড ভার্সন দেখে তিনি মুগ্ধ। 'মিস্টার ইন্ডাস্ট্রি' ফিরে গেলেন ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিচারণায়। প্রবাদপ্রতিম পরিচালকের শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে এবার। ফিল্ম ফেস্টিভাল চলাকালীন এটাই প্রথম ছুটিরবার। বিকেলের পর থেকেই জনস্রোত নন্দন -রবীন্দ্রসদন চত্বরে। সবচেয়ে বড় চমক, সন্ধে নামার মুখেই উৎসবে যোগ দিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। একদম হঠাৎ করেই পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীকে ফোন করে চলে আসেন তিনি নিছকই ছবি দেখতে। ফেস্টিভ্যাল চত্বরে প্রসেনজিৎকে নস্ট্যালজিক শোনাল। 'একত্রিশ বছর ধরে এই ফিল্ম ফেস্টিভালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। একসময় দৌড়ে দৌড়ে ছবি দেখতাম। নন্দন, রবীন্দ্রসদনে মাটিতে বসেই ছবি দেখতাম বেশিরভাগ সময়। ছোটবেলায় রেবতিজি, কমল হাসনের মতো ব্যক্তিত্বদের দেখেছি উৎসবে। ব্যাজ লাগিয়ে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। ফেস্টিভালে ছবির দেখার মজাই আলাদা। আমাদের বেড়ে ওঠার সময়ে ছবি দেখার এত আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম ছিল না,' আক্ষেপ তাঁর।
এদিকে ৩১ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতেও এই রকম ঝড় ছিল। বর্তমানেও তা আছে। ঝড়টা হল যে স্বরূপ বিশ্বাস এবং ফেডারেশন সদস্যেরা ৩১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নেই। কেন নেই? উৎসবের দ্বিতীয় দিন এই প্রশ্ন উস্কে দিয়েছে। তবে কার্যকরী সভাপতি জানান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দয়া করে এ সবে জড়াবেন না। ওঁকে সব সময় আমরা পাশে পেয়েছি। ওঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তা হলে কেন এই প্রশ্ন উঠেছে? ঘটনাক্রম বলছে, উদ্বোধনের দিন থেকে স্বরূপের অনুপস্থিতি এর প্রধান কারণ। ৬ নভেম্বর, ধনধান্য সভাগৃহে সাংসদ দেব থেকে প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী পর্যন্ত উপস্থিত। হাজির সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, কোয়েল মল্লিক-সহ প্রায় গোটা টলিউড জগত। কেবল দেখা যায়নি সংগঠনের সভাপতি এবং তাঁর সদস্যদের। দ্বিতীয় দিনে এই ধোঁয়াশা আরও পরিষ্কার। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও উৎসব প্রাঙ্গণে স্টল দিয়েছে ফেডারেশন। কিন্তু সেখানে সংগঠনের সদস্যেরা কই?
উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ খ্যাতনামীদের নিয়ে নানা প্রদর্শনী। সেই দায়িত্ব প্রতি বছরের মতো এ বছরেও পরিচালক-অভিনেতা সুদেষ্ণা রায়ের উপরে। সুদেষ্ণা ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। 'সিনে আড্ডা'-সহ বিভিন্ন আলোচনায় ইতিমধ্যেই নাকি যোগ দিতে দেখা গিয়েছে ফেডারেশনের চোখে কয়েকজন অভিযুক্তদের। তবে পরিচালকেরা বিতর্কে জড়াতে চাইছেন না। কিছু মনোমালিন্য এবং ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ফেডারেশনের সঙ্গে। যদি হয়ে থাকে তাহলে তার মীমাংসা হবে। **ছবি ঃ সৌরভ দত্ত।**

# শান্তিপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সুনাম বাংলা জুড়ে

**নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ**

শান্তিপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী। শান্তিপুরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এক ঐতিহাসিক স্থান। এই সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির তৈরি করা হয় ১৬০৬ সালে, যা আজ প্রায় ৪০০বছর অতিক্রান্ত। তৎকালীন নদীয়ার রাজা ভবানন্দ মজুমদার (কৃষ্ণচন্দ্রের ঠাকুরদাদা), তিনি পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় অথবা মতান্তরে ফকিরাচাঁদ মুখোপা

এই মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দীপান্বিত কালীপুজোয় প্রত্যেক বছর অমাবস্যার রাতে শুরু হয়, শেষ হয় পরের দিন ভোর ৪টে। অতীতে বলিদানপ্রথা হলেও বর্তমানে বন্ধ এই বলিদানপ্রথা। প্রায় ৫০কেজি বা তারও অধিক চালের ভোগ নিবেদন করা হয় দেবী সিদ্ধেশ্বরীকে। মাকে পোলাও, খিচুড়ি, সাদাভাত, পায়েস, লুচি, ভাজা, সুজি, মাছ, তরকারি, চাটনি ইত্যাদি

ধ্যায়কে এই মন্দিরের দায়িত্ব তুলে দেন। এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের আদি পদবী ওঝা(কৃত্তিবাসের বংশধর)। মন্দিরের বার্ষিক পূজা হয় দীপান্বিতায়। এছাড়া অক্ষয়তৃতীয়া বা বিভিন্ন পূজায় মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভীড় দেখবার মতন। শান্তিপুরে যে কটি কালীপূজা হয় এই সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু হয়। সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সামনে নাটমন্দির তৈরি করা হয় পরবর্তীকালে। তৈরি করেছিলেন সরকার পরিবারের সদস্য। সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি আগে মাটির ছিল পরবর্তীকালে পাথরের মূর্তি তৈরি করা হয়(১৩৮৭ বঙ্গাব্দে), কাশী থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এই মূর্তি।

নিবেদন করা হয়। সাথে দীপাবলীতে হোমও হয়ে থাকে। সেই দিন রাত্রে মাকে রাজবেশে সাজানো হয়। পরের দিন সকালে ভোগ বিতরন করা হয়, এদিন অসংখ্য ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রতিদিনই সকালে ধার্য টাকা দিয়ে বললে আমিষ, নিরামিষ প্রসাদ মেলে। কপাল ভালো থাকলে দুপুরে হাতে মায়ের অন্নভোগ মেলে। শান্তিপুরের কারও বাড়ীর পূজা, সামাজিক অনুষ্ঠান যাই বলুন সবেতেই এই সিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে অনুমতি নেওয়ার রেওয়াজ আজও আছে। ঐতিহ্য ও আভিজাত্যে আজও অটুট এই শান্তিপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির।

# অবৈধভাবে বালি পাচার ... নদী ভাঙনে অস্তিত্ব সংকটে মৈনাক চা বাগান

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ নভেম্বর ঃ অবাধে বালি চুরি ফলশ্রুতি স্বরূপ নদী ভাঙ্গনে অস্তিত্ব সংকটে মৈনাক চা বাগান। ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ বিঘা জমি নদী গর্ভে বিলীন। বাগান রক্ষায় আর্তনাদ চা বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে জানিয়েছেন সেই বাগানে কর্মরত শ্রমিকেরা। এই বাগানের ওপর নির্ভর করে প্রায় ১৩০০ জন শ্রমিকের পরিবার। বাগান বন্ধ হলে তারা সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়বেন জুটবে না দুই বেলা দুমুঠো ভাত। যদিও প্রবল চিন্তায় রয়েছেন বাগান কর্তৃপক্ষ।

বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি বাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ধরলা নদীর ভাঙনে ইতিমধ্যে প্রায় ৩৩ একর চা-বাগানের জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে আরও প্রায় ২০ একর জমি নদীগর্ভে যাওয়ার পথে। চা-বাগানের নিয়ম অনুযায়ী একরপ্রতি একজন শ্রমিকের স্থায়ী কর্মসংস্থান থাকে। কিন্তু জমি কমে গেলেও শ্রমিক সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে এই বাগানে। যদিও নদীগর্ভে বাগানের বিপুল পরিমাণ জমি চলে যাওয়ার কারণে উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়তি শ্রমিকদের মজুরি দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে কোন সময় বন্দ হয়ে যেতে পারে ঐতিহ্যশালী এই চা বাগান। মৈনাক চা বাগানের জেনারেল ম্যানেজার জ্ঞান প্রকাশ দিক্ষিত বলেন - নদীভাঙনের প্রবণতা এতটাই বেড়েছে যে, এখন ফ্যাক্টরির কাছে পৌঁছে গেছে নদী। আগে নদী ছিল ৮০০ মিটার দূরে এখন দূরত্ব মাত্র ৫০ মিটার। এভাবে চলতে থাকলে ফ্যাক্টরিটিও নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে। চা-বাগান হারালে সামলানো যাবে কিন্তু ফ্যাক্টরি ভেঙে গেলে বিপুল ক্ষতি হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন - প্রতি বছর নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে যার ফলেই ক্রমাগত বাড়ছে ভাঙনের প্রবণতা। একাধিকবার প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ। বাগান রক্ষায় সরকারি সহায়তা চেয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন। চা-গবেষক রাম অবতার শর্মা বলেন -মৈনাক টি হিলস জেলার অন্যতম সুশৃঙ্খল বাগান। সরকার নির্ধারিত সমস্ত নিয়ম মেনে শ্রমিকদের বেতন গ্রাচুটি ও বোনাস প্রদান করে। সরকারের উচিত দ্রুত ভাঙনরোধে পদক্ষেপ নেওয়া। এতকিছুর পরেও উদাসীন প্রশাসন। এখন দেখার বিষয় ১৩০০ শ্রমিকের জীবিকা ও জেলার অন্যতম বৃহৎ চা-বাগান রক্ষায় রাজ্য সরকার কী ভূমিকা গ্রহণ করে। বাগানে কর্তব্যরত সিপিন রায় বিনোদ অধিকারী বলেন, - দীর্ঘ সময় ধরে আমরা এই বাগানে কাজ করে সংসার পালন করছি। প্রতিনিয়ত যেভাবে নদী ভাঙ্গনে বাগানের জমি নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে তাতে আগামী দিনে আমাদের কাজ থাকবে না। খাব কি চলবো কিভাবে পরিবার সন্তান-সন্ততি নিয়ে পথে বসতে হবে। উত্তরবঙ্গের একটা বিরাট অংশে রয়েছে চা বাগান এক সময় এই চা বাগান থেকেই যা যেতো দেশ-বিদেশে। দিন যত এগিয়েছে রুগ্ন হয়েছে চা শিল্প যদিও। যদিও শাসক বিরোধী দু পক্ষই চা বলয় নিয়ে শুধু রাজনীতি করে চলেছেন। বন্ধ হয়েছে অনেক চা বাগান। দিনো দরিদ্র অবস্থায় কোনরকমে দিনযাপন করছেন বহু চা বাগানের কর্মচারী ও তাদের পরিবার। যদিও আশ্বাস সার কাজের কাজ কিছু হয়নি। এমতাবস্থায় মৈনাক চা বাগানের কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের এই কাতর আবেদন পৌঁছাবে কি প্রশাসনের কাছে ? নাকি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে আশা ভরসা ও বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু। এই চিন্তাতেই নিদ্রাহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে এই বাগানের কর্তৃপক্ষ থেকে কর্মচারী সকলেই। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় নি।

শ্রমিকদের। রোজগারের একমাত্র জায়গাটি বিল্ডিং এর পথে চিন্তায় রাতে ঘুম নেই ওই চা বাগানের কর্মরত শ্রমিকদের। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংড়াবান্ধা ও ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে রয়েছে মৈনাক টি হিলস। কোচবিহার জেলার অন্যতম বৃহৎ এই চা-বাগান বর্তমানে তীব্র অস্তিত্ব সংকটে। এমতাবস্থায় বাগান রক্ষায় সাংবাদিক সম্মেলনে কাতর আর্তনাদ জানালেন বাগান কর্তৃপক্ষ বাড়িতে সহমত

## ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১০ নভেম্বর ঃ পিছনের জানালা কেটে ডাকাতির চেষ্টা বীরভূমের নলহাটি থানার কুরুমগ্রামের একটি রাস্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে। ঘটনার পর ব্যাঙ্কের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও নিয়ে মুখ খুলতে চাননি ব্যাঙ্কের আধিকারিক থেকে পুলিশ। জানা গেছে, সোমবার সকালে নলহাটি থানার কুরুমগ্রামের মানুষ দেখেন ব্যাঙ্কের পিছনের জানালা কাটা। গ্রামবাসীরাই ব্যাঙ্কের আধিকারিককে খবর দেন। এরপরেই ব্যাঙ্ক কর্মীরা পুলিশ নিয়ে ব্যাঙ্কের দরজা খুলে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ চলে যেতেই ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনার জেরে এদিন ব্যাঙ্কের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাঙ্কে এসে ফিরে যান গ্রাহকরা। গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত মজুমদার, অজয় মুখোপাধ্যায়রা বলেন, সপ্তাহের প্রথম দিন ব্যাঙ্কে এসেছিলাম। কিন্তু দেখলাম ব্যাঙ্কে তালা। পরে শুনলাম ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। ব্যাঙ্কের কর্মী নৃত্বি পাল বলেন, থানায় অভিযোগ জানাতে আধহিকারিকরা গিয়েছেন। পুলিশ সিসিটিভির হারডিক্স খুলে নিয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাদের নির্দেশ মতো কাজ করা হবে।

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA::PURULIA**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-53/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **24(Twenty Four) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **08.11.2025 up to 28.11.2025 10.00 A.M.** Bid submission starting from **08.11.2025 up to 28.11.2025 at 10.00 AM**. And Opening on **01.12.2025 at 10:05 A.M.** For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

**মালভিয়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি জয়পুর**
জওহর লাল নেহেরু মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৭
পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি ২০২৫-২৬

P.4/A-V-1/2025-25/Acad/Ph.D./02

২০২৫-২৬ (জানুয়ারী ২০২৬) সম সেমিস্টারের জন্য সকল বিভাগ/কেন্দ্রে **পিএইচডি প্রোগ্রামে** ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য **www.mnit.ac.in** দেখুন। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০২৫।

cbc21312/12/0005/2526 — রেজিস্ট্রার

**Office of the**
**Antila Gram Panchayat**
**Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah**
**Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/10/APAS/25-26**

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 14(Fourteen) different works. Bid submission start dt.:**11/11/2025 at 10:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **18/11/2025 at 10:00 p.m.** Bid Opening Date on **20/11/2025 at 10.00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Pradhan**
**Antila Gram Panchayat**

**Block Development Officer**
**Suti-I Development Block**
**Tender Notice**

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. **NIT No:- 18/APAS/2025/Dev.**, Date: **10.11.2025** under Source of Fund – APAS, vide Memo No: **4216(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 10.11.2025**, Total No. of Scheme **07 (Seven) nos.** Last date of Application : **03.12.2025 upto 10 AM.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in**

All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Suti-I Dev. Block,**
**Ahiran : Murshidabad**

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF. NO- 24/CH-IIPS/2025-2026 DT. 07.11.2025 SL 01 to 19 (Tender ID-2025_ZPHD_941944_1 to19) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির
চন্ডিতলা ঃ হুগলী

**রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরির উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ**

লামডিং স্টেশনের রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরির উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'উন্নয়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর' ভিত্তিতে ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন ঃ ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়।

নিলাম ক্যাটালগ নং.: আরআর-এলএমজি-০১-২০২৫

| ক্রম নং. | লট নং./ক্যাটাগরি |
|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-এলএমজি-এলএমজি-ডব্লিউআরএল-৬৬-২৫-১ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম) |

**নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায়। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট।

নিলাম ক্যাটালগ নং.: আরআর-এলএমজি-০২-২০২৫; নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ ২১-১১-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টা।

| ক্রম নং | লট নং./ক্যাটাগরি |
|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-এলএমজি-এলএমজি-ডব্লিউআরএল-৬৬-২৫-২ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম) |

**নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ২১-১১-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**

**টেন্ডার নং ঃ বিআর-এইচকিউ-এডিএ-২৫-২৬-০৯, তারিখ ০৭.১১.২০২৫।** ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ''এএক্সইএন (ব্রিজ লাইন)/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ সময়সীমায় ব্রিজ জোনাল কাজ''। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৪৯,৪০,৪০৭.৬৮ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,২৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিট। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। অনলাইনে বিড জমা দেবার জন্য টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ এবং টেন্ডারের স্ট্যাটাস জানতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য ফিজিক্যাল/ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-816)

**NIQ, Govt. of West Bengal.**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 12-11-2025" **[Job No. KIT/RW/095 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-060/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **11.11.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

**Sd/-**
**Executive Engineer, PWD**
**Kolkata IT Division**

## ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা মুখ্যমন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ নভেম্বর ঃ রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতোই সোমবার পূর্ব বর্ধমানেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন সরকারি প্রকল্প পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে। দামোদর ভবনের (নিউ বিল্ডিং) সভাকক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিককে দেওয়া হয়েছে প্রতিজনকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য। পাশাপাশি ১০ জন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীকে বীজের প্যাকেট দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাকিদেরও বীজের প্যাকেট দেওয়া হবে। প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলার মোট ৪২৯ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ৩৯৫৩ হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের মধ্যে ৮১৭ জনকে ধানের চারা এবং ৪৪৫০ জনকে সিড কিট দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পে ৫ লক্ষ ৪৩৯৫ জন কৃষকের আবেদন গৃহীত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েষা রানী এ, জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মীরা।

## আদ্রা ডিভিশনে বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন, সপ্তাহ জুড়ে দুর্ভোগ ট্রেনযাত্রীদের

পুরুলিয়া, ১০ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনে আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভাগীয় কাজ। এর ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, আবার কিছু ট্রেন আংশিকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অনেক ট্রেন নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বিলম্বে চলবে। রেলের তরফ থেকে জানান হয়েছে আজ ১০ নভেম্বর সোমবার থেকে আগামী ১৬ নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত আদ্রা ডিভিশনের বিভিন্ন রুটে রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভাগীয় কাজের জন্য 'রোলিং ব্লক' রাখা হয়েছে। এর ফলে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে চলেছেন রেল যাত্রীরা। আদ্রা ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত কাজের জন্য পাঁচটি ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং কিছু ট্রেন আংশিকভাবে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। ১০ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৭৭ / ৬৮০৭৮ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ১১ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৪৬/ ৬৮০৪৫ আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার। আজ ১০ ও আগামী ১২, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৭৫ আদ্রা-ভজুডি মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ১১, ১৩, ১৪ ও ১৬ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৭৬ ভজুডি-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ১৬ নভেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৫৩/৬৮০৫৪ আদ্রা-বরাভূম-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে টাটা-আসানসোল-বরাভূম মেমু প্যাসেঞ্জারের। আগামী ১১ নভেম্বর টাটা-আসানসোল-বরাভূম মেমু প্যাসেঞ্জারের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা সেকসেনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বর্ধমান-হাঁটিয়া- বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেসের। আজ ১০ ও আগামী ১৩ নভেম্বর বর্ধমান-হাঁটিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেসের গোমো রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। গোমো-হাঁটিয়া- গোমো সেকসেনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেসের। আজ ১০ ও আগামী ১৩ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম- ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেসের বোকারো রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। বোকারো- ধানবাদ-বোকারো সেকসেনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে শালিমার- ভজুডি-শালিমার এক্সপ্রেসের। আজ ১০ নভেম্বর শালিমার-ভজুডি- শালিমার এক্সপ্রেসের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। আদ্রা-ভজুডি-আদ্রা সেকশনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে আসানসোল- পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জারের। আগামী ১১ নভেম্বর আসানসোল- পুরুলিয়া- আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জারের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। আদ্রা-পুরুলিয়া- আদ্রা সেকশনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। বিলম্বে যাত্রাপথ। আগামী ১৬ নভেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ করবে হাঁটিয়া- খড়গপুর এক্সপ্রেস। হাঁটিয়া থেকে ২ ঘন্টা বিলম্বে ছাড়বে। আগামী ১৬ নভেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ করবে বক্সার-টাটানগর এক্সপ্রেস বক্সার থেকে ৯০ মিনিট বিলম্বে ছাড়বে। রেলের এই সিদ্ধান্তে দৈনন্দিন যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন। আদ্রা ডিভিশনের রেলপথে যাতায়াত করা হাজার হাজার যাত্রীর জন্য এই সাপ্তাহিক পরিবর্তন বড়সড় সমস্যা তৈরি করতে চলেছে।

## হাতির মৃত্যু রোধে অনুকরণীয় সতর্কতা অবলম্বন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লোকো পাইলটদের

মালিগাঁও, ১০ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আবারও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং হাতিপ্রবণ এলাকায় সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। সতর্ক লোকো পাইলট এবং কর্মীদের সতর্কতা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে, সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে বেশ কয়েকটি হাতিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে, টাওয়ার ওয়াগন চালক জিতেন্দ্র কুমার কর্তব্যরত অবস্থায় অসাধারণ সতর্কতা এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কর্তব্যের সময়, তিনি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রাজাভাতখাওয়া এবং কালচিনি সেকশনের মধ্যে দুটি হাতি রেললাইন পার হতে দেখেন। দ্রুত এবং দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে, তিনি ব্রেক লাগান এবং টাওয়ার ওয়াগনটিকে সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেন, যার ফলে হাতিকে ধাক্কা দেওয়ার সম্ভাব্য ঘটনাকে রোধ করা গেল। আরেকটি ঘটনায়, ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে, একটি স্পেশাল ট্রেনে কর্তব্যরত অবস্থায়, লোকো পাইলট সত্যেন্দ্র যাদব এবং সহকারী লোকো পাইলট সুদর্শন হাতিমুরিয়া তিনসুকিয়া ডিভিশনের মরিয়নি-তিতাবর সেকশনে চারটি হাতি রেললাইন পার হতে দেখেন। তারা দ্রুত ব্রেক লাগিয়ে এবং সময়মতো ট্রেন থামিয়ে চারটি হাতির জীবন রক্ষা করেন। একইভাবে, ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে, ট্রেন নং. ২০৫০৩ (ডিব্রুগড় - নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেসের চালক দল লোকো পাইলট লালমন এবং সহকারী লোকো পাইলট শ্রী বিনিত গুপ্তা তিনসুকিয়া ডিভিশনের বোকাজান - খটখটি সেকশনের মাঝামাঝি ট্র্যাকে একটি হাতি দেখতে পান। তারা তাৎক্ষণিকভাবে আপাতৎকালীন ব্রেক লাগিয়ে ট্রেনটি থামিয়ে দেয়, যার ফলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা রোধ হয় এবং বন্যপ্রাণী এবং যাত্রী উভয়েরই সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এই উদাহরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রানিং স্টাফদের ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত নিষ্ঠা, সতর্কতা এবং সহানুভূতির প্রতিফলন। ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কে দীর্ঘতম হাতি করিডোর সহ, উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বন্যপ্রাণী রক্ষার পাশাপাশি সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেলওয়ে ধারাবাহিকভাবে সংবেদনশীল এলাকায় হাতি- ট্রেন সংঘর্ষ কম করা জন্য ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম, আন্ডারপাস নির্মাণ এবং টহল ব্যবস্থা বৃদ্ধিকরণের মতো পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।

## খুনের মামলায় ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ নভেম্বর ঃ খুনের মামলায় তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতারের ঘটনায় পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীদের একাংশ। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাস তিনেক আগের একটি খুনের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্য জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। এরই প্রতিবাদে মালদা মানিকচক রাজ্য সাকে নেমে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে দেওয়ার জন্য ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে ফর্মগুলি দেওয়া হয়েছিল। এখন গ্রেফতার হলে ফর্ম পূরণে গ্রামবাসীদের সমস্যা হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলে।

## কোচবিহার রাসমেলায় হকার উচ্ছেদের অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১০ নভেম্বর ঃ রাসমেলায় হকার উচ্ছেদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সোমবার দুপুরে হকারেরা প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হন। হকারদের দাবি, তাঁরা নিয়মিত ভাবে পুরসভাকে রাজস্ব দিলেও মেলায় তাঁদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ দিয়ে তাঁদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। কখনও দমকলের জল দিয়ে তাঁদের বসার জায়গা ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে, তাঁদের পণ্যসামগ্রী নষ্ট হচ্ছে। যদিও পুরসভা ও প্রশাসনের দাবি, ওই হকারেরা রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ছে। ফলে, যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সে কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, কোচবিহারের মহারাজাদের আমলে ১৮৮৯ সালে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তখন থেকেই কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসব হয়ে আসছে। আগে মহারাজারাই রাসচক্র ঘোরাতেন। এখন জেলাশাসক হয়ে যিনি আসেন তিনি রাসচক্র ঘোরান। মদনমোহনের এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করেই কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা প্রতিবছর হয়। আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসব চলবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

## জামালপুরে শুরু শিল্প মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১০ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে সোমবার শুরু হলো এমএসএমই শিল্প মেলা। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্লক অফিসাররা। সপ্তাহব্যাপী এই মেলায় মূলত ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বেকার যুবক-যুবতীদের ক্ষুদ্র শিল্প গঠনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুবিধা দেওয়া হবে। তাঁতি ও অন্যান্য কুটির শিল্প শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে তারা সরকারি পরিচয়পত্র ও আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এছাড়াও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণ সংক্রান্ত সহযোগিতাও মিলবে এই ক্যাম্পে।

**অভিজ্ঞদের (জিডি, টেক, ওএএসকেটি, টিডিএন ১০ম এবং টিডিএন ৮ম) নিয়োগ সমাবেশ**
**১২ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০২৫ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে**

চারটি জেলা, অর্থাৎ উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় অনলাইন সিইই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য অগ্নিবীর (জিডি, টেক, ওএ / এসকেটি। টিডিএন ১০ এবং টিডিএন ৮ পাস) নিয়োগ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনলাইন সিইইতে সফল প্রার্থীদের যারা মেধাবী ছিলেন তাদের ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষা এবং মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছে। প্রবেশপত্র ইতিমধ্যেই তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে প্রার্থীরা www.joinindianarmy.nic.in এ লগইন করতে পারেন। প্রার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের মূল নথিপত্র কাউকে হস্তান্তর না করার জন্য যাতে দালাল / এজেন্টদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের শিকার না হন। এই ধরনের যেকোনো ঘটনা স্থানীয় পুলিশ এবং সেনা নিয়োগ অফিসের কর্মীদের জানাতে হবে।

# KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (C)/BR-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EEC/I/002/100/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 140/3C to 140/9, South Sinthi Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,962.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(2) NIT No.: KMC/EEC/I/002/91/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 12/4, etc R K Ghosh in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,983.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(3) NIT No.: KMC/EEC/I/002/94/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 57/2/H/6 etc B T Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,666.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(4) NIT No.: KMC/EEC/I/002/96/2025-2026**
Name of the work: **Improvement of UG Sewer at 28, K C Ghosh Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,803.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(5) NIT No.: KMC/EEC/I/002/95/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 57/4, etc B. T. Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,898.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(6) NIT No.: KMC/EEC/I/002/93/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 1/12A, 1/20, etc, Gopal Bose Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,49,871.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.**

**(7) NIT No.: KMC/EEC/I/002/92/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 1/2 to 1/3 Gopal Bose Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,715.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(8) NIT No.: KMC/EEC/I/002/90/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 5E, 5K, 11, etc, D. Gupta Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,934.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(9) NIT No.: KMC/EEC/I/002/97/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 57/7/H/10, 57/7/H/18 etc B T Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 1,99,882.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.**

**(10) NIT No.: KMC/EEC/I/002/98/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 7, etc, Samar Sarani in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,622.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

**(11) NIT No.: KMC/EEC/I/002/99/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 30/1A etc H K Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,875.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

**(12) NIT No.: KMC/EEC/I/002/103/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 45/D, 48/1/1 etc South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 1,99,555.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.**

**(13) NIT No.: KMC/EEC/I/002/109/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer in 7/H/16, 7/H/14 etc Dum Dum Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,784.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(14) NIT No.: KMC/EEC/I/002/113/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of surface drain at 118B South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 1,99,983.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.**

**(15) NIT No.: KMC/EEC/I/002/112/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of surface drain at 75/A South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,801.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(16) NIT No.: KMC/EEC/I/002/117/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of open surface drain at 29 Hare Kristo Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,785.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(17) NIT No.: KMC/EEC/I/002/107/2025-2026**
Name of the work: **Improvement of UG Sewer at 5B, 5H, 7A, etc, South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,728.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(18) NIT No.: KMC/EEC/I/002/102/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of UG Sewer at 25, 26, etc, Seven Tanks Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,680.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

**(19) NIT No.: KMC/EEC/I/002/129/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 34/5, 5E, etc, D. Gupta Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,632.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

**(20) NIT No.: KMC/EEC/I/002/137/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 75/A, 78B South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,928.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(21) NIT No.: KMC/EEC/I/002/148/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 57/7/H/6, 57/7/H/5 etc B T Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,629.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(22) NIT No.: KMC/EEC/I/002/149/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 1/1/39 to 1/1/49, Dum Dum Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,637.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(23) NIT No.: KMC/EEC/I/002/147/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 57/7 etc B T Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,315.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

**(24) NIT No.: KMC/EEC/I/002/139/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 9/2 South Sinthi Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,620.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(25) NIT No.: KMC/EEC/I/002/178/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of Asphaltum Road at 7 Kali Charan Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 1,48,167.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.**

**(26) NIT No.: KMC/EEC/I/002/162/2025-2026**
Name of the work: **Improvement of IPS Passages at 5B, 5H, 7A, etc, South Sinthi Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,509.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(27) NIT No.: KMC/EEC/I/002/153/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 140, etc, South Sinthi Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,996.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(28) NIT No.: KMC/EEC/I/002/122/2025-2026**
Name of the work: **Relaying of kerb & Channel at 48, etc. B. T. Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 1,99,184.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.**

**(29) NIT No.: KMC/EEC/I/002/127/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 57/7H/46, 57/7H/49 etc B. T. Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,998.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(30) NIT No.: KMC/EEC/I/002/124/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 57/7H/58, 58/2 etc B. T. Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,759.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(31) NIT No.: KMC/EEC/I/002/126/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 57/7H/25, 57/7H/29 etc Barrackpur Trunk Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,931.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(32) NIT No.: KMC/EEC/I/002/120/2025-2026**
Name of the work: **Conversion of open surface drain to box drain at 157A/1E South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,757.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(33) NIT No.: KMC/EEC/I/002/104/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of U G Sewer at 1/1/1A, 1/1/12, etc. Dum Dum Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,561.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(34) NIT No.: KMC/EEC/I/002/125/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 58/5A/15, 58/5A/21 etc B. T. Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,996.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(35) NIT No.: KMC/EEC/I/002/157/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 25, 26, etc, S. T. Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,930.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(36) NIT No.: KMC/EEC/I/002/155/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 6/1D, 7A, 7D etc, Hare Kristo Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,99,922.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.**

**(37) NIT No.: KMC/EEC/I/002/151/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 72 South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,958.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

**(38) NIT No.: KMC/EEC/I/002/131/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 150, Kali Charan Ghosh Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,778.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(39) NIT No.: KMC/EEC/I/002/152/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 10 Kedar Nath Das Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,377.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(40) NIT No.: KMC/EEC/I/002/132/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 24/1, 14, 15 Center Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,908.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(41) NIT No.: KMC/EEC/I/002/158/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 52A, 52K etc South Sinthee Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,995.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(42) NIT No.: KMC/EEC/I/002/154/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 18A/1A, 18D Hare Kristo Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,836.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(43) NIT No.: KMC/EEC/I/002/130/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 74 K.C. Ghosh Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,771.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.**

**(44) NIT No.: KMC/EEC/I/002/156/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 29 Hare Kristo Seth Lane in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,99,941.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.**

**(45) NIT No.: KMC/EEC/I/002/159/2025-2026**
Name of the work: **Repairing of IPS Passages at 1B/19/2, etc. D D Road in Ward No. 002.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 3,99,796.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **21 Days. (for Sl. No. 1 to 45).** Last date and time of submission of bid: **18.11.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 45).** Tender will be opened on: **20.11.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 45).** The bid forms and other details are available on and from **11.11.2025 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 to 45).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 45).**

1360/25-26

# বালোচিস্তানগামী জাফর এক্সপ্রেস বন্ধই করে দিল পাকিস্তান

১০ নভেম্বর ঃ একদিকে বালোচ বিদ্রোহীদের মারে নাজেহাল, অন্যদিকে আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের মাঝেই চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তেহরিক-ই-তালিবান। গুরুতর এই পরিস্থিতির মাঝে কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেস বন্ধ করে দিল পাকিস্তান রেলওয়ে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আপাতত ৪ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে বালোচিস্তানের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী এই ট্রেন। চলতি বছরে দফায় দফায় জাফার এক্সপ্রেসে হামলা চালিয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। গত আগস্ট মাসে ৫ বার হামলা হয় এই যাত্রীবাহী ট্রেনে। এই পরিস্থিতির মাঝে পাক রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, যাত্রী, রেলকর্মী, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বিভাগ ও গোয়েন্দাদের পরামর্শমতো আগামী ৯ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত জাফর এক্সপ্রেসের পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। রেল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে যারপরনাই ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। তাদের অভিযোগ, দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী এটাই একমাত্র ট্রেন তা বন্ধ করায় হাজার হাজার যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে পাক সরকার এই ট্রেন পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায়। গত মার্চ মাসে বালোচিস্তানের বোলানে জাফার এক্সপ্রেস অপহরণ করেছিল বালোচ বিদ্রোহীরা। দীর্ঘ অভিযানের পর পাক সেনার তরফে দাবি করা হয় সব বিদ্রোহীদের হত্যা করে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পালটা বিদ্রোহীদের তরফে জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা পার হওয়ার পর ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সকলেই পাক সেনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর গত ১০ আগস্ট ফের হামলার শিকার হয়েছিল জাফার এক্সপ্রেস। সেবার ট্রেনের ৫টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। এদিকে কূটনৈতিক মহলের দাবি, আপাতত ৪ দিনের জন্য পরিষেবা বন্ধ করলেও ১২ নভেম্বরের পর তা চালু হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ডুরান্ড লাইনকে কেঃদ্র করে বর্তমানে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাত চরম আকার নিয়েছে। বালোচ বিদ্রোহীরা পাক সেনার উপর আবারও জোরালো আঘাত হানার সুযোগ খুঁজছে। সেখানে বালোচিস্তানের মধ্য দিয়ে চলা এই ট্রেন তাদের কাছে সফট টার্গেট। অন্যদিকে, তেহরিক-ই-তালিবান লাগাতার হামলা চালাচ্ছে পাক সেনার উপর। গুরুতর সেই পরিস্থিতিতে জাফর এক্সপ্রেস বন্ধ করার সিদ্ধান্তে এটাই স্পষ্ট হয় যে বিদ্রোহীদের আতঙ্কে কাঁটা ইসলামাবাদ।

# প্রত্যেক মার্কিন নাগরিককে প্রায় ২ লক্ষ টাকা! শুল্ক চাপিয়ে পাওয়া অর্থ দরাজ হাতে বিলোবেন ট্রাম্প

১০ নভেম্বর ঃ এবার আমজনতার ‘ হয়ে উঠতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! মার্কিন প্রেসিডেঃট জানিয়েছেন, বিত্তবানদের বাদ দিয়ে আমেরিকার প্রত্যেক নাগরিককে ২ হাজার মার্কিন ডলার দেওয়া হবে। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক চাপিয়ে মার্কিন প্রশাসন যে অর্থ পাবে, সেই অর্থই আমজনতার হাতে তুলে দেওয়া হবে। নিজের সোশাল মিডিয়াতেই একথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট। দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই বিশ্বজু়ে শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছেন ট্রাম্প। আমেরিকায় পণ্য রপ্তানিকারী সমস্ত দেশের উপর যথেচ্ছ শুল্ক চাপিয়েছেন। এমনকি ‘ ভারতের উপরেও ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর হয়েছে। তার জেরে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ভারতের বস্ত্র এবং অন্যান্য রপ্তানির সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা। শুধু তাই নয়, আমেরিকার অন্দরেও ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে বিরোধিতা শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের শুল্কনীতির বিরুদ্ধে আদালতে দায়ের হয়েছে মামলাও। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের শুল্কনীতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এহেন পরিস্থিতিতেই বড়সড় ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। নিজস্ব সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ

সোশালে ট্রাম্প লেখেন, ‘ শুল্কনীতির বিরোধিতা করে তারা বোকা। আমরা এখন বিশ্বের ধনীতম এবং সবচেয়ে সম্মানীয় দেশ। আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা নেই। স্টক মার্কেটের দরে রেকর্ড হয়েছে। আমাদের যে বিরাট ঋণের বোঝা সেটাও শোধ করতে শুরু করব খুব তড়াতাড়ি। আমেরিকায় রেকর্ড বিনিয়োগ হচ্ছে, সর্বত্র কারখানা তৈরি হচ্ছে।’ সোশাল মিডিয়াতেই ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকায় যে শিল্প এবং ব্যবসা বাড়ছে তার নেপথ্যে রয়েছে তাঁরই শুল্কনীতি। তাই বিভিন্ন দেশের উপর চাপানো শুল্ক থেকে যা আয় হবে সেটা বিলিয়ে দেওয়া হবে আমেরিকার আমজনতার মধ্যে। সেই সঙ্গে ট্রাম্পের সাফ কথা, অন্য দেশগুলি আমেরিকার উপর শুল্ক চাপালে তিনি কেন পালটা শুল্ক চাপাতে পারবেন না? তবে এখনও সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে কোনও রায় দেয়নি। কবে থেকে মার্কিন নাগরিকদের মাথাপিছু ২ হাজার ডলার দেওয়া হবে, তাও জানাননি ট্রাম্প।

# হজযাত্রা নিয়ে ভারতের সঙ্গে চুক্তি সৌদি আরবের

১০ এবার ভারতের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল সৌদি আরবের। জেড্ডায় হয়েছে এই চুক্তি। ২০২৬ সালের হজ যাত্রায় ভারত থেকে কতজন যাবেন সেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এদিন। জানা গিয়েছে, জেড্ডায় এই দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তিতে সই করেছেন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ২০২৬ সালে ভারত থেকে মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৫ জন হজ করতে যেতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। নভেম্বরের ৭ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব সফর করেন রিজিজু। সেখানেই, রবিবার সৌদির হজ এবং উমরাহ মন্ত্রী তৌফিক বিন ফৌজান আল রাবিয়ার সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে দুই মন্ত্রী হজ সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। দুই দেশের সমন্বয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়ে. আলোচনা করেন তাঁরা। এই বৈঠকের পরেই দুই দেশের মধ্যে ২০২৬ এর দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই সফরের জেড্ডা এবং তাইফ এলাকায় হজ এবং উমরাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর পাশাপাশি, হজের প্রস্তুতির জন্য রিয়াধের ভারতীয় দূতাবাস এবং জেড্ডায. ভারতীয়. কনস্যুলেট জেনারেলের আধিকারিদের সঙ্গেও আলোচনা করেন তিনি। ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কনস্যুলেটের আলোচনা এবং তাঁদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন রিজিজু।

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

# এবার বেসরকারি উদ্যোগে মিশন মঙ্গল, লালগ্রহে জোড়া মহাকাশযান পাঠাচ্ছে

আমেরিকার মসনদে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ফেরার পর থেকে ব্যয় সংকোচনের পথে হেঁটেছেন। যার প্রভাবে ‘ বিশ্বের বৃহত্তম মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসায়। সরকারি খরচে আমেরিকা

আর মহাকাশ গবেষণার কাজে নেই। তবে বেসরকারি একাধিক সংস্থার হাতে হাত ধরে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে নাসা। তারই অংশ হিসেবে বেসরকারি উদ্যোগে মঙ্গল অভিযান করছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। প্রস্তুতি শেষ। ১০ নভেম্বর, সোমবারই মঙ্গলের পথে পাড়ি দেয় জেফ বেজোসের সংস্থার জোড়া মহাকাশযান। ২০২৭ সালে মঙ্গলে পৌঁছনোর কথা। তাদের কাজ হবে লালগ্রহের পরিবেশ এবং চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য জানা। কীভাবে যুগ যুগ ধরে মঙ্গলের আবহাওয়া বদলে গিয়েছে, সেই সংক্রান্ত গবেষণায় সাহায্য করা। প্রতিবেশী গ্রহ নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই বিশ্ববাসীর। সেখানে প্রাণধারণের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে কিনা, সেই খোঁজ অনন্ত। নাসার মহাকাশযান ‘ রোভার দীর্ঘদিন ধরে তা খুঁজে চলেছে। এবার মঙ্গল সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য পেতে জোড়া মহাকাশযান পাঠানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মার্কিন শিল্পপতি জেফ বেজোসের সংস্থা ‘ অরিজিন’ এই মিশনে এগিয়ে এসেছে। ব্লু এবং গোল্ড নামে দুটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্টেশন থেকে। ভারতীয় সময় তখন সোমবার রাত ১টা ১৫ মিনিট।

জানা গিয়েছে, মহাকাশযান দুটি উৎক্ষেপণের জন্য নিউ গ্লেন রকেট ব্যবহার করা হচ্ছে। ৩২১ ফুট লম্বা ভারী এই রকেট পৃথিবীর টান কাটাতে সাহায্য করবে জোড়া মহাকাশযানকে। এদের গতিপথ খানিকটা ভিন্ন। পৃথিবীর কক্ষপথ পেরিয়ে প্রথমে পৃথিবী-সূর্যের মাঝে ল্যাগারাঞ্জিয়ান পয়েন্ট ২ বা গ্ল২ পয়েন্টে প্রথমে পৌঁছবে ব্লু ও গোল্ড। সেটা পৃথিবী থেকে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। তারপর ধীরে ধীরে তা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হবে। এই অভিযানে থাকা নেতৃত্বের দাবি, মহাকাশযান উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে এধরনের প্রযুক্তি প্রথমবার ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকারি তরফেও এই অভিযানকে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। সফল হলে মঙ্গলের আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য প্রকাশ্যে আসবে বলে আশা বিজ্ঞানী মহলের। অর্ধযুগ পেরিয়ে এখনও সক্রিয় চঃদ্রযান-২! বছর ৬ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই মিশন কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল। চাঁদরে মেরুতে ‘ ল্যান্ডিং’-এর সময় ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু রাডারটি এখনও সক্রিয়। সেই শক্তিশালী রাডারের পাঠানো উচ্চমানের বেশ কিছু ছবি এসেছে ইসরোর কংট্রোল রুমে। তাতে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের মেরু অঞ্চলের জমাট বাঁধা বরফ এবং মৃত্তিকার ছবি ধরা পড়েছে। আহমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টারে এখন সেসব ছবি নিয়ে নিবিড় কাটাছেঁড়া চলছে। বিজ্ঞানীদের আশা, এসব থেকেই চাঁদের মেরু সম্পর্কে অজানা তথ্য পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে চন্দ্রাভিযানে তা সাহায্য করবে।

২০১৯ সালে চাঁদের মেরু সম্পর্কে তথ্য পেতে চন্দ্রযান- ২ পাঠানো হয়েছিল। সেই মিশন সফল না হলেও চনন্দ্রযানের অরবিটারটি এখনও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে হাই রেজোলিউশনের ছবি পাঠাচ্ছে। আর তা বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ সম্পর্কে অনেক ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে বিজ্ঞানী মহলের। তবে প্রয়োজন আরও বিশদ গবেষণা। সেই কাজেও নিরন্তর সাহায্য করে চলেছে ওই অরবিটার। সম্প্রতি ইসরোর ওই মিশনের ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডারে ধরা পড়েছে চাঁদের প্রথম পূর্ণ পোলারোমেট্রিক ছবি। সেসব খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞানীদের দাবি, ওইসব ছবি চাঁদের উপরিতলের জমির ঠিক কেমন, সে সম্পর্কে প্রায় নিখুঁত তথ্য দিতে সক্ষম।

ইসরো বিজ্ঞানীদের মতে, অন্তত ১৪০০ রাডারের মাধ্যমে আসা তথ্য বিশ্লেষণ করে চাঁদের দুই গোলার্ধর্ব সম্পর্কেই তথ্য জানা গিয়েছে। তা থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ভূপ্রাকৃতিক গঠন, তাতে জলভাগ (যদি কিছু থেকে থাকে), রুক্ষতা সম্পর্কে অনেকটা বিস্তারিত তথ্য তাঁরা জানতে পেরেছেন। চাঁদের গর্ভে কোন কোন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ, তাও স্পষ্ট হচ্ছে ধীরে ধীরে। সামগ্রিকভাবে চন্দ্রযান-২’র অরবিটার আগামীর চন্দ্রযান অভিযানের পরিকল্পনায় অনেকটা সাহায্য করবে বলেই মনে করছে বিজ্ঞানী মহল। বিশেষত এতদিন অন্ধকারে থাকা চন্দ্রমেরু এবার গবেষণার আলোয় আসবে।3IATLAS মহাকাশের এই ‘আগন্তুক ঘিরে কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে। এবার দেখা গেল তার ‘ক্লোজ আপ’ ছবি! গত অক্টোবরে মঙ্গলের কাছে থাকার সময় তার ছবি তুলেছে চিনা মঙ্গলযান তিয়ানওয়েন-১।গত ১ জুলাই 3IATLAS-এর সন্ধান মেলে প্রথমবার। তখনই বিজ্ঞানীরা জানান, এটি আসলে ইন্টারস্টেলার বস্তু। অর্থাৎ এর উস সৌরজগতের বাইরে কোথাও।

# এ ভাবেও বরফ হয়! ৩৪ হাজার হাতির ‘চাপ’ নিয়ে নয়া তত্ত্ব

১০ নভেম্বর ঃ তরল অবস্থায় জল। তাপমাত্রা কমিয়ে, চাপ বাড়ালে সেই জল রূপ বদলে হয়ে যায় বরফ। আবার সেই জলই উচ্চ তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। স্কুলে ভৌতবিজ্ঞান সহজে বুঝতে এই উদাহরণই দিয়ে থাকেন শিক্ষকরা। তবে উচ্চতর বিজ্ঞান বলছে, আরও একাধিক উপায়ে জল থেকে বরফ তৈরি হয়। তার মধ্যে অন্যতম অতি উচ্চচাপ। তার দৌলতে ঘরের তাপমাত্রাতেও জলকে বরফে পরিণত করা সম্ভব। এমনই নতুন এক পদ্ধতির হদিশ দিল কোরিয়ার গবেষকদল। কোরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড সায়েন্সের দাবি, এ এক অভূতপূর্ব ফলাফল!

পদার্থের রূপবদল নিয়ে কী এমন ম্যাজিক দেখিয়েছেন কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা? ঘরের তাপমাত্রায় যদি অত্যধিক চাপ বাড়িয়ে তোলা যায়, তাহলে নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে জল একেবারে কেলাসে পরিণত হয়। সেই চাপের পরিমাণ অন্তত ২ গিগা পাস্কাল। সহজভাবে বুঝতে হলে এক বর্গমিটার জায়গায় যদি ৩৪ হাজার হাতির পা পড়ে, তাহলে যতটা চাপ তৈরি হয়, ততটা চাপে জল বরফ হয়ে যাবে। কেলাসের রূপ কেমন হবে, তাও ঠিক করে দেবে চাপের পরিমাণ। এতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারলে জলের অণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশেরও অতিরিক্ত ঘনীভবন সম্ভব হয়। তার জেরে সু ন্দর কেলাসাকারের রূপ নেয়। কোরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড সায়েন্সের গবেষকন্দলের দাবি, জল থেকে বরফে পরিণত হওয়ার সাধারণ পদ্ধতিগুলোর তুলনায় এই অত্যধিক চাপ তৈরির বিষয়টি বেশ জটিল। এতে কেবল আয়তাকার বরফের টুকরোই তৈরি হবে। গবেষকদলের প্রধান ড. লি জিউন উ-র মতে, উচ্চচাপে ঘরের তাপমাত্রায় জলের অণুর কেলাসিত হওয়ার তত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণায় ক্ষেত্রে একটা বড় দিগন্ত খুলে দিল। আরেক গবেষক ড. লি ইউনের অনুমান, বৃহস্পতি ও শনির মতো বড় গ্রহে হয়ত এমন কেলাসিত অবস্থাতেই জলের অস্তিত্ব আছে। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে প্রাণের লক্ষ্মণও থাকবে। তাই নয়া তত্ত্ব শুধু ভৌতবিজ্ঞানেরই নয়, পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণাতেও নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠবে।

# ভাগলপুর থেকে উধনা বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১০ নভেম্বরঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, রেল কর্তৃপক্ষ ভাগলপুর থেকে উধনা পর্যন্ত একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ।

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

### নাম পরিবর্তন

আমি Mullick Abdul Hai পিতা Nader Box Mullick, vill-Purba-Radhanagar P.O-Ghole, P.S- Khanakul জেলা হুগলী প ঃ বঃ পিন নং ৭১২৪০১ স্থায়ী বাসিন্দা। আমার কিছু নথিতে ভুলবশত Mallik Abdul Hai পিত NHY Mallik হয়ে আছে। গত ৩০.১০.২০২৫ তারিখে (SL. NO 13845) এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Mullick Abdul Hai পিতা Nader Box Mullick হলাম। এখন থেকে Mullick Abdul Hai পিতা Nader Box Mullick এবং Mallik Abdul Hai পিতা NHY Mallik উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

### নাম পরিবর্তন

আমি Mahiruddin Mallick পিতা Samsuddin Mallick vill-Dhapdhara P.O-Ankri-Srirampur, থানা পুরশুড়া জেলা-হুগলী প ঃ বঃ পিন নং ৭১২৪০১ স্থায়ী বাসিন্দা। আমার কিছু নথিতে ভুলবশত Mahinuddin Mallik পিতা Samsuddin Mallik হয়ে আছে। গত ০৯.১০.২০২৫ তারিখে (SL. NO 13247) এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Mahiruddin Mallick পিতা Samsuddin Mallick হলাম। এখন থেকে Mahiruddin Mallick পিতা Samsuddin Mallick এবং Mahinuddin Mallik পিতা samsuddin Mallik উভয়েই একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

### Name Change

I, Shankar Sarkar (old name) son of Late Birendra Sarkar, residing at Kanyagar Colony, Kanya Nagar, Bishnupur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743398, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sankar Sarkar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/11/2025. Shankar Sarkar and Sankar Sarkar both are same and one identical person.

### Name Change

I, Barun Bijli (old name) s/o Badal Bijali, residing at vill-Khasramkar, P.S-Sagar, Dist-24 Parganas(south), Pin-743373, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Barun Bijali (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata on 10/11/2025. Barun Bijli (Old name) and Barun Bijali (New name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Badal Bijli (old name) s/o Late Nimai Bijali, residing at vill-Khasramkar, P.S-Sagar, Dist-24 Parganas(south), Pin-743373, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Badal Bijali (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata on 10/11/2025. Badal Bijli (Old name) and Badal Bijali (New name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Abul Kashem Khan (Old Name) S/O– Maheb Khan residing at Vill-Bahadurpur , PO-Fatepur , PS-Burwan , Murshidabad, West Bengal 742132 do hereby declared that I have changed my name from Abul Kashem Khan to Aabol Kasem Khan and henceforth I shall be known as Aabol Kasem Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/11/2025. My name Aabol Kasem Khan & Abul Kashem Khan both are same and one identical person.

### Name Change

I, Jerakat Sekh (Old Name) S/O- Khadu Sk Vill & PO-Sabitrinagar , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Jerakat Sekh to Jerafat Sk and henceforth I shall be known as Jerafat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/11/2025. My name Jerafat Sk & Jerakat Sekh both are same and one identical person.

### Name Change

I, Md Toslimuddin Biswas, my (correct name) Md Toslimuddin Biswas, S/O- Khademul Biswas, (recorded in my Aadhar card being no- 6694 1271 0759 and my pan card no- IMDPB5581C) residing at Vill-Hatgachha, P.O- Sundipur, P.S-Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin-742102. That wrongly name written as "Seikh Badal, S/O- Khadem" in my voter card being no- WB/09/062/606374 , & Badal Sk, S/O- Khademul Islam noted in my digital ration card no- RKSY-I 1208530008 and my name Toslimuddin Sk, S/O-Khademul Islam recorded in my land deed being no- I-1178 both are same and one identical Person declared by In The Court Of Sub-Divisional Executive 1 Class Magistrate Berhampore, Murshidabad dated on 04 Nov 2025

### Name Change

I, Yeadat Dhabak (Old Name) S/o Late Jobabar Dhabak Residing at Vill - Raghabkati Dakshinpara, P.o - Sarapul, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Yeadut Dhabak (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-11-2025. Yeadat Dhabak (Old Name) and Yeadut Dhabak (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Sahida Sekh (Old Name) D/o Taimur Ali Sk Residing at Vill - Katra Monoharpur, P.o - Shyambasurchak, P.s - Kulpi, District - South 24 Parganas, Pin - 743332, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahida Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-11-2025. Sahida Sekh (Old Name) and Sahida Bibi (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change

I , Mohammed Rafiqul Islam S/O- Saidul Islam @ Md Sydul Islam resident of Vill- West Balihatta, P.O.- Pandua, P.S.- Pandua, Dist- hooghly, West Bengal, PIN -712149, shall henceforth be known as ‘MD RAFIQUL ISLAM’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That Mohammed Rafiqul Islam and MD Rafiqul Islam both are same and one identical person.

### Name Change

I, SRIJITA DAS (Old Name) W/O SANTANU DEBNATH Residing at 58 Durganagar North Dum Dum, Nimta Jadu Bhatta Sarani, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SRIJITA DEBNATH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 13, Dated 10-11-2025. SRIJITA DAS (Old Name) and SRIJITA DEBNATH (New Name) both are same and identical person.

### Name Change

I, PRAMITA SARKAR (Old Name) W/O PRODYUT KISHORE SARKAR Residing at Flat-3A, Plot 164, Block-I, Baishnab Ghata Patuli Township, P.S.-Patuli, District - Kolkata, Pin - 700094, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PARAMITA SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 14, Dated 10-11-2025. PRAMITA SARKAR (Old Name) and PARAMITA SARKAR (New Name) both are same and identical person.

### Name Change

I, DULAL CH TIKADER (Old Name) S/O MANOHAR TIKADER Residing at Milannagar Muragachha, P.O.-Bagula, P.S.-Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as DULAL TIKADER (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 10-11-2025. DULAL CH TIKADER (Old Name) and DULAL TIKADER (New Name) both are same and identical person.

### Name Change

I, BABY DHAR (Old Name) W/O NEPAL DHAR Residing at 358/2, Swami Vivekananda Road, Champadali More, P.O.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BABY RANI DHAR (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 22, Dated 10-11-2025. BABY DHAR (Old Name) and BABY RANI DHAR (New Name) both are same and identical person.

### Name Change

I, MD MUSIRUDDIN(old name) S/O- HAZI PATU SK , residing at VILL-CHOTO CHANDGHAR PO-BARA CHAND GHAR PS-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 do hereby declare that, I have changed my name from MD MUSIR UDDIN (old name) to MUSHIR UDDIN SK (new name) and henceforth I shall be known as MUSHIR UDDIN SK (new name) in all purpose ,vide affidavit sworn before the notary public at domkal court dated no 31/10/2025. MUSHIR UDDIN SK ( new name) and MD MUSIRUDDIN ( old name ) both name are same and one identical person .

### Name Change

I, ARIF HOSSEN(old name) S/O- MD MUSIRUDDIN , residing at VILL-CHOTO CHANDGHAR PO-BARA CHAND GHAR PS-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 do hereby declare that, I have changed my name from ARIF HOSSEN (old name) to ARIF HOSSAIN (new name) and henceforth I shall be known as ARIF HOSSAIN(new name) in all purpose ,vide affidavit sworn before the notary public at domkal court dated no 31/10/2025. ARIF HOSSAIN( new name) and ARIF HOSSEN ( old name ) both name are same and one identical person .

### Name Change

I,AMJAD ALI (old name) S/O- ISMAIL SARKAR , residing at VILL-GOLJARBAG PO& PS-JIAGANJ DIST-MURSHIDABAD PIN-742123 do hereby declare that, I have changed my name from AMJAD ALI (OLD NAME) to MD AMZAD ALI (new name) and henceforth I shall be known as MD AMZAD ALI (NEW NAME) in all purpose ,vide affidavit sworn before the Notary Public at Domkal court 10/11/2025. MD AMZAD ALI ( NEW NAME) and AMJAD ALI ( OLD NAME) both name are same and one identical person.

### Name Change

I,SAHAJAHAN SEIKH(old name) S/O- SHOBHAN SEKH , residing at NAWDAPARA PO-GOALJAN PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742405 do hereby declare that, I have changed my name from SAHAJAHAN SEIKH (OLD NAME) to SAJAHAN SK (new name) and henceforth I shall be known as SAJAHAN SK (NEW NAME) in all purpose ,vide affidavit sworn before the Notary Public at Domkal court 10/11/2025. SAJAHAN SK( NEW NAME) and SAHAJAHAN SEIKH ( OLD NAME) both name are same and one identical person .

### Name Change

I,SUVAN SEIKH&SHOVAN SK(old name) S/O- RAKIB SEKH , residing at NAWDAPARA PO-GOALJAN PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742187 do hereby declare that, I have changed my name from SUVAN SEIKH&SHOVAN SK (OLD NAME) to SHOBHAN SEKH (new name) and henceforth I shall be known as SHOBHAN SEKH(NEW NAME) in all purpose ,vide affidavit sworn before the Notary Public at Domkal court 10/11/2025. SHOBHAN SEKH ( NEW NAME) and SUVAN SEIKH&SHOVAN SK ( OLD NAME) both name are same and one identical person .

### Name Change

I,KANCHAN DE BHOWMICK&KANCHAN BHOWMICK (old name) W/O- ASIT BHOWMICK , residing at MUNICIPAL STADIUM ROAD PO & PS-SANTIPUR DIST-NADIA PIN-741404 do hereby declare that, I have changed my name from KANCHAN DE BHOWMICK & KANCHAN BHOWMICK (old name) to KANCHAN DEY BHOWMICK (new name) and henceforth I shall be known as KANCHAN DEY BHOWMICK(new name) in all purpose ,vide affidavit sworn before the court OF LD.JUDICIAL MAGISTRATE(1ST CLASS)AT RANAGHAT NADIA DT-04/08/2025. KANCHAN DEY BHOWMICK ( new name) and KANCHAN DE BHOWMICK&KANCHAN BHOWMICK ( old name ) both name are same and one identical person .

### Name Change

I,MUKTA DAS&MUKTA DEY(old name) W/O- SOUMEN DEY , residing at BABLA ROAD,PABNA COLONY PO& PS-SANTIPUR DIST-NADIA PIN-741404 do hereby declare that, I have changed my name from MUKTA DAS&MUKTA DEY (old name) to MUKTA DEY DAS (new name) and henceforth I shall be known as MUKTA DEY DAS (new name) in all purpose ,vide affidavit sworn before the court of LD.JUDICIAL MAGISTRATE(1ST CLASS)AT RANAGHAT NADIA DT-04/08/2025. MUKTA DEY DAS ( new name) and MUKTA DAS&MUKTA DEY ( old name ) both name are same and one identical person .

### Name Change

I,RITA MAZUMDER (OLD NAME) W/O PRADIP KUMAR MAZUMDAR, RESIDING AT, 6/1/1/H/1 ,DR.S .C. BANERJEE ROAD, K.G.BOSE SARANI, P.S- BELIAGHATA, KOLKATA– 00085 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITA MAZUMDAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 02/09/2025 , RITA MAZUMDAR (NEW NAME) AND RITA MAZUMDER (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

### Name Change

I, ANUSUYA MAZUMDER (OLD NAME) D/O PRADIP KUMAR MAZUMDAR, RESIDING AT, 6/1/1/H/1 ,DR.S.C. BANERJEE ROAD, K.G.BOSE SARANI, P.S-BELIAGHATA, KOLKATA – 700085 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUSUYA MAZUMDAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , , DATED 02/09/2025 , ANUSUYA MAZUMDAR (NEW NAME) AND ANUSUYA MAZUMDER (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

### Name Change

I PRADIP KUMAR MAZUMDER (OLD NAME) S/O LATE DEBENDRA CHANDRA MAZUMDAR, RESIDING AT, 6/1/1/H/1 ,DR.S.C. BANERJEE ROAD , K.G.BOSE SARANI , P.S - BELIAGHATA, KOLKATA – 700085 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR MAZUMDAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 02/09/2025 , PRADIP KUMAR MAZUMDAR (NEW NAME) AND PRADIP KUMAR MAZUMDER (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

### Name Change

I, TAJMINAR KHATUN (OLD NAME) W/O SAHA ALAM SARDAR, RESIDING AT, VILL – NARAYANPUR , P.O – B.NARAYANPUR , P.S – BHANGAR , S.24.PGS. - 743502, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAJMINA BIBI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 7/11/2025 , TAJMINA BIBI (NEW NAME) AND TAJMINAR KHATUN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

### Name Change

I SRAVASTI GUHA THAJURTA daughter of BRAJENDRA KUMAR GUHA THAKURTA, wife of PINAKPANI PAL and mother of AYSHAN PAL residing at 116 VIVEKANANDA ROAD, BEADON STREET S.O., DISTRICT KOLKATA, STATE WEST BENGAL, PIN CODE 700006, shall also be known as SRAVASTI GUHA THAKURTA (PAL) and SRAVASTI PAL affidavit dated 04/11/2025.

### Name Change

I, Gulab Shaw S/O- Chhedilal Shaw, resident of Ward No-1, Lakhipurmath, P.O.+ P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, that my father name is wrongly written as ‘Chedi Shaw and Chedilal Shaw’ in my Passport And Voter Card, but actual/correct Name is ‘CHHEDILAL SHAW’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 13/10/2025. I declare that Chedi Shaw and Chedilal Shaw and Chhedilal Shaw all are same and one identical person.

### Name Change

I , SK Nasiruddin S/O- SK Alauddin @ Sekh Alauddin @ Alauddin Sekh resident of Mondal Para, Shaktigarh, P.O.- Shaktigarh, P.S.- Shaktigarh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713149, shall henceforth be known as ‘SEKH NASIRUDDIN’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That SK Nasiruddin and Sekh Nasiruddin both are same and one identical person.

### Name Change

I, Moiz Abbas Bhai Johar (Old Name) S/o Abbasbhai Akbarrally Residing at La Casa Greens, 9th Floor, FL- 9A, 9 Convent Road, Vtc+P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Moiz Abbasbhai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 118/2025 Dated 10-11-2025. Moiz Abbas Bhai Johar (Old Name) and Moiz Abbasbhai (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Malbika Banerjee (Old Name) ( Dob-10.07.1963 as per Passport) W/o Tarun Kumar Banerjee Residing at 231/20, M.G Road, Chak Thakurani, District - South 24 Parganas, Pin - 700104, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Malabika Banerjee (New Name) (Dob-01.01.1959 as per Aadhar, Pan, Voter) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 116/2025 Dated 10-11-2025. Malbika Banerjee (Old Name) and Malabika Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Nisrin alias Nisrin Moiz Johar (Old Name) W/o Moiz Abbas Bhai Residing at La Casa Greens 9th Floor FL No. 9A, 9 Convent Road, Entally, Vtc+P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Nisrin Mohammed Bhai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 117/2025 Dated 10-11-2025. Nisrin, Nisrin Moiz Johar (Old Name) and Nisrin Mohammed Bhai (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Serina Islam (Old Name) W/o Md Mominul Islam Residing at Vill - Narasinghapur, P.o - Chhotojagulia, P.s - Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743294, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Serina Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-11-2025. Serina Islam (Old Name) and Serina Bibi (New Name) both are same and one identical person.

### Name Change

I, Adil Qamar son of Md.Qamruzzaman(Father) and Shabana Parveen(Mother) residing at 73,Metcalf Street,P.S – Bowbazar,P.O – Dharamtala,Circus Avenue,Kolkata - 700013,West Bengal.That in my Aadhaar Card my father’s name is recorded as Md.Qamruzzama(Old Name) & have changed my father’s name and shall henceforth be known as Md.Qamruzzaman(New Name) as declare before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 27.10.2025.and in my birth Certificate my mother’s name is recorded as Shabana Khatoon(Old Name) have changed my mother’s name and shall henceforth be known as Shabana Parveen (New Name) as declare before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 27.10.2025.That Md.Qamruzzama(Old Name) & Md.Qamruzzaman(New Name) and Shabana Khatoon(Old Name) & Shabana Parveen (New Name) both are same and identical person.

### Name Change

I SK ABDUL RASID son of Late SK ABDUL GAFAR(Old name) residing at Chhoto Sijua PO-Routara PS- Salboni Dist-Paschim Medinipur Pin-721147 West Bengal) has changed my father's name will be henceforth be known as SK ABDUL GAFFAR (new name) at Notary Public Howrah court West bengal affidavit dated 28/04/2025. SK ABDUL GAFAR (old name) and SK ABDUL GAFFAR (new name) are same and Identical person.

### নাম পরিবর্তন

আমি মানসী হাজরা, পিতা- প্রয়াত বাণেশ্বর হাজরা, মাতা- শ্রীমতী মিনতি হাজরা, বর্তমান বাসস্থান, ৩৩, ফকিরপাড়া রোড, পোঃ- বেহালা, থানাঃ - পর্ণশ্রী, কোলকাতা-৭০০০৩৪,এই মর্মে জানাতে চাই যে মানসী হাজরা, মানসী দে ও মানসী হাজরা(দে) একই ব্যক্তি। (কোলকাতা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে হলফনামা নংঃ ৬৭,তারিখ ০১.০৮.২০২৩)

# চন্দ্রমল্লিকা চাষে চাষীরা বেছে নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! বাড়তি লাভের আশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ১০ নভেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের খ্যাতি ফুল চাষে।

এই খ্যাতি শুধু রাজ্যে নয়, রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশে বিদেশে পাঁশকুড়ার চন্দ্রমল্লিকা ফুল খ্যাতি লাভ করেছে। ফুল চাষকে কেন্দ্র করে একদিকে চাষীদের আর্থিক রোজগার, অন্যদিকে পর্যটন, দু'ই সম্ভব হয়েছে পাঁশকুড়ায়। পাঁশকুড়ায় মূলতঃ চাষ হয় চন্দ্রমল্লিকা ফুলের। মাঠের পর মাঠ চন্দ্রমল্লিকা ফুলে ভরে ওঠে। পাঁশকুড়ার চাষীদের আর্থিক নিরাপত্তা দেয় এই চন্দ্রমল্লিকা চাষ। আয় বাড়াতে চন্দ্রমল্লিকা চাষে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে পাঁশকুড়ার ফুল চাষিরা কৃত্রিম আলোয় হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকা চাষ। দূর থেকে দেখলে মনে হবে মাঠের উপর মাঠে বসেছে মেলা। চন্দ্রমল্লিকা চাষে এক নম্বরে রয়েছে পাঁশকুড়া। পাঁশকুড়ার পৌর এলাকা ও পাঁশকুড়ার গ্রামীণ এলাকার কৃষি জমিতে শীতের সময় অধিক পরিমাণে চাষ হয় চন্দ্রমল্লিকার। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার নস্করদিঘী জানাবাড় উত্তরপলসা টোকারা সহ একাধিক এলাকায় শীতকালীন ফুল হিসেবে চন্দ্রমল্লিকা চাষ পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়। হলুদ চন্দ্রমল্লিকা জিরাট বা সাদা মল্লিকা চাষ করে ফুল চাষীরা। শুধু জল বা সার দিয়ে এই ফুলের চাষ হয় না, তার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিদ্যুতের ল্যাম্প জ্বেলে রাখে ফুল চাষের ক্ষেতে। এই পদ্ধতিতে রাতের বেলায় চারা গাছকে বড় করে তোলা হয়। সঠিক সময়ে গাছের গ্রোথ আনার জন্যই বিদ্যুতের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। চন্দ্রমল্লিকা গাছকে লম্বায় বড় করার জন্য রাতের বেলায় সাদা বৈদ্যুতিকের আলো ফুলের ক্ষেতে জেলে রাখেন চাষীরা। কারণ গাছ না বেড়ে উঠলে পর্যাপ্ত ফুল পাওয়া যায় না গাছ থেকে। রাতে আলো জ্বেলে না রাখলে গাছের বৃদ্ধি হয় না। আর ছোট গাছে খুব তাড়াতাড়ি ফুল ফোটা শুরু হয়ে যায়। যা বাণিজ্যিক ফুল চাষের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। চাষীরা সঠিক সময় এর থেকে অধিক পরিমাণ ফুল পাওয়ার জন্যই চন্দ্রমল্লিকা চাষের জমিতে রাতেরবেলা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে জ্বেলে গাছ ধীরে ধীরে বড় করে তোলে। এই বিষয়ে এক চাষী জানান, কৃত্রিম আলোয় গাছ বড় হয়ে ওঠে। ফলে অধিক পরিমাণে ফুল পাওয়া যায়। তাই রাতের বেলা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়। পাঁশকুড়ায় ফুল ফুটলেই চাষীদের ঘরে ভাত ফুটে ওঠে। এই চন্দ্রমল্লিকা ফুল চাষের পিছনে বিঘা প্রতি প্রায় ৩-৪ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করেন চাষীরা। ফুল ফোটার পর এই চন্দ্রমল্লিকা দেশে বিদেশে রফতানি করা হয়। সেখানে চাষীরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে থাকেন। মল্লিকা চাষে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় তাতে ইলেকট্রিক বিলও দিতে হয় চাষীদের। বিশেষভাবে সাদা রংয়ের বাল্ব জ্বলতে দেখা যায় মাঠের পর মাঠ চাষের জমিতে। রাতে দেখলে মনে হয় এ যেন এক চাষের মেলা।

# জয়গাঁ থেকে কলকাতা পর্যন্ত শুরু হলো অত্যাধুনিক এসি ভলভো বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালচিনি, ১০ নভেম্বর ঃ জয়গাঁ থেকে কলকাতা যাওয়া হল সহজ। এমনকি ডুয়ার্স এলাকার পর্যটন কেন্দ্রগুলি এক নজরে এই যাত্রাপথে দেখে নিতে পারবেন আপনি। এবারে ভলভো বাসে চেপে জয়গাঁ থেকে কলকাতা যেতে পারবেন আপনি। এমন আরামদায়ক যাত্রা এই প্রথমবার উপভোগ করতে পারবেন আপনি। শুরু হয়ে গেছে এসি ভলভো বাস পরিষেবা। ডুয়ার্সের বুক চিরে চলবে এই অত্যাধুনিক ভলভো বাস। স্লিপার, বায়ো টয়লেট, শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাস এটি। ভারত ভুটান সীমান্ত শহর জয়গাঁ থেকে বিকেল ৪টার সময় ছাড়বে এই বাস। জলদাপাড়ায় - ৪.৩০, বীরপাড়া বাইপাস - ৪.৫০, নাগরাকাটা - ৫.৩০, চালসা - ৫.৫০, লাটাগুড়ি - ৬.৩০, ময়নাগুড়ি - ৬.৫০ তারপর শিলিগুড়ি বাইপাস নৌকা ঘাট হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে চলে যাবে বাসটি। ডুয়ার্স পর্যটনের ক্ষেত্রে এই বাস আলোড়ন ফেলে দেবে বলে দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এরপর পর্যটকদের সুবিধার্থে নতুন কিছু স্টপেজ সংযোগ করা হবে বলে জানা গেছে। ৩৬টি সিট রয়েছে বাসে। জয়গাঁ থেকে কলকাতার ভাড়া ২০০০ টাকা। সমস্ত টিকিট অনলাইন বুকিং-এর মাধ্যমে মিলবে। যারা নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি জংশন থেকে পকেটের টাকা বেশি খরচ করে গাড়ি ভাড়া করে ডুয়ার্স ঘুরতে আসতেন। এবারে তারা নৌকাঘাট মোড়ে এলেই এই বাস ধরতে পারবেন। এই বাসে একবার চড়ে গেলে আর চিন্তা নেই। শিশুদের বাসেই খাওয়া। ৫ বছরের নিচের শিশুদের টিকিটের টাকা লাগবে না। পর্যটন বিশেষজ্ঞ সম্রাট সান্যাল জানান, শিলিগুড়ির পর আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ থেকে এই অত্যাধুনিক বাস পরিষেবা চালু হল। ভুটানে যেমন পর্যটকরা আসবেন তেমন ডুয়ার্স এলাকাতেও পর্যটক আসবেন। ট্রেন টিকিটের চিন্তা দূর হবে পর্যটকদের।

# পুর পরিষেবায় স্থবিরতা? দেড় বছর ধরে খালি বালুরঘাটের ভাইস চেয়ারম্যান পদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১০ নভেম্বর ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক স্তরে রদবদলের পথে হাঁটছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। লোকসভা ভোট ও পরবর্তী সময়ে দলের পারফরম্যান্সের নিরিখে একাধিক জায়গায় মুখ বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে তৃণমূল শিবির সূত্রে। তবে বালুরঘাট পুরসভায় এখনও তার প্রভাব পড়েনি। লক্ষণীয়ভাবে দেড় বছর ধরে ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি ফাঁকা রয়েছে, এবং এই রদবদলের মধ্যেও সেই পদে কাউকে বসানো হয়নি। কেন এতদিন ধরে পদটি খালি রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের অন্দরেই। দলের একাংশের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে অভ্যন্তরীণ কোন্দল যাতে না বাড়ে, সেজন্যই এই পদটি আপাতত শূন্য রাখা হয়েছে। পুর ভোটের প্রায় এক বছর পর '২৩-এর এপ্রিল মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দণ্ডিকাণ্ডে ভাইস চেয়ারম্যান পদ হারাতে হয়েছিল ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি শংকর চক্রবর্তীর পুত্রবধূ প্রদীপ্তা পরবর্তীতে ক্লিনচিট পেলেও, তাকে আর পুনর্বহাল করা হয়নি। বালুরঘাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে অন্য কোনও কাউন্সিলারকেও নিয়ে আসা হয়নি। ফলে প্রায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে পদটি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি রদবদল প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় জেলার অনেকে তৃণমূল নেতার ধারণা ছিল, এবার শূন্যস্থান পূরণ হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বালুরঘাট শহরে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল চরম পর্যায়ে থাকায় ভাইস চেয়ারম্যান পদ নিয়ে জেলা বা রাজ্য নেতৃত্ব, সাহসী কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না বলে মনে করছেন অনেকে। অপসারিত হওয়ার আগে প্রদীপ্তার হাতে সম্পত্তি কর সহ বিভিন্ন করের দায়িত্ব ছিল। ওই দায়িত্ব এখন সামলাচ্ছেন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। চেয়ারম্যানের কাঁধে বিস্তর দায়িত্ব থাকায় তার প্রভাব পুর পরিষেবার ক্ষেত্রে পড়ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। বিজেপির শহর সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত বলেন, 'চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের পদ মানেই তৃণমূলের কাছে পয়সা চুরির পদ। তাই পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দল। পদে মন্ত্রী গোষ্ঠীর কাউন্সিলার বসবে, নাকি মন্ত্রী বিরোধী গোষ্ঠীর কেউ, তা নিয়েই ওদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তাই ভাইস চেয়ারম্যানের পদ ফাঁকা। দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ।' আরএসপি নেতা প্রলয় ঘোষ বলেন, 'এই চেয়ারম্যান হয়তো একাই রাজত্ব করতে চান। তাই ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি। চেয়ারম্যান একাই সব দায়িত্ব সামলানোয়, তার প্রভাব পড়ছে নাগরিক পরিষেবায়।'

# পণের দাবিতে নির্যাতনের শিকার, আত্মঘাতী গৃহবধূ - স্বামী ও শাশুড়ি গ্রেফতার

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১০ নভেম্বর ঃ বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চলছিল চাপ, সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। শেষমেশ সেই অত্যাচারের শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন এক গৃহবধূ। ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত গৃহবধূর নাম পাপিয়া দাস (২৩)। বাড়ি পূর্বস্থলী-২ ব্লকের কালেখাতলা-১ পঞ্চায়েতের হৃষি এলাকায়। দেড় বছর আগে তাঁর বিয়ে হয় মুরাগাছার বাসিন্দা বিশ্বজিত দাসের সঙ্গে। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে পাপিয়ার ওপর চলত

নানান অত্যাচার।গতকাল সেই নির্যাতনের চরম পর্যায়ে পৌঁছায় বলে অভিযোগ। তীব্র অশান্তির জেরে শ্বশুরবাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন পাপিয়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বামী বিশ্বজিত দাস ও শাশুড়ি সেবিকা দাসকে গ্রেফতার করেছে। এদিন সোমবার অভিযুক্ত দু'জনকে কালনা আদালতে তোলা হবে পুলিশ তাদের পাঁচ দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে বলে থানার সূত্রে জানা গেছে।

# গ্যারেজে রাখা চারচাকা গাড়ি হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, মেদিনীপুরে আবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

অশোক দাস, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ নভেম্বর ঃ আচমকাই গ্যারেজে আগুন, জ্বলে গেল লক্ষ টাকার গাড়ি। রবিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। কালীপুজোর পরেই পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার কালীমন্দির স্থিত একটি দোকানে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায় পুরো দোকান। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বেলদা কেশিয়াড়ি মোড় রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ির গ্যারেজে রাখা প্রাইভেট গাড়িতে হঠাৎই আগুন লাগল। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। মুহূর্তে ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা, ছুটে আসেন স্থানীয়রা। প্রাথমিকভাবে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা হলেও পরে বেলদা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে বেশ অনেকক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আচমকাই বেলদা কেশিয়াড়ি মোড় রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় কানু দে'র বাড়ির গ্যারেজে রাখা একটি প্রাইভেট গাড়িতে আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গাড়ির প্রায় অনেকটা অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পাশেই আবার ছিল বড় কাপড়ের গুদাম। স্থানীয়রা আগুন এবং কালো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন। পরে বেশ খানিকক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গাড়ির কোনও ত্রুটি থেকেই এই আগুন লেগেছে। প্রসঙ্গত, কালীপুজোর পরে বেলদা কালীমন্দির স্থিত একটি পুজোর সামগ্রী রাখার দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এবার একটি প্রাইভেট গাড়িতে আগুন লাগল। বাড়ির মধ্যেই জ্বলতে থাকে গাড়িটি। পাশেই বড় কাপড়ের গোডাউন থাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় চারিদিক। স্থানীয়রা এবং বেলদা থানার পুলিশ বালতি বালতি জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে গাড়িটি জ্বলতে থাকে। গাড়ির প্রায় সামনের অংশ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন হাওড়া জেলার উদ্যোগে সাংগঠনিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হলো বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে। প্রায় ৩০০ জন সদস্য এই শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদক ফাল্গুনী চক্রবর্তী। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন হাওড়া জেলার সম্পাদক পলাশ মান্না, আয়োজক বালি জগাছা ব্লকের সম্পাদক সুরজিত ভট্টাচার্য, সুকুমার নস্কর, অপূর্ব দত্ত প্রমুখ।-সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়া

# ট্রাক ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ নভেম্বর ঃ পুরাতন মালদায় সোমবার ভোরে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন। পুরাতন মালদা বাইপাসের কাছে ছোটুসাজাপুর এলাকায় একটি ট্রাক ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ফারাক্কা থেকে গাজোলগামী একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে চলার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে ট্রাকের চালক ও সহকারী ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি গাড়িই আটক করে। দুর্ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ ছিল, তবে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের কারণে তা স্বাভাবিক হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অটোম্যাটিক ফায়ার এলার্ম এণ্ড ডিটেকশন সিষ্টেমের মেরামত এবং পুনরুদ্ধার

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-১৬-এলএমজি-২০২৫-২৬-আরটি তারিখঃ ০৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের অটোম্যাটিক ফায়ার এলার্ম এণ্ড ডিটেকশন সিষ্টেমের মেরামত এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সুরক্ষার বৃদ্ধি। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮৮,০৫,৬১৪.৪০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ১,৭৬,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই/লামডিং
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪৪_ ২০২৫/কে/৯৬৮ তারিখঃ ০৫-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা.** ৪৪_২০২৫। **কাজের নামঃ** যান্ত্রিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "শিলিগুড়ি জংশনের ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়িতে ভারতীয় রেলওয়ের বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের হেতু সুবিধার সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।" **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৩,৯৯,২৭৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,০৮,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

# প্রচুর চাহিদা, মহিলাদের তৈরি বড়ি চলে যাচ্ছে বিদেশে! আয় হচ্ছে অনেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১০ নভেম্বর ঃ ডালের বড়ি উত্তরবঙ্গ থেকে দেশ-বিদেশে ছড়াচ্ছে স্বাদের আভাস! শীতের হালকা রোদে উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কাপড়। তার ওপর সারি সারি গোল, ডিম্বাকৃতি আর চ্যাপ্টা ছোট- বড় ডালের বড়ি। দৃশ্যটা যেন উৎসবের মতো। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের সাহা পাড়া, পাশাপাশি আরও কয়েকটি পাড়ায় সকাল বেলা থেকেই ব্যস্ততা তুঙ্গে। বাড়ির মহিলারা ঘুম ভাঙতেই বসে পড়েন ডাল বাটার কাজে। শীত নামলেই যে এখানে শুরু হয় 'বড়ি মরশুম'। শোনা যায়, এই বড়ি শুধু উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গেই নয়, পৌঁছে যায় দেশের সীমানা পার করে বিদেশেও। অরুণাচল প্রদেশ, শিলচর, ত্রিপুরা, আসামের বাজারেও ময়নাগুড়ির ডালের বড়ির চাহিদা দীর্ঘদিনের। এমনকি অনলাইনের মাধ্যমেও এখন অনেকেই অর্ডার দিচ্ছেন। এছাড়াও চিন থেকে শুরু করে অন্যান্য দেশেও নাকি পৌঁছে যায় এই বড়ি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, শুধু স্বাদ নয়, এখানকার বড়ির বৈশিষ্ট্য এর হাতের ছোঁয়ায়। বাড়ির মহিলারাই মূল কারিগর। কেউ কেউ এখন আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নিলেও, বেশিরভাগ বড়ি এখনও তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ডাল ভিজিয়ে, বেটে, মশলা মিশিয়ে হাতে গড়া আকারে। আশ্বিনের শেষে পুজো কাটতেই বাতাসে হিমের পরশ লাগলে শুরু হয় এই বড়ি দেওয়া। রোদে শুকিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয় শীতের বিশেষ ভুরিভোজের সঙ্গী। হাজার হাজার কেজি মুগ ডাল, মাসকলাই, ছোলা, এমনকি মিশ্র ডাল বেঁটে তৈরি হয় বড়ি। এককেটির স্বাদ একেক রকম। ভাতের সঙ্গে বড়ি ভাজা, বড়ি চচ্চড়ি, লাউ বড়ি বা আলু বড়ি তরকারি বাঙালি রান্নাঘরে বড়ির কদর চিরন্তন। এই বড়ি তৈরি আয়ের উৎস তো বটেই, এটি এখানে এক ধরনের সামাজিক মিলনমেলা।

# দুষ্কৃতী হামলার প্রতিবাদে নবদ্বীপে পথ অবরোধ, পুলিশি অভিযানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১০ নভেম্বর ঃ নবদ্বীপ থানার মহেশগঞ্জ এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, একটি বাইক সারানোর পর পারিশ্রমিক না দেওয়ার কারণে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে গ্যারাজ মালিক বিশ্বজিত দেবনাথকে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে। অভিযোগ অনুযায়ী, তারা গ্যারাজ ও আশেপাশের একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং ধারাল অস্ত্র দিয়ে মালিককে কোপ দেয়, ব্যাপক মারধর করে। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা পথ অবরোধ করলে পুলিশ সেই অবরোধ তুলে দিতে গিয়ে বচসায় জড়ায়। অভিযোগ, পুলিশের দিকে ইটও ছোঁড়া হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মহেশগঞ্জ কালীতলা মোড় এলাকায় একটি গ্যারেজ রয়েছে বিশ্বজিত দেবনাথ নামক এক ব্যক্তির। অভিযোগ, সম্প্রতি বিপ্রনগর স্কুল মাঠপাড়ার বাসিন্দা মিঠুন দেবনাথ ওই গ্যারাজে বাইক সারাই করিয়েছিলেন। সেই সারাই বাবদ ১৭০০ টাকা চাওয়া হয়েছিল। এদিন সকালে ওই টাকা চাইলে গ্যারাজ মালিকের সঙ্গে মিঠুন দেবনাথের বচসা হয়! অভিযোগ, এরপরই সাহেব ওরফে বিশ্বজিত হালদার নামে দুষ্কৃতীর নেতৃত্বে একটি দল ওই গ্যারাজ ও এলাকার একাধিক বাড়ি অবাধে ভাঙচুর চালায়। ওই গ্যারাজ মালিককেও বেধড়ক মারধর ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারা হয়! ওই ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বিকেলে গ্রামবাসীরা নবদ্বীপ ঘাট-কাশ্মীরনগর রোড অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা হয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটবৃষ্টি করা হয়। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশি অভিযানে দু'জনকে আটক করা হয়। পরে পুলিশ বিশাল বাহিনী দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে হামলায় জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেয়। এরপর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

# মাদক সহ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১০ নভেম্বর ঃ গাঁজা সহ এক যুবক গ্রেফতার হল বহরমপুরে। রবিবার গভীর রাতে বহরমপুরের মোহনা বাস টার্মিনাস চত্বরের ঘটনা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম প্রকাশ রায়। তার বাড়ি বহরমপুর শহর লাগোয়া মুর্শিদাবাদ থানার আমানিগঞ্জ চর এলাকায়। তার কাছ থেকে ২৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত প্রকাশ শিলিগুড়ি থেকে ওই গাঁজা নিয়ে বহরমপুরে আসছিল। এখানে আমানিগঞ্জ চরেরই এক জনকে দেওয়ার কথা ছিল। তার আগেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কে বা কারা যুক্ত, কোনও চক্র জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমি অনুরাধা সাউ স্বামী রামবাবু সাউ ২০১৭ সালে আমোক্তার বলে শ্রী রামবাবু সাউ পিতা সীতারাম সাউ এর নিকট হইতে ০৫০১০০৫৫৫ নং আমোক্তারনামা পাওয়ার বলে জগন্নাথ সাঁতরার নিকট হইতে খরিদ করেন। যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহলে বালি- জগাছা, বি এল এন্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- দঃ বাকসাড়া, জে. এল. ৮, এল. আর দাগ ৩৬, এল. আর. খতিয়ান - ২৩২৩, পরিমান - ০২ কাঠা ৩ ছটাক ৩২ বঃফুঃ।

**TARAKESWAR MUNICIPALITY**

**e-Tender Notice**

The Chairman, Tarakeswar Municipality published corrigendum for Time Extension of e-tender for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

| Sl. No. | Tender for | e-Bid submission Start Date | Technical Bid Opening date |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_MAD_927618_1 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 2. | 2025_MAD_927618_2 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 3. | 2025_MAD_927618_3 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 4. | 2025_MAD_928003_1 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 5. | 2025_MAD_928003_2 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 6. | 2025_MAD_928003_3 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 7. | 2025_MAD_928003_4 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 8. | 2025_MAD_928316_1 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 9. | 2025_MAD_928316_2 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

The Chairman, Tarakeswar Municipality published corrigendum for Time Extension of Quotation Notice for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

| Sl. No | Tender for | Bid submission end date | Technical Bid Opening date |
|---|---|---|---|
| **Tender Notice No. TM/PW/APAS/248/01 Dated 18.10.2025** | | | |
| 1 | APAS/01/198/248/0003 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 2 | APAS/01/198/248/0008 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| 3 | APAS/01/198/248/0009 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |
| **Tender Notice No. TM/PW/APAS/267/02 Dated 18.10.2025** | | | |
| 4 | APAS/01/198/267/0009 | 04.12.2025 | 06.12.2025 |

Details information will be available from the Tarakeswar Municipal Office

**Chairman**
**Tarakeswar Municipality**

# ২০০২ ভোটার তালিকায় নাম নেই, 'এসআইআর আতঙ্কে' বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১০ নভেম্বর ঃ এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে আবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। মৃত ব্যক্তি শ্যামল কুমার সাহা (৭০), নদীয়ার তাহেরপুর থানার কালীনারায়নপুর-পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণচকপুর মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এসআইআর ঘোষণার পর থেকে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং প্রায় খাবার-দাবারও এড়িয়ে চলতেন। এদিন সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। শ্যামল কুমার সাহা পরিবারের রোজগারের অন্যতম ভরসা ছিলেন। মৃত্যুতে পরিবার একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও পঞ্চায়েত সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। বঙ্গে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই একের পর এক মৃত্যুর অভিযোগ। যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এর মধ্যেই বাংলায় আবারও মৃত্যুর অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের যোগ থাকলেও প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে ভারতেই বসবাস করছেন শ্যামল কুমার সাহা। সমস্ত বৈধ নথি, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, এমনকী বাড়ির দলিলও রয়েছে বলে দাবি। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না বলে দাবি। আর তাই এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই শ্যামল কুমার সাহা আতঙ্ক এবং উদ্বেগে ছিলেন বলে দাবি পরিবারের। তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, প্রায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সবসময় চিন্তায় থাকতেন। শেষ পর্যন্ত আতঙ্কেই মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি। অন্যদিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী বলেন, ওনার ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। পরবর্তীকালে নাম তোলা হয়। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সব আছে। কিন্তু সারাদিন চিন্তায় থাকতেন। বারবার বুঝিয়ে দেওয়ার পরও কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি করেছেন ওই ব্যক্তি। শ্যামলবাবুর পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই বউমা রয়েছেন। তাঁর দুই ছেলেই বাইরে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তাই পরিবারের অন্যতম রোজগারের ভরসা ছিলেন শ্যামল কুমার সাহা। তিনি বিভিন্ন জায়গায় শীতের পোশাকও বিক্রি করতেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুতে পরিবার একেবারে অথৈ জলে পড়েছে।

# অফিসের মধ্যেই প্রাক্তন প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যার অশ্লীল কার্যকলাপ, ভাইরাল ভিডিও

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ নভেম্বর ঃ পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা এবং ওই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যে চলছে লীলা খেলা । আর সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের দৃশ্য (যার সত্যতা আমরা যাচাই করিনি) সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে গেছে এলাকা জুড়ে । ঘটনাটি ঘটেছে ফরাক্কা বিধানসভার অন্তর্গত গাজিনগর -মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, গাজিনগর মালঞ্চা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা ওই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান উত্তম সাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাচ্ছেন পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্যা জাসমিন খাতুন। মুহূর্তেই একাধিক আইডি থেকে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে ঘটা এই অশ্লীল ভিডিও দেখে নিন্দার ঝড় তুলেছেন নেটিজেনরা। যদিও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের এই ভিডিও কবেকার তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল নেতারা। যদিও এই ভিডিও কে বা কারা তুলেছেন তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হতেই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যা জাসমিন খাতুন এবং প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম সাহা দু'জনেই। যদিও তাঁরা এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে রাজি হননি ।

# বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধা-সহ মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর ঃ বেসরকারি বাসের ধাক্কায় এক বৃদ্ধা-সহ দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও একজন। সোমবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শীতগ্রাম হাই স্কুলের সামনে, ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বৃদ্ধার নাম মারিজান খাতুন, তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর। আরেকজনের নাম মর্জিনা খাতুন (৪২)। তাঁদের বাড়ি স্থানীয় শিয়ালতোরে। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন রেজা খাতুন নামে আরেক মহিলা। তিনি মর্জিনার মা। এই দুর্ঘটনার পরে উত্তেজিত জনতা শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জগামী ওই বেসরকারি বাস ও ওই রুটের আরেকটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালায়। জাতীয় সড়ক বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শোকের ছায়া নেমেছে পরিবার সহ এলাকাজুড়ে। অসুবিধার মধ্যে পড়েন অন্যান্য যাত্রীরা।

# মুর্শিদাবাদ স্টেডিয়ামকে নতুন রূপ দিতে এগিয়ে এলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ স্টেডিয়ামকে নতুন রূপ দিতে এগিয়ে এলেন জেলাশাসক। মুর্শিদাবাদ জেলার নবাগত জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বহরমপুর স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন। তিনি জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা ও কোচ, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেন। আশ্বাস দেন পরিকাঠামো উন্নয়নের। মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র স্টেডিয়াম অবস্থিত বহরমপুরে। নেট প্র্যাকটিস থেকে পানীয় জল, পর্যাপ্ত আলোর কোন সমস্যা আছে কি না সরাসরি শোনেন খেলোয়াড়দের মুখ থেকেই। অভিভাবকদের বসার জায়গা নিয়েও খোঁজ নেন। ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবলের প্রশিক্ষণ, মাঠে বেড়া কতদূর সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। পরিদর্শনের পর বহরমপুর স্টেডিয়ামকে নতুন রূপ দিতে বেঁধে দেওয়া হল তিন মাসের টার্গেট। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সম্মান জানানো হবে। স্টেডিয়ামের আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দর্শক গ্যালারি থেকে, হকির মাঠ, ৩ নম্বর মাঠে বেড়া দেওয়া, জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব কমিউনিটি হল তৈরির উদ্যোগ শুরু-সহ একাধিক পরিকল্পনা নেন জেলাশাসক। স্টেডিয়াম ঘুরে দেখে জেলাশাসক বলেন, এখানে যা পরিকাঠামো রয়েছে সেগুলিকে কী করে আরও উন্নত করা যায়, নতুন খেলা কী করে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা নিয়ে জেলা ক্রী।। সংস্থায় আমাদের টিমের সঙ্গে স্টেডিয়াম পরিদর্শন হয়েছে। যে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ফাঁক রয়েছে সেগুলির জন্যে তৈরি করা হচ্ছে। সেই কাজগুলি করা হবে। পরবর্তী তিন মাসের টার্গেট নেওয়া হয়েছে। শিশুদের খেলতে অসুবিধা দূর করা, অভিভাবকদের জন্যে আরও ভাল সুযোগের যাতে ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে। ডিএসএ-র তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

# সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ নভেম্বর ঃ সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। সোমবার সকালে মালদার ইংরেজবাজার শহরের আম বাজারের সামনে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সেতুর পাইপের সঙ্গে সদ্যোজাতর দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় ইংরেজবাজার থানায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। তারা শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে জানান। সদ্যোজাতর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। স্থানীয়দের দাবি, ওই এলাকায় বহু বেসরকারি নার্সিংহোম আছে এবং মাঝেমধ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। কেউ বা কারা জলে ফেলতে গিয়েছিল কিন্তু মৃত শিশুটি সেতুর পাইপে আটকে যায়। পুলিশের কাছে বাসিন্দাদের দাবি, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাঁদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থার গ্রহণ করা হোক।

**পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম**

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-পিএওয়াই-ইউএসই-এসজিইউজে-, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ২৫-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৫-১১-২০২৫ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,**ট্রিপ/দিনঃ** ৩৬৫।

| এসইকিউ নং. | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পিএনইউ-কেআইআর-এসজিইউজে- টিওআই-২০৯-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট) | শিলিগুড়ি জংশন (এসজিইউজে) স্টেশনে ০১ (এক) বছরের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান। |

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৬-১১-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

# জাদেজার চেন্নাই ছাড়া নিয়ে জমে উঠল জল্পনা

**সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১০ নভেম্বরঃ** চেন্নাই সুপার কিংস থেকে কি সত্যিই বিদায় নিচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজা? সোমবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখতেই চমক। হঠাৎ করেই উধাও জাদেজার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। আর সেই সূত্রেই গুজব আরও জোরালো- চেন্নাই থেকে হয়তো অলরাউন্ডারের বিদায়ের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে! জাদেজা দীর্ঘদিন ধরে চেন্নাইয়ের অন্যতম মুখ। জিতেছেন ২০১৮, ২০২১ আর ২০২৩ সালের তিনটি আইপিএল খেতাব। এমনকি ২০২২ সালে কয়েকটি ম্যাচে অধিনায়ক হিসেবেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার শোনা যাচ্ছে, আইপিএলের মহানিলাম শুরুর আগেই চেন্নাই সেরে ফেলেছে বড়সড়ট্রান্সফার চুক্তি-রবীন্দ্র জাদেজার বদলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন আসতে পারেন এম. এ. চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে! প্রস্তাবটা শুধু জাদেজা আর স্যামসনকে নিয়েই নয়। আলোচনায় আছেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার স্যাম কারানও, যিনি রাজস্থান শিবিরে যোগ দিতে পারেন বলে খবর। চেন্নাই এখন এমএস ধোনি পরবর্তী সময়ের কথা চিন্তা করে দল গড়ে তুলছে। সেই কারণেই নেতৃত্ব আর ব্যাটিং দুই দিক থেকেই সঞ্জুকে ভবিষ্যতের নির্ভরযোগ্য অপশন হিসেবে ভাবছে ম্যানেজমেন্ট। জোরদার আলোচনা চলছে। রাজস্থান শিবিরও নাকি পুরো প্রস্তাবটা খতিয়ে দেখছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। খবর ছড়াতেই অস্থির চেন্নাই সমর্থকরা।

# এআইএফএফের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ বিদেশি ফুটবলার কার্লোসের

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বরঃ** ভারতীয় ফুটবলের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। এবার তাতে যোগ হল আরও একটি জোরালো বক্তব্য। আইএসএলের অন্যতম অভিজ্ঞ বিদেশি ফুটবলার কার্লোস ডেলগাডো সরাসরি আক্রমণ শানালেন এআইএফএফের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য-আমরা বক্তব্য চাই না, চাই বাস্তব পদক্ষেপ। আমরা ফুটবল খেলতে চাই-আপনারা পুরো ইকোসিস্টেমকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছেন। এই বার্তায় ফুটে উঠেছে লিগের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা। আইএসএল ক্লাবগুলোর প্রথম দলীয় কার্যক্রম ইতিমধ্যেই স্থগিত বা সীমিত করা হয়েছে। সুপার কাপ শেষ হওয়ার পর আর কোনও অফিসিয়াল প্রতিযোগিতা নেই সামনে, ফলে দলের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাব পরিচালনাকেন্দ্র কার্যত বিপাকে পড়েছে। ঠিক এই মুহূর্তেই কার্লোস ডেলগাডোর বক্তব্য যেন ফুটবল মহলের সেই উদ্বেগকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। বহু বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলে খেলা এই স্প্যানিশ সেন্টার-ব্যাক শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি বলেছেন, ''এআইএফএফের দায়িত্ব খেলোয়াড়, ক্লাব এবং সকল স্টেকহোল্ডারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমানে কোনও দিশা নেই। কোনও পরিষ্কার ক্যালেন্ডার নেই। খেলোয়াড়রা জানেই না পরবর্তী টুর্নামেন্ট কবে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের ব্যাপার।'' বিশেষজ্ঞদের মতে, এআইএফএফের পক্ষ থেকে যদিও সম্প্রতি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে তারা সমাধান খুঁজছে, তবে সেই আশ্বাসে মাঠপর্যায় থেকে তেমন আস্থা পাচ্ছেন না কেউ।

**ফুটে উঠেছে লিগের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা**

ক্লাবগুলোর আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ার উপক্রম, স্পনসরশিপ কমছে, খেলোয়াড়দের চুক্তি মূল্যায়ন থমকে আছে। বিদেশি ও দেশীয় ফুটবলার - উভয়েই এই অবস্থাকে অনিশ্চয়তার শীর্ষে বলে মনে করছেন। কার্লোস ডেলগাডোর বক্তব্যই দেখিয়ে দিচ্ছে, খেলোয়াড়রা এখন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত চায়। তিনি বলেন, ''এখানে শুধু ফুটবল মাঠ নয়, বহু মানুষের জীবিকা জড়িত। আপনি লিগ বন্ধ করলে হাজারো খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, গ্রাউন্ড কর্মী-সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এটা শুধু লিগের সমস্যা নয়, এটা মানুষের সমস্যা।'' ফুটবল মহলে আলোচনা চলছে যে, এআইএফএফকে জরুরি ভিত্তিতে একটি স্থায়ী ফুটবল ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে হবে। যাতে আইএসএল, সুপার কাপ, লিগ টু, যুব লিগ-সব মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে এবং প্রতিটি দেশের ফুটবল কাঠামো দ্রুত বদলাচ্ছে। সেখানে ভারত যদি পিছিয়ে পড়ে, তাহলে বড় ক্ষতি হবে তরুণদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। আইএসএল ক্লাবগুলোর একাধিক সিইও, কোচ ও খেলোয়াড় এর আগেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেরালা ব্লাস্টার্সের সিইও অভীক চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য-''আমরা একপ্রকার অচল অবস্থায় আছি''- এখন নতুন মাত্রা পাচ্ছে কার্লোস ডেলগাডোর এই কঠোর বার্তায়। ফুটবলপ্রেমীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন-এআইএফএফ কি সত্যিই দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে? নাকি এরকম বক্তব্য আরও বাড়বে? ডেলগাডো সহ বহু ফুটবলারের বার্তা পরিষ্কার- ''বক্তব্য নয়, এখন সময় পদক্ষেপের।''

# 'এই সমস্ত নির্লজ্জেরা তোমাদের কাজে লাগাচ্ছে!'

## কাদের নিয়ে হরমনদের সতর্ক করলেন গাভাসকর?

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ নভেম্বরঃ** বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে নিয়ে ইতিহাস গড়েছে টিম ইন্ডিয়া। হরমনপ্রীত কৌরদের এই সাফল্যে গোটা দেশ উচ্ছ্বসিত। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার, ব্র্যান্ড, সংস্থা-সবাই জয়ের আনন্দে সামিল। কেউ ঘোষণা করছে নগদ পুরস্কার, কেউ দিচ্ছে স্পনসরশিপের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এই উন্মাদনার মধ্যেই সাবধান বার্তা সুনীল গাভাসকরের। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটারের মতে, এই পুরস্কারের জোয়ারের পেছনে আছে অন্য গল্প। তাঁর ভাষায়, ''মেয়েরা, শুধু একটা কথা মনে রেখো-সব প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না। ভারতীয় সমাজে অনেকে কাঁধে চড়ে নিজেদের প্রচার করবে। তারা তোমাদের সাফল্যকে ব্যবহার করছে নিজের ব্র্যান্ড বা নিজের নাম ছাড়তে।'' গাভাসকর তাঁর কলামে লিখেছেন, ''পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন আর ব্যানারে এখন অভিনন্দনের বন্যা। কিন্তু এদের মধ্যে বেশিরভাগই দল বা খেলোয়াড়দের আসল স্পনসর নয়। তারা শুধু নিজেদের নাম বাড়াতে চায়, অথচ

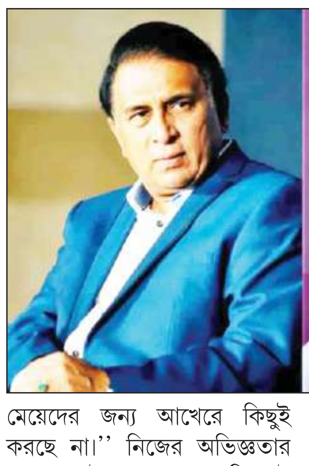

মেয়েদের জন্য আখেরে কিছুই করছে না।'' নিজের অভিজ্ঞতার কথাও টেনে আনেন ক্রিকেট কিংবদন্তি। জানান, ১৯৮৩ সালে যখন ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল, তখনও নাকি একই ঘটনা ঘটেছিল। গাভাসকরের ভাষায়, ''আমাদের তখন অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় কিছুই পূরণ হয়নি। মিডিয়াও তখন এসব বড় বড় ঘোষণাকে কভার করেছিল, কিন্তু ওরাও বুঝতে পারেনি যে, আসলে তারাও ব্যবহৃত হচ্ছে-এই নির্লজ্জদের হাতে!'' এরপর মেয়েদের উদ্দেশে সরাসরি বার্তা, ''যদি কোনও প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত না আসে, হতাশ হবে না। কারণ এই সমস্ত নির্লজ্জেরা নিজেদের প্রচারের জন্য তোমাদের জয় ব্যবহার করছে!'' সুনীলের মতে, সত্যিকারের পুরস্কার আসলে অন্য কিছু-দেশের মানুষের ভালোবাসা। তিনি বলেন, ''১৯৮৩ সালের টিম এখনও মনে করে, সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীর ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তোমরাও একদিন একথা বুঝবে। টাকা বা ব্র্যান্ডের নাম নয়, মানুষ যে গর্ব নিয়ে তোমাদের কথা বলে, সেটাই আসল প্রাপ্তি।'' শেষে মেয়েদের অভিনন্দন জানিয়ে গাভাসকর লেখেন, ''এই জয় দেশের গর্ব। তোমরা ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ উজ্জ্বল করেছো। জয় হিন্দ!'' সরল কিন্তু কড়া বার্তা। তবে আসলে এটাই যেন এক বাস্তব শিক্ষা-জয় যতই বড় হোক, প্রচারের আড়ালে অনেক সময় উদ্দেশ্যটা খাঁটি থাকে না।

# ভাঙা হবে দিল্লির আইকনিক জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম! কিন্তু কেন?

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বরঃ** দিল্লির ঐতিহাসিক জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম ভেঙে তৈরি হতে চলেছে নতুন এক 'স্পোর্টস সিটি'। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ১০২ একর জমির এই বিশাল এলাকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে, যেখানে থাকবে আধুনিক মানের খেলাধুলা কেন্দ্র ও খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা। সূত্র অনুযায়ী, প্রকল্পটি এখন প্রস্তাব পর্যায়ে। ফলে সময়সীমা নির্ধারিত হয়নি। তবে মন্ত্রক ইতিমধ্যেই কাতার ও অস্ট্রেলিয়ার স্পোর্টস সিটি মডেল খতিয়ে দেখছে- যেখানে প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াবিদদের সুবিধা একসঙ্গে রাখা হয়েছে। এক আধিকারিক পিটিআইকে বলেছেন, ''পুরনো স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলা হবে। ভিতরে থাকা সমস্ত দপ্তর-যেমন, ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি ও ন্যাশনাল ডোপ টেস্টিং ল্যাবরেটরি-অন্যত্র সরানো হবে।'' এই পদক্ষেপকে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের নতুন ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রস্তাবিত এই স্পোর্টস সিটি তৈরি হবে সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে-যেখানে শুধু প্রতিযোগিতা নয়, ক্রীড়াবিদদের সার্বিক উন্নয়ন ও সুস্থতার দিকেও জোর দেওয়া হবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা হচ্ছে আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, যেখানে এক ছাদের তলায় ক্রিকেট, অ্যাথলেটিকস, সাঁতার ও টেনিসের মতো একাধিক খেলাধুলো চালানোর সুযোগ রয়েছে।

# লেভানডফস্কির হ্যাটট্রিকে বার্সেলোনার দারুণ জয়

**সংবাদ সংস্থা, ভিগো, ১০ নভেম্বরঃ** প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। লেভানডফ স্কি শিরোপাধারীদের এগিয়ে নেওয়ার পরের মিনিটেই সমতা ফেরান সের্হিও কারেইরা। পোলিশ তারকার দ্বিতীয় গোলের পর সেল্তা আরেকবার সমতায় ফেরে বোর্হা ইগলেসিয়াসের লক্ষ্যভেদে। প্রথমার্ধেই লামিনে ইয়ামালের গোলে বার্সেলোনা আরেকবার এগিয়ে যাওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন লেভানডফস্কি। কোনো গোল না পেলেও, তিনটি গোলে অবদান রাখেন মার্কাশ র‍্যাশফোর্ড। জয়ের আনন্দের মাঝে কিছুটা অস্বস্তির কাঁটাও আছে বার্সেলোনার জন্য। শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলা ফ্রেংকি ডি ইয়ং। পরের ম্যাচে আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না এই ডাচ মিডফিল্ডার। ১২ ম্যাচে ৯ জয় ও এক ড্রয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠেছে বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চূড়ায় রিয়াল মাদ্রিদ, যারা দিনের শুরুতে গোলশূন্য ড্র করে রায়ো ভাইয়েকানোর বিপক্ষে। ম্যাচে প্রায় ৬২ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২১টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। সেল্তার ৫ শটের ৩টি লক্ষ্যে ছিল। চতুর্থ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে বুক দিয়ে বল নামিয়ে লেভানডফস্কির নেওয়া শট অনায়াসে ঠেকান গোলরক্ষক। দশম মিনিটে সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন পোলিশ স্ট্রাইকার। গোলরক্ষক বলে হাত ছোঁয়ালেও আটকাতে পারেননি। বক্সে সেল্তার মার্কোস আলোন্সোর হাতে বল লাগলে ভিএআর মনিটরে দেখে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। পরের মিনিটে

ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত, কিন্তু ওয়ান-অন-ওয়ানে ব্যর্থ হন র‍্যাশফোর্ড। ইংলিশ স্ট্রাইকারের প্রচেষ্টা এগিয়ে এসে রুখে দেন গোলরক্ষক। এর ২০ সেকেন্ডের মধ্যেই পাল্টা-আক্রমণে বার্সেলোনার জালে বল পাঠিয়ে সমতায় ফেরে সেল্তা। অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে সতীর্থের থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষক ভয়চেখ স্ট্যান্সনিকে পরাস্ত করেন সের্হিও কারেইরা। ২৫তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেতে পারত বার্সেলোনা। র‍্যাশফোর্ডের শট লাগে পোস্টে। ফিরতি বলে ইয়ামালের কোনাকুনি শট ঠেকান গোলরক্ষক। ৩৭তম মিনিটে চমৎকার ফিনিশিংয়ে দলকে আবার এগিয়ে নেন লেভানডফস্কি। বাঁ দিক থেকে র‍্যাশফোর্ডের ক্রসে ছয় গজ বক্সে ভলিতে বল জালে পাঠান ৩৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। তবে এবারও বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি সফরকারীরা। দর্শনীয় গোলে ২-২ সমতা ফেরান ইগলেসিয়াস। ডান দিক থেকে সতীর্থের পাসে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে গোলটি করেন এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে তৃতীয় দফায় এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে র‍্যাশফোর্ডের কাট-ব্যাক প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে পেয়ে যান ইয়ামাল, নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে জালে পাঠান ১৮ বছর বয়সী ফুটবলার। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় বার্সেলোনা। পরিষ্কার কোনো সুযোগ যদিও তারা পাচ্ছিল না। ৭৩তম মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন লেভানডফস্কি। র‍্যাশফোর্ডের কর্নারে তার হেড পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। শেষ দিকে ইয়ামালের শট পোস্টে লাগায় ব্যবধান আর বাড়েনি। সামনের আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির পর আগামী ২২ নভেম্বর ঘরের মাঠে বিলবাওয়ের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা।

# রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে শেষের গোলে পিএসজির হাসি

**সংবাদ সংস্থা, লিওঁ, ১০ নভেম্বরঃ** প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লিগ আঁয় রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ৩-২ গোলে জিতেছে লুইস এনরিকের দল। দারুণ এই জয়ে আবার শীর্ষে ফিরল তারা। ওয়ারেন জাইরে এমেরির গোলে পিএসজি এগিয়ে যাওয়ার পর সমতা টানেন মোরেইরা। একটু পর খাভিচা কাভারাস্খেলিয়ার গোলে আবার এগিয়ে যায় সফরকারীরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেই ব্যবধানও ঘুচিয়ে দেন মাইটল্যান্ড-নাইল্স। তবে শেষ সময়ে জোয়াও নেভেসের গোলটির জবাব আর দিতে পারেনি লিওঁ। গত সপ্তাহে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হারের হতাশা সামলে জয়ে ফিরল পিএসজি। ১২ ম্যাচে আট জয় ও তিন ড্রয়ে ২৭ পয়েন্ট ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের। দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাওয়া মার্সেইয়ের পয়েন্ট ২৫। উসমান দেম্বেলে ও দিজিরে দুয়ের চোটে আক্রমণভাগ হয়ে পড়েছে নড়বড়ে। আশরাফ হাকিমি ছিটকে পড়ায় রক্ষণভাগও হয়েছে দুর্বল। সেই সঙ্গে মার্কিনিয়োসের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারকে বেঞ্চে রেখে শুরুর একাদশ সাজান পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। ম্যাচের শুরুতে দুই দলের খেলাতেই তেমন কোনো ধার ছিল না। লড়াই জমে

উঠতে অবশ্য দেরি হয়নি সাত মিনিটে দুই পাশে মোট তিনবার জালে বল জড়ায়। দারুণ এক গোলে ২৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। নিজেদের সীমানা থেকে ভিতিনিয়ার উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল ডি-বক্সে ধরে, দুরূহ কোণ থেকে জোরাল শটে কাছের পোস্ট ঘেঁষে জালে জড়ান তরুণ ফরাসি মিডফিল্ডার ওয়ারেন জাইরে-এমেরি। প্রায় একইরকম প্রতি-আক্রমণে চার মিনিট পরই সমতায় ফেরে লিওঁ। নিজেদের সীমানা থেকে সতীর্থের বাড়ানো থ্রু বল ধরে, ডি-বক্সে ঢুকে নিচু শটে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ২০ বছর বয়সী পর্তুগিজ মিডফিল্ডার মোরেইরা। লিওঁর স্বস্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই উবে যায়। ৩৩তম মিনিটে দলটির ডি-বক্সের সামনে তাদের এক খেলোয়াড়ের দুর্বলতায় বল কেড়ে সামনে বাড়ান ভিতিনিয়া। বল ধরে ডি-বক্সে ডুকে প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া। ৪২তম মিনিটে ফের সমতায় ফিরতে পারতো আয়োজক দল। কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় হয়নি আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার নিকোলাস তাগলিয়াফিকোর প্রচেষ্টা পোস্টে বাধা পায়। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে গোলরক্ষকের ভুলে দ্বিতীয় গোল হজম করে পিএসজি। লিওঁর মিডফিল্ডার মর্টন তাদের সীমানা থেকে উঁচু করে বল বাড়ান। কী বুঝে পোস্ট ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে আসেন লুকাহ শুভালিয়ে! একপলকে সেটা দেখে সতীর্থের পাস ধরেই বল হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন মাইটল্যান্ড-নাইল্স, বল গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে গিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেয়। ৬২তম মিনিটে লি কাং-ইনের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরাল শট দারুণ নৈপুণ্যে রুখে দিয়ে, দলকে সমতায় রাখেন লিওঁ গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কাং-ইনকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন তাগলিয়াফিকো। এক মিনিট পরই কান-ইনের কর্নারেই হেডে ব্যবধান গড়ে দেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার নেভেস। আসরে চতুর্থ হারের পর ২০ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে আছে লিওঁ।

# গুয়ার্দিওলার হাজারতম ম্যাচে লিভারপুলকে উড়িয়ে দিল সিটি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দারুণ জয়ের পর ঘরোয়া লিগে ফিরে পথ হারিয়ে ফেলল লিভারপুল। শুরুতে প্রতিপক্ষের পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তেমন কিছু করতে পারল না তারা। ওই ব্যর্থতা পেছনে ফেলে দলকে এগিয়ে নিলেন আর্লিং হলান্ড। পরে গোলের দেখা মিলল আরও দুটি। দাপুটে জয়ে পয়েন্ট তালিকায় দুই নম্বরে উঠল ম্যানচেস্টার সিটি।

**লন্ডন, ১০ নভেম্বরঃ** কোচিং ক্যারিয়ারে পেপ গুয়ার্দিওলার এক হাজারতম ম্যাচের উপলক্ষ দারুণ জয়ে রাঙালেন হলান্ড, জেরেমি ডোকুরা। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতল সিটি। প্রথমার্ধে হলান্ড ও নিকো গন্সালেসের লক্ষ্যভেদের পর দ্বিতীয়ার্ধে তৃতীয় গোলটি করেন ডোকু। ২০২৩ সালের এপ্রিলের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলকে হারাতে পারল সিটি, মাঝে চার ম্যাচে জয়হীন ছিল তারা। ১১ ম্যাচে সাত জয় ও এক ড্রয়ে সিটির পয়েন্ট হলো ২২। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। আসরে পঞ্চম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া শিরোপাধারী লিভারপুল ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে নেমে গেল। লিগে টানা চার হারের পর গত রাউন্ডে জিতলেও, আবার পরাজয় সঙ্গী হলো আর্না স্লটের দলের। স্কোরলাইন যেমন, আক্রমণেও তেমন দাপট দেখায় সিটি। গোলের জন্য তাদের ১৪ শটের ৬টি ছিল লক্ষ্যে। লিভারপুলের সাত শটের একটি মাত্র লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচের নবম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগে পেনাল্টি পায় সিটি। বাঁ দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের দুই জনের বাধা এড়িয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ডোকু। লিভারপুল গোলরক্ষক জিওর্জি মামারদাশভিলির বাড়িয়ে দেওয়া পায়ের সঙ্গে পা লেগে মাটিতে পড়ে যান বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। পরে ভিএআর মনিটরে দেখে

পেনাল্টি দেন রেফারি, আর হলান্ডের স্পট কিক বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন মামারদাশভিলি। ২০২৩-২৪ মরসুমের শুরু থেকে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে মামারদাশভিলির (৬) চেয়ে বেশি পেনাল্টি সেভ করতে পারেননি আর কোনো গোলরক্ষক। প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে সবশেষ পাঁচটি পেনাল্টির চারটিতে গোল করতে ব্যর্থ হলো সিটি। গোলের দেখা পেতে খুব বেশি সময় অবশ্য অপেক্ষায় থাকতে হয়নি সিটিকে। ২৯তম মিনিটে ডান দিক থেকে মাথিয়াস নুনেসের ক্রসে হেডে দলকে এগিয়ে নেন হলান্ড। এবারের লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার ২৫ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারের গোল হলো ১১ ম্যাচে ১৪টি। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ১০৮ ম্যাচে তার গোল এখন ৯৯টি। আর এই মরসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে তিনি করলেন ২৮ গোল। আক্রমণে নিষ্প্রভ হয়ে থাকা লিভারপুল ৩৮তম মিনিটে আনন্দের উপলক্ষ পেলেও তা ভিএআরে হতাশায় রূপ নেয়। কর্নারে বক্সে হেডে বল জালে পাঠান ভার্জিল ফন ডাইক। তখন গোললাইনে দাঁড়ানো অ্যান্ডি রবার্টসন ছিলেন অফসাইড পজিশনে। তিনি বল স্পর্শ করেননি, জালে যাওয়ার সময় মাথা নিচু করেন। তবে গোলরক্ষকের পথে 'বাধা হয়ে দাঁড়ানোয়' গোল মেলেনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সিটি। বক্সের বাইরে থেকে নিকো গন্সালেসের শট লিভারপুল ডিফেন্ডার ফন ডাইকের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। ৬৩তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে লিভারপুলের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা কার্যত শেষ করে দেয় সিটি। ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলেতে থাকা ডোকু করেন চোখধাঁধানো এক গোল। নিকো ও'রাইলির পাস বক্সের বাইরে পেয়ে, জায়গা বানিয়ে দূরের পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। প্রিমিয়ার লিগে ২৪ ম্যাচ পর জালের দেখা পেলেন ডোকু। মিনিট দশেক পর তাকে তুলে ওমার মার্মাউশকে নামান কোচ। ৭৫তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দমিনিক সোবোসলাইয়ের জোরাল শট দারুণ নৈপুণ্যে ফিরিয়ে দেন সিটি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা। লক্ষ্যে লিভারপুলের একমাত্র শট এটিই। বাকি সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি কেউ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com